

ভাষ-সম্মিলন

শ্রীমতেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স

৯০, ২এ, হারিসন রোড, কলিকাতা

প্রিণ্টার :—ঔপূর্ণচন্দ্র মাস্তা

২০ নং কণ্ডওয়ালিস ষ্ট্রট, বেঙ্গল-প্রেস, কলিকাতা

ভূমিকা

‘তীর্থসলিলে’র প্রায় ত্রিশটি কবিতা ‘সাহিত্যো’ প্রকাশিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট নূর্তন ।

‘তীর্থসলিলে’ জগতের সমস্ত সাহিত্য-মহাপীঠ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে । এই পুস্তকে প্রকাশিত সমস্ত কবিতাই নানা দেশের, বিভিন্ন যুগের, বিচিত্র কবিতার পদ্ধতিবাদ ; ক্ষেত্রবিশেষে অনুবাদের অনুবাদ । সকল স্থলে মূলের ছন্দ রাখিতে পারি নাই ; তবে, মূলের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি ।

বিশ্বমানবের নানা বেশ, নানা মুষ্টি ও নানা ভাবের সহিত পরিচয়-সাধনই এই গ্রন্থ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য । আমার জ্ঞান ও শক্তিতে যতটুকু সম্ভব তাহা করিলাম, আশা করি ভবিষ্যতে যোগ্যতর জনের সাধনাবলে সমগ্র বিশ্বের ভাবসম্পদ বাঙ্গালী সাধারণের আরো একান্ত রূপে আপনার হইয়া উঠিবে ।

পরিশেষে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে-সমস্ত কবি ও লেখকের নিকট আমি ঋণী তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা বিনয়ের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি ।

কলিকাতা ;
১ই আশ্বিন ; ১৩১৫

}

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

উৎসর্গ

জাতীয় সাহিত্য-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,

সমগ্র সংসাহিত্যের বিচক্ষণ রসজ্ঞ,

বহু-ভাষা-বিদ

মমত্বী

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহোদয়ের করকমলে

আন্তরিক প্রদ্বার নিদর্শন স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র চন্দন-গুচ্ছখানি অর্পিত হইল

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
"বিশ্ববাণীর বারতা" এমনেছি'	১
মাঙ্গলিক	২
৫'দিনের শিশু	৩
মাউরি জাতির 'ঘুম পাড়ানি'	৪
জাপানী 'ঘুম পাড়ানি'	৫
শিশু	৬
'মনি ও বিনি	৭
মানব-সম্ভাব	৮
শঙ্ক বালক	৯
বসুন্ধর	১০
টব্রকুট	১১
'মুজ়ে পুড	১২
বৈশ্বের গান	১৩
একটি মৃণিকের প্রতি	১৪
কোকিল	১৫
চাতকের প্রতি	১৬
দাব্যাবিষ্ঠাত্রীর প্রতি	১৭
করি ও মানব-জীবন	১৮
কীর ও নীর	১৯
কর্ম ও করনা	২০
সদৃষ্ট ও পুরুষকার	২১
ধিবীর সার্থকতা	২২
বদদাক্ত ও বদলতা	২৩
বপাত্র ও স্বর্ণপাত্র	২৪
জানের প্রতি	২৫
যাতার প্রতি	২৬
'জু-গর্জ	২৭
বকলঙ্ক দারিজা	২৮

ববর	পৃষ্ঠা
সাধের স্বপন	৩২
বসন্তে	৩৩
বসন্তে (২)	৩৩
শিশু কল্যানের শান্তি	৩৪
মৌবনমুগ্ধা	৩৪
কলয়ের নিধি	৩৬
পূর্বরাগ	৩৬
রূপশী	৩৭
প্রমত্তের প্রতি	৩৭
প্রেম-সঙ্গীত	৩৭
উন্মাদ	৩৮
প্রেমের বেদনা	৩৮
লাল মাহুকের গান	৩৯
অপূর্ণ বিবাদ	৪০
উবায় ও নিশায়	৪২
মারিটি গান	৪২
হৃৎকের হেতু	৪৩
মুখর ও যৌন	৪৫
একা	৪৫
পরিবর্তন	৪৫
গুপ্ত প্রেম	৪৬
পথের পথিক	৪৭
সার্থক দিন	৪৭
প্রস্থিতি	৪৮
বালিকার অমরাগ	৪৮
গোপিকার গান	৪৯
একমের ইচ্ছাশাল	৫০
দেখে যাও	৫১
মৃত-সঞ্জীবনী	৫২
প্রায়ের পরশ	৫৩
রূপের মাহুরী	৫৩
ভালবাসার নামাস্তর	৫৪
জোবেদীন প্রতি জামায়ে	৫৫

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ନାନ୍ଦି ବନ୍ଦନା (: ଶୟ ଉପସ୍ଥାପ)	୫୫
" (ବିଶ୍ଵର)	୫୬
" (ଜାପାନ)	୫୭
" (ଜୀସ୍)	୫୮
" (ଭାରତବର୍ଷ)	୫୯
" (ହିନ୍ଦୁ ନି ଦେଶ)	୬୦
" (ଯୁରୋପ)	୬୧
" (କାଫିଦେଶ)	୬୨
" (ପାରମା)	୬୩
" (ଆମେରିକା)	୬୪
କବିର ଶ୍ରେୟ	୬୫
ଗୋଲାପଗୁଚ୍ଛ	୬୬
ମିଳନ-ସଂକେତ	୬୭
ପ୍ରେମର ଚୁପ୍ ଚୁପ୍	୬୮
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆନନ୍ଦ	୬୯
ନାରାୟଣ ଗୀତା	୭୦
ପ୍ରେମର ବେଶ	୭୧
ହୃଦୟ	୭୨
ମାତୃର ପ୍ରୀତି	୭୩
ସେବର ପ୍ରୀତି	୭୪
ପ୍ରିୟା ଯବେ ପାଶେ	୭୫
ମାତୃର ପ୍ରୀତି (୨)	୭୬
ସଂଗ୍ରହେ ଶ୍ରେୟ	୭୭
ନାରୀ ଓ ରାଜା	୭୮
ବିଦାୟ-କ୍ଷଣେ	୭୯
ଅବାସେ	୮୦
ତାବତୀ ନାରୀର ଗୀତ	୮୧
ସ୍ମୃତି	୮୨
ହୃଦ-ବର୍ଦ୍ଧନୀ ନାୟେ	୮୩
ବନ୍ଧୁ	୮୪
ଓଢ଼ିଆ ଶିଳ୍ପ	୮୫
ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳ୍ପ	୮୬
ବାକ୍ସ	୮୭

বিষয়	পৃষ্ঠা
সভা	৮৪
নব-সপত্নী-সভাষণ	৮৬
পান	৮৬
যুগ্মগীতীর প্রেম	৮৭
পদস্থলন	৮৭
সৌন্দর্য্য ও সাধুতা	৮৮
বাতুলতা	৮৮
অভাগীর চরম সাধ	৮৯
বিচারক	৯০
নিচুরা হৃদয়ী	৯১
রাখাল ও রাজকন্তা	৯৪
প্রেম ও যুত্যা	৯৫
প্রাচীন প্রেম	৯৬
ক্যোৎসার কুহক	৯৭
স্বপ্ন	৯৭
প্রেম ও গৌরব	৯৮
দিবা-স্বপ্ন	৯৯
বোবন ও বার্ডকা	৯৯
জীবন-স্বপ্ন	১০১
হৃৎধের শিক্ষা	১০২
বিধার জীবন	১০৩
শান্তিহার	১০৫
বিচিত্রা	১০৬
বিড়ম্বনা	১০৬
নিয়তি	১০৭
নিয়তি (২)	১০৮
যুগ্মক	১০৯
রুবাইয়াৎ	১০৯
মাতাল	১১২
মাতালের যুক্তি	১১৩
সভোগ	১১৪
বেলুটির পান	১১৪
বুহু ভাতার দিশাহীর পান	১১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
বেণালী লোক	১১৫
দিবা-স্বপ্ন (২)	১১৬
নারী ও কংকুশিয়ে	১১৭
রাজার প্রতি	১১৮
জাতীয় সঙ্গীত (ইংলণ্ড)	১১৮
" (নরোয়ে)	১১৯
" (জাপান)	১২১
" (কবিয়া)	১২৪
" (হজেরি)	১২৫
" (যিশর)	১২৬
" (বৈদিক ভারত)	১২৭
" (বর্তমান ভারত)	১২৮
চিঠি	১২৯
স্বদেশ বন্দনা	১৩০
পদস্থ বন্ধুর প্রতি	১৩২
অবিচার	১৩৬
পুণ্যের ক্ষয়	১৩৫
বন্দীর আর্পনা	১৩৬
উদ্দীপনা	১৩৬
বাহুস	১৩৭
ইতালির প্রতি	১৪০
মৃত্যুঞ্জয়	১৪১
মথালান্ত	১৪১
কাসী উত্তট	১৪২
নিশীথে	১৪২
বৃক্ষের স্বপ্ন	১৪৪
বৃক্ষের যৌবন-স্বপ্ন	১৪৬
মশা-চক্র	১৪৭
চরম শাস্তি	১৪৮
পূর্ণ বিকাশ	১৪৯
নদী-সংবাদ	১৫০
অগ্নি	১৫৪
নীলনদের বন্দনা	১৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
‘বিজ্ঞ’ বন্দনা	১৪৫
যজ্ঞরূপা মাতা	১৪৬
যারা	১৪৭
বৈরাগ্যোদয়	১৪৮
লাবার গান	১৪৯
বৌদ্ধের তপস্যা	১৫০
চিত্র শরণ	১৫১
নামকীর্তন	১৫২
ব্যাকুল	১৫৩
অমৃতপ্ত	১৫৪
কঙ্কণার ঝড়	১৫৫
সাকীর প্রতি	১৫৬
হাফেজের কবাইয়াৎ	১৫৭
শ্রেয়-বিরুদ্ধ	১৫৮
প্রিয় বিরহে	১৫৯
জপের গুটি	১৬০
পন্নমেষ্ঠী	১৬১
কে	১৬২
সৎস্বরূপ	১৬৩
সমাগু	১৬৪
রহস্যের চাবি	১৬৫

বিশ্ববাণীর বারতা এনেছি বঙ্গের সভ্যতলে,
ভরেছি আমার সোনার কলস নানা তীর্থের জলে ;
ওগো তোরা আর আর !

নিখিল কবির সঙ্গীত ওঠে বঙ্গের বন-ছায় !

শতক বিমূঢ় শত শতাব্দে বাহাদুরের মুখ চায়,—
মুদ্রার ভাষায় অতীত জগৎ পুনর্জীবন পায়,—

ভাষা আজি কুতূহলে

বঙ্গবাণীর মন্দিরে আসি' মিলিয়াছে দলে দলে !

আমার কণ্ঠে গাহিছে আজিকে জগতের যত কবি :
আমার তুলিতে আঁকিছে তাদের দুঃখ-সুখের ছবি ।

শত বিচিত্র স্মর,

আজি একত্রে বিহরে হরমে অমর স্মর ।

আমার কণ্ঠে গাহিছেন বাস, বাসিকী, কালিদাস !

দাশু, হোমার, শেকসপীয়ার, কণ্ঠে করিছে বাস !

গেটে, হুগো, বায়রন,

হেগুজু, হাফেজ, স্যাক্সো, অবৈয়ার, খুস্‌হাল্, টেনিসল্ ।

ভ্রমর ঐয়াম্ আসিয়া মিলেছে, এসেছে ভণ্টেয়ার ;

ফায়ের্ এসেছে, শেলি, সাডি, কীটস্, বার্ণস্, বেরাল্গার ।

আরো যে এসেছে কত !

যোদের পদ্যবনে জগতের জুটেছে মধুরত !

নানা দেশে যারা ছিল গো ছিন্ন, ছিল নানা মত ভাষা—

নানা কালে যারা ছিল বিভিন্ন, না ছিল মিলন-আশা,

ভাষা আজি এক ঠাই !

আকুল হৃদয়ে করে কোলাকুলি পুলকের সীমা নাই ।

প্রেম-বন্ধনায় মিলেছে অজিকে স্নেহ-গঙ্গার ধারা,
জালা-কুণ্ডের এসেছে প্রবাহ টুটিয়া পাষণ-কারা ;

চূপে চূপে তারি সাথে,
ঝরিয়া বিশেছে স্নিগ্ধ শিশির গোপনে তিমির রাতে ।

কুন্ত আমার ভরিয়া এনেছি শত তারের জলে,
বজ্রবাণীর পুণ্যাভিষেক পুন আজি হ'বে ব'লে ;

ভংগো তোরা আয় আয়,
শতেক ধারায় তীর্থসলিল উথলি বহিয়া যায় ।

তীর্থ-সলিল

মাস্তলিক

এ গৃহে শান্তি করুক বিরাজ মন্ত্র-বচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা যাক্ দূরে চ'লে ;
পুত্রে পিতায়, মাতা হৃদিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী পতির মধুর মিলন হোক আরো সুমধুর ;
ভা'য়ে ভা'য়ে যদি বন্দ থাকে তা' হোক আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;
জনে জনে যেন কস্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা বস্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান ।

দু'দিনের শিশু

“আমি আজো নামহীন,

বয়স দুইটা দিন।”

—কি ব'লে ডাকিব মোর। তোরে ?

“আমি খুসী-টুস্‌টুসি,

আমার নামটি খুসী।”

—‘খুসী’ ! তুই খুসী থাক ওরে !

আনন্দ সুধার পাত্র,

বয়স দু'দিন মাত্র,

‘খুসী’ ব'লে আমি ডাকি তোরে ;

তুমি হাস চেয়ে চেয়ে,

আমি কহি গান গেয়ে,—

তোরে ঘিরি' খুসী যেন ঝরে ।

৫৫।

মাউরি জাতির ‘মুম-পাড়ানি’

(অষ্ট্রেলিয়া)

থোকা আমার, থোকা আমার, ‘তুলতুলসী’র পাতা !

বেনামুলের গুচ্ছ আমার রাধি'রে বৃকে মাথা !

মৃগনাভির কোটা আমার থোকা মুম বায়,

গুগ্‌গুলু ধূপধনার আবেশ থোকার চোখে আয় !

জাপানী 'ঘুম-পাড়ানি'

ঘুমো আমার সোণার ধোকা, ঘুমো মায়ের বুকে ;

আকাশ জুড়ে উঠলো তারা ঘুমো রে তুই স্বখে ।

হাত পা নেড়ে কান্না কেন ? কান্না কেন এত ?

চাঁদ উঠেছে, ঘুমোরে তুই সোণার চাঁদের মত !

একটি দিয়ে চুমো,—ঘুমো রে তুই ঘুমো ।

ঘুমো আমার সোণার পাখী মায়ের বুকের 'পরে ;

ঘুমের ঘোরে ডরিয়ে কেন উঠ'লি অমন ক'রে ?

ও কিছু নয়,—শব্দ ওঠে হাওয়ায় বাঁশের কাঁড়ে,

(আর) চকাচকী ডাকাডাকি ক'ছে পুথুর পাড়ে !

ঘুমো রে তুই ঘুমো—একটি দিয়ে চুমো ।

ঘুমো আমার সোণার ঘাছ, কিসের তোমার ভয় ?

কে কি করে ?—কাছে কাছে যা যে তোমার রয় ;

আমার ধোকায় ছুঁতে নায়ে ঘাসের বনের সাপ,

বাজ পড়ে না,—যতই খুসী হ'ক না মেঘের দাপ !

ঘুমো মাণিক ঘুমো,—একটি দিয়ে চুমো ।

ঘুমো মনের সাধে, শুধু, স্বপন দেখিস্ না রে,—

ভয় পাছে পা'ল জেগে,—হুতোম ডাকছে যে আঁধারে ।

গুটিগুটি মাথাটি রাখ্ আমার বুকের 'পরে,

হাস রে শুধু,—দেখি আমি,—হাসরে ঘুমের ঘোরে !

ঘুমো মাণিক ঘুমো,—ঘুমো রে তুই ঘুমো ।

তীর্থ-সলিল

ঘুমো আমার সোণার থোকা, ঘুমো আমার কোলে,
ভূমিকম্পে পাহাড় যখন ঘর বাড়ী নে' দোলে ;
পাপের কৰ্ম্ম যে ক'রেছে দেবতা তা'রই মারে,
নির্দোষী মোর সোণার থোকা,—কেউ না ছুঁতে পারে,
ঘুমো মাণিক ঘুমো,—সোণার পাখী ঘুমো ।

শিশু

থোকা ! দেখ ফুল !
থোকা দেখে এর চেয়ে ভাল ঢের,—
সুখের স্বপন হ'তেও মোহন,
দেখে ছবি জুলজুল !
থোকা, শোনো গান !
থোকা জানে এর চেয়ে ভাল ঢের,
যতই শোনাক্ ও গানের চেয়ে
মধুর পাখীর তান ।
থোকা, দেখ চাঁদ !
চাঁদের আকাশে দেখে থোকা হাসে,
আলোয় সে দেয় ভালবাসা কত,—
নিশির মিটায় সাথ ।

ভীৰ্খ-সলিল

থোকা, দেখ চেউ !

আহা কচিমুখ হ'ল উৎসুক '

হৃদয়ের ছেলের গভীর ছবি

দেখিবি কি তোরা কেউ ?

থোকা, দেখ তারা !

থোকা তোলে হাত ; হায় উন্মাদ,

যা' কিছু শোভন তাহাতেই দাবী ?

এ কি গো তোমার ধারা ?

থোকা, ষড়ি বাজে ;

থোকা ঢুলে ঢুলে পড়ে বাহমূলে,

জড় হ'য়ে এল পাপড়ি কুলের

পত্রপুটের মাঝে !

কিরণ-কুসুম ! থোকা ।

ওধু স্নানপন দেখ তুমি ধন !

বে অবধি রাত না হয় প্রভাত

না ফুটে অরুণ-লেখা ।

সুইনবার্ণ ।

মিনি ও বিনি

মিনিতে আর বিনিতে

ঘুমিয়ে প'ল ঝিনুকে,

আয় গো তোরা দেখে যা'

ঝিনুকে আর ঝিনুকে ।

তীর্থ-সলিল

ভিতর-রাঙা মিহুকটি,
বাহিরে তা'র রূপালি ;
সাগর জলের শব্দেতে
ঘুরে বেড়ায় নিদালি !
ছ'টি তারা ফুটফুটে
উকি দিয়ে দেখছে যে,
কোন স্বপনে মথ তা'রা
কেউ কি পারে বলতে সে ?
চমক-ভাঙা সবুজ পাগী
শিশুটি দিতে লেগেছে,—
জাগো আমার লক্ষ্মী মেয়ে,
স্থিতি মামা জেগেছে ।

টেনিসন্।

মানব-সন্তান ।

যত্নে রেখ এই ক্ষুদ্র মানব-সন্তানে,
ক্ষুদ্র,—তবু অন্তরে সে ধরে বিশ্বস্তরে ;
শিশুরা জন্মের আগে রশ্মিরাশিরূপে
চঞ্চল পুলকভরে ফিরে নীলাশ্বরে ।
আসে তা'রা আমাদের অন্ত্রায়ের দেশে,
বিধাতা পাঠান শুধু দিন দুই তরে ;

তীর্থ-সলিল

শিশুর অস্পষ্টভাবে তাঁরি বাণী ফুটে,
 কুমার বারতা তাঁর শিশু-হাসে করে ।
তা'দের সে স্মৃতি ভাতে আমাদের চোখে,
 স্বর্গ কঁাদে শিশু যদি কঁাদে গো কুধায় ;
আনন্দে তা'দের যে গো চির-অধিকার,
 তা'রা ব্যথা পেলে বিশ্ব কঁাদে যাতনায় ।
নিশ্চল সে ফুলদলে রস যদি মরে,—
 বিশ্বজনে পরশে তবে সে অপরাধ ;
মাগ্বমের ঘরে, মরি, দেবতা বিহরে !
 হায় রে, নিগূঢ় নভস্তলে বজ্রনাদ—
জাগে,—নবে ভগবানে ফিরেন খুজিয়া
 সেই সব শিশু,—হায়, যা'রা ধরাতলে
/ এসেছিল একদিন দেবতার সাজে,—
 এবে যা'রা ছিন্নবাসে,—সিক্ত অশ্রুজলে ।

ভিক্তর হুগো ।

অন্ধ বালক ।

বল গো কাহারে বলে আলো,
আমি তা'র কিছু যে জানি নি ;
চোখে দেখে কী আনন্দ ? বুল,
আমি যে গো অন্ধ চিরদিনই ।

তীর্থ-সলিল

কত কি দেখেছ, বল সব,
রবি নাকি আলো দেয় নিতি !
তাপ আমি করি অনুভব,
কেমনে সে করে দিবা রাত্রি ?
দিন রাত্রি জানে না এ আঁখি,
ঘুম রাত্রি, খেলা মোর দিন ;
না ঘুমায়ে জেগে যদি থাকি,—
মোর দিন র'বে চিরদিন ।
শুনি আমি দুঃখ করে সব,—
দুঃখ করে ভাবি মম ক্লেশ ;
আপনি বুঝি না যে অভাবে,
তা' আমি সহিতে পারি বেশ ।
পা'ব না যা'—সে ভাবনা ছাই,
সে কেবল-মন-স্থখে শনি ,
গান গাই—রাজস্থখে ভাই,
তবু আমি অন্ধ চিরদিনই ।

সিবার ।

বসুন্ধরা

জীবের জননৌ তুমি, অয়ি বসুন্ধরা !
অগাপ অনন্ত স্নেহে ও হৃদয় ভরা ।
হে আদি-সন্তুতা, আজি বন্দিব তোমায়,

তীর্থ-সমিল

মহীয়সী তব নাম নবীন গাথায় ।
সাগরে বিহরে ঘা'রা বিচিত্র বরণ,—
আকাশে আমোদে ভাসে ;—করে বিচরণ
পুণ্যময় ভূমি 'পরে শাস্তি পায়াবার ;—
সকলি তোমার দেবী সকলি তোমার ।
সবারে সমান ভাবে পাল গো আপনি
অনন্ত রতন ধনে, হে আদি-জননি !
ফুল্লমুখ শিশু হাসে—সে তোমারি কোলে ;
শাথে শাথে পাকা ফল পুঞ্জে পুঞ্জে দোলে ;
মানব-জীবন,—সেও তব ইচ্ছাধীন,
আপনি ফুটায় কর আপনাত্তে লীন !

হোমর ।

চিত্রকূট

ওই দেগ তরু'পরে ফুলরাশি ধরে ধরে
শোভিছে প্রদীপমালা সম ;
শিশির গিয়েছে ব'লে • ঘেন তা'রা কুতূহলে
প'রেছে মলিকা মনোরম !
হেথায় ভেলার বন, বিশ্ব-তরু অগণন
ফলভারে অবনত কায় ;
কে করিবে উপভোগ ? এ কাননে নাহি লোক
ফলে ফল বিফলে হেথায় ।

ତୌର୍ଥ-ମଲିକ

ওই দেখ গাছে গাছে কেমন ঝুলিয়া আছে
মধুক্রম মধুমক্ষিকার ;
ডাহক ডাকিছে জলে, শিশি কেকারব ছলে
উত্তর দিতেছে যেন তার !
আগনি ঝরিয়া ফুল ঢেকেছে বিটপী-মূল,—
রচিয়াছে ফুলের আসন ;
ফিরে করী দলে দলে, বিহগের কলকলে
চিত্রকূট মুগ্ধ করে মন ।

नालीकि

সমুদ্রে ঝড়

চারিদিকে বহিল বাতাস,—
তুলিয়া সাগর-বক্ষে সংক্ৰোভ ভীষণ ;
অস্তম্ভল করিয়া বিকাশ
উন্মাদ তরঙ্গ তীরে ধায় অগগন ।
কলরবে কাঁদিল মানব,
সশব্দে ছিঁড়িয়া যায় নৌকার বাঁধন ;
উঠি' মেঘ সহসা ভৈরব
নিল হরি' নীলাকাশ, রবির কিরণ !
কাল নিশি নামিল সাগরে,
আকাশে অশনি ষোর করে গরজ্জন ;

তীর্থ-সঙ্গিন

বোম-পথে বিহ্যৎ বিহরে,
গ্রাসিতে ছুটিয়া আসে আসন্ন মরণ ।
ঝঞ্ঝা ধায় গভীর স্বননে,
গগন চুমিতে চায় তরঙ্গ পাগল ;
গর্জিয়া সাগর-স্রোত হানে—
ছিন্ন পাল, ভগ্ন দাঁড়, তরলী বিকল ।
ভগ্ন-চূড়া পাহাড়ের মত
ধেয়ে আসে জলরাশি নাচি নিরবদি ;—
তুলে শিরে কাহারে স্বরিতে.
কাহারে অতল-তলে জীবন্ত সমাদি ।

ভাঙ্কিল ।

মেঘের গান

মেঘমালা আদি-অন্তহীন !
ভাসিয়া আসি গো মোরা মানরের নেত্রপথে,
শিশিরে মাজিয়া তমু ক্ষীণ !
ছাড়িয়া গভীর শান্তিময়
উচ্চভামী সাগরের— পিতা যিনি আমাদের,—
সুখময় তাঁহার নিলয়,—
যাই মোরা উচ্চ গিরিকূটে
‘আখি মেলি’ একবার দেখে লই চারিদার,

তীর্থ-সলিল

গিরি সাজে বিটপী মুকুটে ।
দেখি কত আর্কুদ গিরির,
জুঁকুটী করিয়া চায় আছে সদা পাহারায়
সর্ব-জীব-ধাত্রী পৃথিবীর !
দিই মোরা শস্ত্রের জনম ;
চিরশ্রোতা তটিনীর মন্ত্রভাষী জলধির
শুনি গান নিত্য মনোরম ।
দেখি তীক্ষ্ণ দিবার নয়ন ;
ছেয়ে আছে অনিমিত্ পূর্ণ করি' দশদিক,—
দেখি সূর্য্য অশ্রান্ত-কিরণ
মোদের অমর কায়া 'পরে
পরিত্যক্তকাবাস হাসি মোরা অট্টহাস,
দৃপ্ত রবি দেখি হেলা ভরে ;
মর্ত্যভূমি আতঙ্কে শিহরে !

এরিন্টোকেনিস ।

একটি মুষিকের প্রতি ।

ওরে কচি ! ওরে জড়মড় ! নতমুখ !
কত আতঙ্কে ছুঁ ছুঁ তোর বুক,
অত দ্রুত আর হ'বেনা পলা'তে
তুরিত চলি'

ভীৰ্শ-সলিল ।

মারিতে ধরিতে আমি যাবনায়ে

লাঙল তুলি' ।

সত্যই ব্যথা পেয়েছি পরাণে, ভাই,

স্বভাবের ভাব—মামুষ তা' রাখে নাই ;

অকারণ নয় তোর এই ভয়,—

আমারে ত্রাস !

ধরাচর তবু তোরি সহচর,

মরণ-দাস ।

সংশয় নাই,—তঙ্কর তুমি ভাই,

তা'তেই বা কী ?—বৈচে থাকা ও ত চাই ;

বোঝা বোঝা ধানে ছ'একটা শীষ,—

মাঙন এই ;

সবা সনে বেঁটে নেব দেব-দান

তাড়াতে নেই ।

ছোটবাসাটিও ভেঙে গেছে, হায়,

গেটুকু রয়েছে বাতাস উড়ায় তায় ;

নাহিও কিছুই নূতন গড়িতে,—

পাতা কি ঘাস,

এসে প'ল ব'লে এদিকে পোষের

শীত-বাতাস ।

দেখি মাঠ ঘাট হ'ল সব তৃণহীন,

শীত ঘনাইয়া আসিতেছে দিন দিন,

ভীৰ্শ-সলিল

ভেবেছিলি হেথা জাড়ের ক'দিন

থাকিবি বেশ ;

দলিয়া কোটর লাঙল কঠোর

গেল রে শেষ !

ওই অতগুলি তৃণ, আর পাতা, লতা,

কত শ্রমে কেটে এনেছিলি তুই হেথা ;

ফলে হ'লি দূর,—নাহি আর তোর

ঘর ছয়ার,

সহিতে বিষম শিলা-বরিষণ,

হিম, তুষার ।

একা তুই ন'স্ দেখে ওরে ইন্দুর,

কল্পনা হায় যা'র হ'য়ে গেছে চূর,

ই ছুর নরের অনেক মানসই

হয় বিফল ;

সুখ আশা হায়, পিছে রেখে যায়

বাথা কেবল ।

তবু আছ বেশ, আমাদের তুলনায়,

শুধু অনুভব,—আছ যে অবস্থায়,

হায় রে মোরা যে পিছে দেখি ঘোর

ঘটনা চয় ;

সমুখে দেখি না,—শুধু অনুমান,—

তা'তেও ভয় !

কোকিল

অরেক পাখী সে বেধেছিল বাসা,
অতিথির বেশে হ'ল তোর আসা,
বাসার সবে যে হ'ল কোণ-ঠাসা,

কোকিল ! ওরে কোকিল !

অচেনা নীড়ের-মালিকের কাছে,
অজানা পক্ষী-জগ্নীর, কাছে,
কণ্ঠে না জানি কি মে তোর আছে,-

পাগল যাহে নিখিল !

ছাড়িয়া আপন কানন-নিবাস,—
যেথায় রূপালি কুসুমের হাস,
সুরে ভরি' দিয়া ফাগুনী বাতাস

আয় তুই হেথা আয় !

কমলা-লেবুর শাখে নেমে পড়,
ফুলগুলি ঘ'র করে ঝরঝর,
ফুল ঝরঝর গান নিরন্তর

আয়, আয় মধু-বায় !

সারাটি সকাল, সকল হৃদয়,
সারা দিনমান শুনি ওই সুর,

তীর্থ-সলিল

লাগে না যেন গো কভু অমধুর
ও সুর আমার কানে ;
মন দিব ঘৃণ'—এস,—নিয়ে যাও,
দূর দেশে আর হ'য়োনা উদাও,
কমলা-লেবুর সাথে গান গাও,—
থাক, থাক এইখানে ।

'ম-তো-সু' গ্রন্থ

চাতকের প্রতি

বন্দি তোমা' আনন্দ-মুরতি !
পাখী তুমি কখনত' নহ,
স্বর্গে কিবা তা'রি কাছে অঁত
ভরা-প্রাণে ঢাল স্বপ্ন-মোহ ;
না শিখিয়া, না ভাবিয়া আহা, অজস্র গাহিছ অহরহ !
উর্দ্ধে দূরে,—দূর দূরান্তরে
ধরা হ'তে উড়েছ উদাও,
গূঢ় নীল গগন-মাগরে
পুঞ্জ তেজ সম ছুটে যাও,
গাহিয়া উড়িয়া চল কত,—উড়িয়া কতই গান গাও ।

ভীর্ণ-সলিল

প্রাস্তবরে সূর্য্য পড়ে ঢলি',
তাহারি সে স্বৰ্ণ-আলোকে
মেঘ-মালা উঠিছে উজলি',
তুমি তাহে সাঁতারিছ অধে,
অশরীরী আনন্দ যেন গো ছাড়া পেয়ে ছুটেছে ছালোকে

গলিয়া পাড়র সন্ধ্যা মিশে
তোমারি প্রয়াণ-পথ 'পরে ;
পাইনা তোমার আর দিশে,
তারা যেন তীব্র বিকবে ;
উজ্জ্বলসে উচ্চ স্বর তব, অহা তব শুনি প্রাণ ভ'রে ।

শুভ্রকায়, রক্ত-গোলক,
শশাঙ্কে রশ্মির সমন,—
ক্ষীণ বার প্রলীপ্ত আলোক
উধার কিরণে ত্রিযমাণ ;
নয়নে ষায়না দেখা, শেষে, আছে শুধু হয় অহুমান ।

মুগ্ধরিত ধরণী, সমীপ,
হয়েছে তোমারি সুরে, হায়,
নির্মেঘ আকাশ যবে স্থির
নগ্ন-কায়া যমিনী দৃমায়,
জ্যোৎস্না যেন বৃষ্টি করে চাঁদ, গগনের কূল ভেসে, ষায় ।

ভীৰ্ধ-মলিন

তুমি যে কি আমরা জানিনা,
জানিনা কী তুলনা তোমার.
ইন্দ্রধনু হ'তেও করেনা
তেমন উজ্জল বারিধার,—
তুমি যেথা সেথাই যেমন কলতান,—সঙ্গীত বিথার !

ভাবাবেশে উন্মাদ পরাগ,
অচেনা সে কবির মতন,—
অযাচিত গেয়ে যাও গান
মুগ্ধ ধরা নহে যতক্ষণ,—
অভিনব আশা-আশঙ্কায় যতক্ষণ নাহি ডুবে মন ।

অবরিতা নৃপবালা হেন,
প্রাসাদের নিভৃত শিখরে,
ভালবাসা-ভারে উন্মন
ক্লান্ত হিয়া জুড়াবার তরে
প্রেমেরি মতন মধুগান গাহ কুঞ্জ প্রাণিয়া স্তম্ভরে ।

সোনালি সে জোনাকীর মত,—
হিমজলে পাপড়ির স্তরে
ঢাল গো তরল আলো কত,
নিশীথে, অজ্ঞাতে, অগোচরে ;
ঝরা ফুল আর তৃণদল রাখে য'ারে ঘিরিয়া আদরে ।

তীর্থ-সঙ্গীত

পুষ্প-পত্র কুঞ্জের ভিতরে
গোলাপের মত নিমগন ;
যতক্ষণ গন্ধ না বিতরে,—
তপ্ত বায়ু করে আলিঙ্গন ;
শেষে সেই সৌরভেরি ভারে ক্লান্ত পক্ষ মধুর পবন ।

বসন্তের বর্ষণের রব
কম্পন-চঞ্চল তৃণ 'পরে,—
বর্ষণ-জাগ্রত ফুলে সব ;—
যত সুর নিখিলে বিহরে,—
ক্লদহীন, উচ্ছ্বাসে নবীন—তব সুর জ্বিনে সকলেরে ।

পানী কিবা কিন্নর ! শিখাও,
পূর্ণ প্রাণ কি ভাব-সৌরভে ;
এমন ত' শুনি নি কোথাও
মদিরা কি প্রণয়ের স্তবে,
স্বরগের সুধার প্রাবন আবেগে ঢালিতে মর ভবে ।

পরিণয়-নিশির সাহানা,
বিজয়ীর বিজয়ের তান,
ও গানের নহে সে তুলনা,
মিথ্যা তার মাধুরীর ভাণ ;
কি যেন অভাব সে সকলে,—লুকায়িত—তব বর্তমান ।

ভীৰ্ঘ-সলিল

বল, পাখী, কোথা সে নিখর,—
উৎসারিত যাহে তব গান ?
কোন্ গিরি, সাগর, প্রান্তর ?
কোন্ মেঘ সোনার সমান ?
সে কোন্ পাখীর ভালবাসা ? সে কোন্ ব্যথার অবসান ?

তব গান বরিষে অমিয়া,
নাহি তাহে অবসাদ-লেশ,
কভু বুঝি বিরক্তির ছায়া
‘আসে নাই দিতে তোমা’ ক্লেশ ;
প্রেম জান ; জান না প্রেমের তৃপ্ত স্নেহে দুঃখ কি অশেষ ।

জাগিয়া কি স্বপনে ঘুমায়ে
জান কি বারতা মরণের ?
মর নর আমাদের চেয়ে
গভীর প্রকৃত কথা ঢের ?
নহে তব গীতি-স্রোতস্বিনী কেন চির সৌন্দর্যের ফের ?

আগে পিছে চাহি চারিভিতে,
কামনা—কোথাও যাহা নাই ;
আমাদের প্রাণের হাসিতে
মিশে আছে বেদনা সদাই ;
সব চেয়ে স্নমধুর গান—সব চেয়ে দুঃখের কথাই ॥

ভীৰ্ঘ-সঙ্গিন

তবু মোরা পারিতাম যদি
স্বপ্না, ভয়, গৰ্ব তেয়াগিতে.;—
জনমি' যদি গো নিরবদি
নাহি হ'ত অশ্রু বরিষিতে,—

জানি না শক্তি হ'ত কিনা তোমার ও আনন্দে মিশিতে !

আনন্দের ছন্দ আছে যত,
যত আছে সুর, লয়, তান,—
রত্ন সম কাব্য শত শত
গানের ভাণ্ডারে শোভমান,—

কবি বলে, দরগী-বিরাগী ! সকলের শ্রেষ্ঠ তব গান ।

আনন্দের জ্ঞান যে বারতা
শিখাও হে তাহার সন্ধান,
ওই তব সংহত মত্ততা
কণ্ঠে মোর দিক্ 'আসি' তান,

বিশ্ব যাহে শোনে গো বিশ্বয়ে—মুগ্ধপ্রাণ আমারি সমান !

শেলি ।

কাব্যাধিষ্ঠাত্রীৰ প্ৰতি

হুঃখ নাই কল্পনা আমাৰ,—তুমি যদি নাহি হও জন-বিমোহিনী ;
 তবে যদি নাহি পাৰ মৰ্ম পৰশিতে,—অভাগিনী তুমি !
 আজ যদি সমস্ত জগৎ ছলায় কলায় বাঁধা পড়ে গো আপনি ;—
 সাহসে হৃদয় বাঁধ, দেখ’—ছেড় না সরল পথ তুমি !
 সত্য রত্ন অমূল্য সে ধন,—যত্বেপি সে ধনে ধরে ও হৃদয়-খনি,
 স্মৃত্যাতি ও অগত্যাতির বায়ু-বাণ হ’তে মুক্ত তবে তুমি !
 যদি তুমি না পাৰ দেখাতে ফিরাইয়া জগতেরে নিজরূপ থানি,
 দেখ গো আপনি চেয়ে আপনার পানে,—গরবিনী তুমি !
 বাস্তবের গভীর সাগর—তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ তা’রে করেছে আপনি ;
 চঠাৎ কবির দল মরিবে ডুবিয়া, বেঁচে র’বে তুমি !
 সে কাল গিয়াছে চ’লে এবে,—মিথ্যা যবে কবিতার আছিল সজ্জিনী :
 এখন ফিরাও গতি, আর পূজা তা’র করিয়ে না তুমি !
 লুক্কায়িত গৌরবের ‘ভেদ’—প্ৰাণপ্ৰিয় স্বদেশের আরাধনে, দান :
 সেবকের যোগ্যতাও থাকে যদি তব—সম্মাট সে তুমি !
 রসজ্ঞের নয়নে নয়নে থাকা যদি আনন্দের হয় বিমোহিনী,
 সম্পৰ্ক রেখ না তবে মুখ, অরসিক, অন্ধ সনে তুমি !
 যদি কেহ বুঝে তব গুণ, একজন ! একজন ! লও তা’রে গণি’ ;
 তো’র গৰ্ভে রেখে থাকে ‘হালি’ তা’র গৰ্ভে রেখ সখী তুমি ।

আলতাফ. হুসেন খানসাবি ।

কবি ও মানবজীবন ।

জীবন—সে ত' ভূতের সাথে রণ,
যে ভূত থাকে মনের গুহা মাঝে ;
কবি ত সেই—নিজেই যেই জন
বিচার করে নিত্য নিজ কাঞ্চে ।

ইবনেসিন্ !

ক্ষীর ও নীর ।

শাস্ত্র অনেক, কাব্য অনেক, আয়ু-সংক্ষেপ, হায় !
চর্যটনার অন্ত নাহিক, বাধা দেয় পায়, পায় ;
সুখী যেইজন মরালের মত স্বভাবটি হয় ত'ার,
সে করে যতনে ক্ষীর-সংগ্রহ নীর করি' পরিহার !

ঐক্যগণ্য ।

কর্ষ ও কল্লনা ।

কে আছে হে সূচতুর ! কর শুভকাজ,
দিন না ফুরায় শুধু শুভ কল্লনায় ;
জীবন মরণ সাথে মিশাইয়া, আজ,
অনন্ত কালেরে কর ছন্দ মধুময় ।

পেটে ।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার ।

অদৃষ্ট, পুরুষকার,—মিছে তর্ক সব,
ও সব নহেত কোনো ধর্মের বিভব,
ভাগ্যের প্রাদাণ্য যেনে গেছে ভীকৃ সবে,
সাহসী পুরুষকার ;—জীবন আহবে ।

আনুতাক হসেন্ আনুমানি ।

পৃথিবীর সার্থকতা ।

মনে কর তুমি নাই,—অথচ তোমার
নিখিল বিপুল বিষে পূর্ণ অধিকার !
এ কথা কেমন ?—শুধু কথামাত্র সার ।

এহ-তারা-পুষ্প-ফলে বিচিত্র দর্শন
বীজময় সম এই নিখিল ভুবন ;—
বাখ্যা, অর্থ, সার্থকতা সকলি ‘জীবন’ ।

বুঝহান ।

দেবদারু ও বনলতা ।

বর্ষায় বাড়িয়া বনলতা,
উচ্ছে উঠে দেবদারু বাহি' ;
“কত হ'ল বয়স্কর তব ?”
জিজ্ঞাসে তরুর মুখ চাহি' ।

তবু কহে “বর্ষ দুই শত,—
মাস ছয় এমিক্ ওমিক্ ।”
লতা বলে “এতে বৃদ্ধি এই !—
সপ্তাহে বা' হ'ল মোর ঠিক !”

তবু বলে “বাঁচ আগে শীতের তুষারে,
আয়ু ও বৃদ্ধির কথা হ'বে তার পরে ।”

খুশ্‌হাল ।

মৃৎপাত্র ও স্বর্ণপাত্র ।

স্বর্ণপাত্র ভাঙিলেও তা'র সোনা বলি' সমাদর,
ধননাশে ক্ষানী ক্ষানীই থাকেগো অক্ষয় গুণাকর ;
স্বর্থে যদি হয় ধননাশ—কিবা সে মূল্য তার ?—
মাটির পাত্র ভাঙিবা মাত্র হ'য়ে পড়ে ধূলিসার ।

পণ্ডিতা অবৈয়ার ।

জ্ঞানের প্রতি ।

হে জ্ঞান ! করেছ ধনী কত না জাতিরে,
যাহারে ছেড়েছ সেই ডুবেছে তিমিরে ;
সংসারের সর্ব্বরত্ন তা'দেরি কারণ,
জানে যা'রা একমাত্র তুমি মূলধন ।

আল্‌তাফ্‌ হুসেন আনসারি।

মাতার প্রতি ।

উচ্চশির উচ্চ রাখা অভ্যাস আমার,
আমার প্রকৃতি, হায়, রুদ্ধ ও কঠোর ;
রাজার (ও) অবজ্ঞা-দৃষ্টি পারেনাক মোর
নয়নেবের করিবারে নত একবার ।
কিন্তু অগ্নি স্নেহময়ী জননী আমার,
যখন নিকটে থাকে মূর্ত্তিখানি তোর,
অতি ভীত অভিমান দর্প অতি ঘোর
সব যায় ; বাল্য যেন পাই পুনর্বার ।
সে কি দেবতাত্মা তব ?—শাস্ত করে মোরে ?
দেবতাত্মা,—বিশ্ব যার মুঠার ভিতরে,—

আমোদে মেলিয়া পাখা ফিরে যে অশ্বরে !
 মরমে মরি, মা, আজি শ্রিয়্যা আপন
 কৃতকর্ম ;—যাহা ব্যথিয়াছে তব মন ;—
 যে মনে—সবার শৈলী পাই শ্রদ্ধাশ্রয় ।

অন্ধ খেয়ালের মোহে ছাড়িয়া তোমার,
 ফিরিলাম খুঁজিয়া খুঁজিয়া বিশ্বময়,—
 মমতার যদি কভু দেথা মিলে, হায় :
 আশা ছিল, লভিলে তা' জুড়াবে হৃদয় :
 দেখিলাম যতদূর দৃষ্টি মোর যায়,
 ফিরিলাম ঘারে ঘারে করাঘাত করি'
 কাতরে কহিহু শ্রদ্ধা-ভিখারীরে, হায়,
 ফিরায়োনা ; হেলাভরে সবে গেল সরি'
 সেই আমি খুঁজিতেছি সারাটি জীবন,
 মমতার, হায়, তবু দেথা নাহি পাই ;
 আজ ফিরিয়াছে মন ভবনে আপন,
 যেথা, মাগো, তুমি মোরে ডাকিছ সদাই
 আজ দেখিলাম যাহা দৃষ্টিতে তোমার,
 সেই ত' মমতা—চির-আরাধ্য আমার ।

ভীৰ্শ-সলিল

বন্ধু-গৰ্ব ।

তাদের গৰ্ব ক'রে থাকি আমি,—সে কথাটি জানি আমি,
বাহারা নিরত আমারে ঝিরিয়া রয়েছে দিবস-রাত্ৰী ;
আমার গৰ্ব, আমার সৰ্ব, আমার বন্ধু তা'রা ;—
এতগুলি মণি-রতনের মাঝে হ'য়ে আছি আমি হারা ।
তা'রা ঢলঢল মুকুতার ফল,—তারা মুকুতার পাতি,
আমি একখানি রেশমের সূতা তা'দের রেখেছি গাঁথি' ।

পশি' পরশিয়া দেখিয়াছি আমি অন্তর সবাকার,
তা'দের বক্ষ-নীড়ে গতিবিধি চিরদিন এ জনায় ;
আমারে ঝিরিয়া আছে নিশিদিন, আমারে বেড়িয়া আছে,
মোরে নির্ভয়ে করি' নির্ভর তা'রা হেসে খেলে বাঁচে :
তা'রা ঢলঢল লাবণ্য-জল-সিক্ত মুকুতা পাতি,
আমি একখানি রেশমের সূতা রেখেছি তা'দের গাঁথি' !

মন্সিন্ অন্ দরাশি ।

নিষ্কলঙ্ক দারিদ্র ।

কেহ কি হয় অধোবদন

অকলঙ্ক দরিদ্রতায় ?

দৈন্ত মোরা করি বরণ,

ভীকু যে জন গণি না তায় ।

ভীষ-সমিন

অকথিত, অকৌষ্ঠিত
জীবন মোদের যেমনি হোক,
মর্যাদা ত' মুদ্রাচিত্র

মানুষ সোনা,—যেমনি হোক ।

শাকারে দিন যদিই কাটে,
‘গড়া’—না হয় পরলামই তাই ;
মুর্খে সাজাও লম্বাশাটে,
মানুষ তবু মানুষই ভাই !

যেমনি হোক—যেমনি হোক,
আড়ম্বর—তা' যত সে হোক,
সরল যে জন সেই মহাজন
দীন দরিদ্র যাঁহা সে হোক !

দর্পে চলে,—দর্পে চাহে,—
ওই যে—যাহে বলছে ‘ঐত’—
যতই পূজা করুক তাহে
গণ্ডমূর্ণ মাঝ তবু ।

যেমনি হোক তাজ্জটা তাহার,—
কঙ্কা তাতে থাক্না মেলাই,
বুদ্ধি বাহার আছে, সে জন
হাসবে দেখে, নাতি বল ভাই ।

ভীষ্ম-মলিন :

রাজ্য পারেন মাতৃদানে
সকল লোকেই ক'র্ত্তে মানী,
গড়তে পারেন অলখ প্রাণে
সামর্থ্য নাই সেটুকুখানি ;

যাই বল ভাই—যাই বল ভাই,
যতই তাঁদের থাকনা বড়াই,
উচ্চ সকল পদের চেয়ে
যোগ্যতা ;—সে যাই বল ভাই ।

বল গো তবে আসুক ভবে
আসবে যাহা স্ননিশ্চয়,
যোগ্যতা আর বুদ্ধি আবার
হউক জয়ী জগৎময় !

যাই বল ভাই—যাই বল ভাই,
আসবে সেদিন, যাই বল ভাই,
সবারে ভাই মানবে সবাই,
সকল দেশেই ;—যাই বল ভাই ।

ব্রহ্মাট বার্ষস ।

বনচ্ছায়ায়

সবুজ বনের সবুজ ছায়,
 আয় গো কে তোরা মেলিবি কায় ;
 পাখীর কণ্ঠে মিলায়ে তান,
 গাহিবি মধুর—মধুর গান !
 আয় গো হেথা আয় গো, হেথা আয় !

এখানে নাই—

কোনো বালাই,

শুধু শীত—শুধু শীতের বায় ।

আঁকাঙ্কারে বিদায় ক'রে,

মেলিবি কায় রবির করে,

ফলের রাশি কুড়িয়ে এনে,

ভুঞ্জিবি আয় হরিষ মনে,

আয় গো হেথা আয় গো, হেথা আয় !

হেথায় নাই—

কোনো বালাই,

শুধু শীত—শুধু শীতের বায় ।

সাধের স্বপন ।

সাধের স্বপন কোথায় আছে ?—
প্রাণের মাঝে ?—মনের মাঝে ?
জন্ম কোথায় ? বল গো তুলে,
বাড়ে সে ধন কোন্‌ গোকুলে ?—
বল গো বল ।

অঁথির মাঝে জন্মে সে ধন,
দৃষ্টি-রসে পুষ্ট সে ধন,
যেথায় জনম সেথাই মরণ !
আমরা তাহার মরণ-বাড়ি
বাজাই চল !
টুং-টাং-ঢং—টুং-টাং-ঢং
বাজাই অনর্গল !

সেঙ্গপীয়ার।

বসন্তে ।

অনি-শাখায় ফুল ফুলিয়ে,
 মান্নীন্দেব মান্ন ফুলিয়ে,
 পঞ্চশবের দূত এসেছে মধুর মলয় বায় ;
 ফটেছে কল, অশোক বকুল,
 মিলন অশে পলাণ আকুল,—
 দর প্রবাসার নারী,—অদয় দরুতে নারে যায় ।
 ফাঙুন এসে আগুই হিয়া
 কোমল ক'রে যায় রাখিয়া,
 শোনে মদন স্রোতাগ পেয়ে বাণ তানে গো তায় ।

ঐক্য

বসন্তে ।

আবার ভাটেব গান দলিল নূতন,
 নূতন কাহিনী বীণী কহে অমুখন,
 থাকুন শুভায় যোগীবর, আগি আজ যা'ব উপবনে,
 ওই দেখ বসন্তের ফুল আমায় যে ডাকে সমনে !

ভাৰ্গ-সলিল

স্থগিত রাগিতে ক্ষুধা ঘুমায়ে ভিখারী,
অধোমুখে আজো রাজা রাজা-কথা স্মরি' !
দেখিতে যা' ভাল লাগে চোখে, দেখিলে তা' দোষ যদি হয়,
তবে—তবে—তবে খুশ্‌হাল আজন্ম আসামী সুনিশ্চয় ।

খুশ্‌হাল ।

শিশু-কন্দর্পের শাস্তি ।

প্রেমের ক্ষুদ্র দেবতাটি হায় দেখিলেন একদিন,
রাঙা গোলাপের বুকেতে একটি লম্বা রয়েছে লীন !
অঙ্কটি কি যে ভাবিয়া না পান,
অঙ্গুলি তা'র পাখায় চাপান
সে অমনি ফিরে অঙ্গুলি চিরে রাখিল হলের চিন !
অমনি আঙুল উঠিল জলিয়া,
নয়নের জল পড়িল গলিয়া,
কাঁদিয়া কাঁপিয়া চলিল ছুটিয়া শঙ্কায় বিমলিন ;
জননী তাহার ছিলেন সেথায়
লটায় সেথায় পড়িল ব্যথায়,
“আই—আই—মাগো মরেছি, মরেছি” কাঁদিয়া কহিল দীন,
“ওগো মা মরেছি, মরেছি, মরেছি,
ওগো মা সাপের বিষেতে জ্বরেছি,
পাখানা-গজানো সর্প শিশুর গরলে হইলু স্মরণ !

তীর্থ-গলিল

জননী হাসিয়া কহেন, “বালক !

মধুপের হল যদি ভয়ানক,

তবে বারে তানে বাথা কেন দাও বাণ হানি’ নিশি দিন ?”

‘অনাক্রোধন ।

যৌবন-মুগ্ধা ।

বখন আমি ঘোঁটা তুলি নয়ন ‘পরে,

পাখুর হৃদ ঘোঁড়াপগুলি জেয়া ‘ভরে :

বিক ‘তাদের বক্ষ হ’তে কণে কণে,

কন্দনেরি হলে মধুর গন্ধ করে !

কিন্তু, যদি সুগন্ধি দেশ আচম্বিত

এলায়ে দি মল বায়ে আনন্দেভ,

চামোনি হল না’লিশ করে ক্ষুঃ মনে,

গন্ধটি তাঁ’র লুকাই চুলের সুগন্ধিতে !

বখন আমি দাঁড়াই একা মোহন বাজে,

এমনি শোভা হয় যে, তখন অমনি বাজে,

শতক শ্যামা পাখীর কণ্ঠে কলধনে

বন্দনা গান, ‘স্বন্দন তুলি’ কুঞ্জমাঝে !

জুবুন্নিসা ।

তীর্থ-সঙ্গিন

হৃদয়ের নিধি ।

সাগর মাঝে	মুকুতা রাজে
গগনে তারা সাঁতে গো,	
প্রাণের মাঝে ?	হৃদয় 'মাঝে' ?
আছে প্রণয় আছে গো ।	
বিরাট নভঃ,	সিন্ধু বিশাল,
হৃদয় মহান্ আরো সে ;	
কি ছার তারা	মুকুতা জ্বাল ?
প্রণয় উজ্জল তার' মে !	
এস কিশোরী	হরষ মনে,
পরাণ তোমার চায় গো,	
হৃদয় সিন্ধু	গগনের সনে
প্রণয়ে মিশিয়া যায় গো !	
	হায়েন্ ।

পূর্বরাগ ।

নীরব যদিও রহে বাংলা আলাপনে,
আমি যবে কহি শোনে অবহিত মনে ;
যদিও সাহসে চাহে না সে মুখ পানে,
দৃষ্টি তবুও তিষ্ঠে না কোনো থানে ।
কালিদাস ।

রূপসী ।

দাবণ-খনি নিশামণি কি গো পিতা এই বালিকার ?
কিবা সেই আদি রসের রসিক, কুসুম আয়ুধ যার ?
কিবা সেই পুষ্প-প্রাবিত চৈত্র ? হেন রূপ নিশ্চয় ।
বেদ-প্রণেতা সে বৃড়া একার সৃষ্টি কখনো নয় ।

কালিদাস ।

ভ্রমরের প্রতি ।

তুমি বারবার পরশিছ তোর ত্রস্ত চপল আঁধি,
কি গোপন বাণী কহ গুনগুনি' কানের সমীপে থাকি :
হস্ত তাড়না গ্রাহ্য কর না, চুরি কর চুম্বন,
অমরা মৃগ, 'ওগো মধুকর তুমি সে রসিক জন ।

কালিদাস ।

প্রেম সঙ্কট ।

তলভ জনে অনুরাগ মম, হায়,
লজ্জা বিষম, আমি পরবশ তায়,
এ কি সঙ্কট, সখি এ কি হ'ল দায়,
মরণই শরণ, নিরুপায়, নিরুপায় ।

ঐহিক ।

ତୌର୍ଷ-ଜାଲିନ

উন্নয়ন।

মাগো, আমার মন বসে না
কাটনা নিয়ে থাকতে পারে ,
মন আই চাই স্বস্তি না পাই,
বুকের ভিতর কেমন করে ।
কালকে মা'রে দেগেছিলাম
তারেই নয়ন খুঁজে মরে ;
একটি বারের চোপের দেখায়
পর্যাপ্ত কি গো এমনি করে ।

সুফে' ।

প্রেমের বেদনা ।

আবার ভালবাসা কাঁদায় মোরে,
অমৃত এনেছে সে তিলে ভ'রে ;
হৃথের নিধি মম পরাণ প্রিয়তম,
বৈধেছে সে আমায় ফুলের ডোরে,-
বৈধেছে স্বচীময় ফুলের ডোরে ।

ভীৰ্খ-সলিল

এ কি গো ভালবাসা ঘটালে আলা ?
পরালে গলে মোর কেমন মালা ?
ছিঁড়িতে নারি তায়, বহিতে প্রাণ যায়,
করিবি কি বা হয় সুখেরা বালা,
মোলায়ে দিল গলে কিসের মালা !

সাক্ষে'

লাল মানুষের গান ।

(আমেরিকা)

শূক্রেতে বিদেছে তীর,
বাতনায় অস্থির,
কত মুখ বিদেছে কাটায় ;
নিশির দেবতা ! সাধি,
কত মোর দাও বাপি'
দুঃমের প্রলেপ দিয়া তায় ।
নহিলে অসহ হ'লে
আঁখি যদি ভরে জলে,
ধ'রে তারে রাখা হ'বে দায় ;
কাঁদিলে ভীকুর মত
গৌরব হ'বে হত,
তাহাও সহিতে নারি, হায় !

ତୌର୍ଥ-ଅଞ୍ଚଳ

যদি কি স্মৃতি

କି ସ୍ୱର ତାର ପ୍ରକୃତି ;

.ন অধরে সেই সুখামাথা হাসি,

সে চোখে প্রেমের কি জ্যোতি ।

সে মধুর বাণী বহি' শত ধারে

হরণ করে গো প্রাণ মন :

ବରି କି ବା ସ୍ଥଳ ପରମେ ତାହାର .

ওহো, আর সেই চন্দন !

ଜଳରେ ଆସିବ ବିଧାନେର ଭାର

গোছে মন-স্থখ কুরায়ে :

दक्षि कहु हाय पाव ना से सुन

এ ক্ষৌরেন আর ফিরিয়ে।

নিম্নত্ব অদয় কলিছে আমার

ଆରି ତର, ହାସ, କୋଥା ମେ ?

ঝানোকেও ভরে পাঠি যদি তারে

ब्राह्मि नस्त्रि' शक्ति-निर्वाणम् ।

বারেক তাহাতে পাঠলে চমিত.

—ସତତ ସେବନ ସାଧନା, —

বসি এ হৃদয়, গানিয়া তথনি

ହୁଏନେ ଡା'ନ ସା'ବେ ସିନେ !

গেট ১

তীর্থ-সঙ্গিন

উষায় ও নিশায় ।

জাগিছে যখন উষা হাসে নাই
স্বধার 'সে আজ আসিবে কি ?'
চ'লে যায় সাঁঝ, আর আশা নাই,
সে ত' আসিল না, হায় সখি !
নিশাথ রাত্রে, ফুক হৃদয়ে,
জাগিয়া লুটাই বিছানায় :
আপন রচন ব্যর্থ স্বপন
দুখ ভারে হয়ে ডুবে যায় ।

হায়েন্স।

মারাত্তি গান ।

বাজিছে নাকাড়া কাড়া, বাজিছে বাণী,
ধু বিনা জলে বৃকে অনল-রাশি ;
কাণ্ডনে সকল নারী অগ্নে বিহরে,
আমি শুধু দহি সই কুসুম-শরে ।
কুহরে কোকিল নব রতন ভরে,
মরম উথলে মোর মরমে মরে ।

সে যদি আসিয়া করে জ্বর-আলো,
 তবে সেই নেব তোর কুসুম-মালা ;
 সে রয়েছে কোন্ দেশে, কে জানে কোথায়,
 আমি এ 'কাণ্ডনী ফুল' কোথা রাখি, হায় !

দুঃখের হেতু ।

সকলে সুখায়, কেন থিয় দিন দিন,—
 কেন আমি দুঃখে নিমলিন ?
 সদাই বিরস কেন সদাই বিষনা ?
 কৈশোরে এত কি উভাবনা ?
 হায় ! তা'রা বুঝে নায়ে এ মৃত্যু-যাতনা,
 বুচাতে যা' কেহ পারিবে না,—
 বিনা সে গধুর হাসি, বিনা সে চাহনি,—
 (জগত-ভুলানো নির্ঝরিলী ;)
 কে বুচাবে দুঃখ জ্বালা ? কে বসিবে ঘুম ?
 হাহাকার করিবে নিরুন্ম !
 সে কঠিনা, কমাছীনা, সুনয়ী সে নারী,
 শিলা-সুকঠোর হিয়া তা'রি !

ভীর্ণ-সলিল

সে জানিতে নাহি চায় কেন আমি ক্ষীণ,
কেন বা গুমরি নিশি দিন ;
জানিলে বখনি, হায়, বিষ্ময় নয়নে.
চাহি সে মধুর মুখ পানে,—
চাঁদ মুখ ঘিরে ফেলে মেঘে,
কুটিল কুটিল কি যে উঠে হায়, জেগে .
বিরহে নৈরাশ্রে, সদা ডুবে আছি তাই
ফুরা খেদ ভিন্ন কিছু নাই ;
জীবন বিজন মোর, গহন সে হায়
বিষাদের বিষ-লতিকায় ।

মাটিকেল মধুভ্রদন দত্ত ।

মুখর ও মৌন ।

আকুল কুঞ্জে কপোত কাঁদিছে
মরম-যাতনা জুড়াতে তা'র .
আমারি মতন ব্যথিত সে জন,
মম সম বুকে হুগেরি ভার ।
সে কাকলি শোনা যায় বনে বনে,
গোপন বেদনা আমারি শুধু ;—
তবু অঁধি জল ধরে অবিরল,
লুকান আগুন জলে সে ধু ধু !

ভীৰ্ঘ-সলিঙ্গ

হায় পাখী, মোরা প্রেমের বেদনা
আধা-আধি বেঁটে নিয়েছি দৌহে ;
মুখর কাকলি তোমাতে কেবলি,
মোন ব্যথা সে আমারে দহে ।

সিরাঞ্জ-অল -ওয়ারক ।

একা ।

একাকী যদি কাটিল কাল, বাচিয়া সুখ নাই ;
শোভার নিধি কি হবে ?—যদি ভাবুক নাহি পাই
যে দিন দেখা না পাই তব সে দিন হ'ক নাশ,
তোমায় ছেড়ে সুখের আশা মরীচিকার আশ ।

দবঙ্গতি ।

পরিবর্তন ।

বসন্তের গোলাপের আভা
শোভিছে ও কপোলে তোমার,
আম ওই হৃদয় ভরিয়া
বিরাজিছে শীতের তুষার !

তীর্থ-মলিন

কিন্তু ইহা যাবে উলটিয়া,
কাঁধা সাধি' গেলে বর্ষচয় :—
তখন কপোল হবে হিম,
সস্তাপিবে বসন্ত হৃদয় !

হায়েন।

গুপ্ত প্রেম ।

(তিস্ত)

ডাঙায় ওই উঁচু ডাঙায়,
ফুল ফুটেছে সাদায় রাঙায়,
ওরে রাখাল ভাই !
নতন তর ফুল ফুটেছে,
অন্ধ্রে তুলে তাই !
অন্ধ্রে তুলে নূতন ফুলে,
অন্ধ্রে তুলে তায় ;
হাতটি দিয়ে তুলিস্ নে রে
শুকিয়ে যাবে হাস !
পরান দিয়ে তুলে এনে
হিয়ায় বীণ তায় ;
বৃকের মাঝে গোপন রেখ,—
প্রাণের মাকে, হাস

পথের পথিক ।

পথের পথিক ! তুমি জানিলে না কি আকুল চোখে আমি চাই ,
 তোমারেই বুঝি খুঁজেছি স্বপনে, এতদিন তাহা বুঝি নাই !
 কবে এক সাথে কাটায়েছি কোথা নিশ্চয় মোরা দুটিতে,
 মৃগ দেখে আজ মনে প'ড়ে গেল পথের মাঝারে ছুটিতে !
 সাথে গেয়ে শুয়ে মানুষ যেন গো, পুরাণ যেন এ পরিচয়,
 ও তবু কেবল তোমারি নহেক এ তবু শুধুই আমারি নয় !
 চোখের নখের সব অঙ্গের মাধুরী আবার আমারে দিয়ে,
 আমার বাহুর বৃকের পরশ ঢাকিতের মত যাও গো নিয়ে :
 কথা ত কহিতে পারিব না আমি মূর্তি তোমার ভাবিব একা,
 পথ'পরে আঁখি রাখিব আমার ফিরে বত দিন না পাই দেখা ।
 আশাব রহিব আবার মিলিব তা'তে সন্দেহ আমার নাই,
 দৃষ্ট রাখিব নিশিদিন যেন ছার তোমা' ধনে না হারাই ।

ভইট মান ।

সার্থক দিন ।

আজিকার দিন বায় নি বিফলে,
 পেয়েছি গো আজি তাহার দেখা !
 হাসিতে মানিক হাসিতে দেখেছি,
 নয়নের জলে মুকুতা-লেখা !

ভীৰ্খ-সলিল

দেখেছি দেখেছি তাহারি মুখ,
হৃৎকোবনে জেনেছি সুখ,
(শুধু তাহারে ফিরিয়া দেখিব বলিয়া
গাতনা ভুলিয়া যায় গো থাক।

মাণিক্য গোপিক।

প্রস্থিত।

নয়ন রে তোঁর উদিত ভাগ্য এখনি অন্ত যায়,
মরম দেশের মহা উৎসব কুরায়ে গেল সে হায় !
দৈর্ঘ্য-ভ্রমারে কবাট পড়িল, পড়িল সে চিরতরে,
পড়ে যবনিকা, লুকাল বালিকা, চ'লে গেল লীলা ভরে

কালিদাস

বালিকার অনুরাগ !

(তার) রূপ দেখে হায় ঘরের কোণে মন কি রাখা যায় ?
(সে যে) পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল আমার প্রতিকায় !
(সে যে) মিথ্যা এসে ফিরে গেল তাই ভাবি গো হায় !

তীর্থ সঙ্গিনী

পথের আনাগোনার মাঝে কতই মানুষ যায়,
(আমি) কথ'খনো ত' চক্ষে অমন রূপ দেখিনি, হায় ;
(তারে) দেখতে পেয়েও অজ্ঞ কেন হায় বাইনি জানালায় ।

ওড়নাখানি উড়িয়ে দেব অঙ্গরাখার 'পর,
তোমরা সবাই জেনে থাক—আসবে আমার বর !
(আমি) বরের ঘোড়ায় চড়ে' যাব কর্ত্তে বরের ঘর ।

ওড়নাখানি উড়ছে আমার বসন্ত-হাওয়ায়,
ঘোড়ার ক্ষুরে : শব্দ গো ওই দূরে শোনা যায়,
(আমি) পরের ঘর করব আপন, আশায় দাও বিদায় ।

চীন দেশের 'শী-কিং' কথা ।

গোপিকার গান ।

ছি ছি, কি লাজ, রাখান ! রাখান !

লজ্জা সরন নাই,

চুমা দিয়ে পালিয়ে যাবে

তুইছি যখন গাই ।

গোলাপ কত গুটুছে আবার,

বকুল হেসে লুটুছে আবার,

তুমি এসে চুমা দিলে তুইছি যখন গাই !

ভাৰ্থ-সলিল

রাখাল এসে পিছন থেকে
চুমা দিয়েই পালাল ভাই,
ধুব তাঁরে কেমন ক'রে
হুইতে হুইতে গাই ;
পায়রা কত উড়ছে আবার,
কোকিলে গান জুড়ছে আবার,
রাখাল এসে চুমা দিলে হুইছি যখন গাই ।
এস ফিরে রাখাল ! রাখাল !
চুমা দিয়ে যাওনা ভাই,
এড়ানো কি যায় কখনো
হুইতে হুইতে গাই ;
পাপিয়া গানে মগন আবার,
আজকে যে গো মিলন সবার,
পিছন হ'তে চুমা দে যাও, হুইতে হুইতে গাই ।

টেনিসন্ ।

প্রেমের ইন্দ্রজাল ।

নীবীবন্ধন আপনি খসিছে, ফুরিছে ওষ্ঠাধর,
মনে মায়াবীজ বপন করেছে ;—সখী, সে কি বাহুকর ?
যখন আমার মদন-গোপালে নয়নে দেখেছি, হার,
তখন পড়েছি ইন্দ্রজালেতে,—সখী লো ঠেকেছি নার !

তীর্থ-সলিল

শুকপাখী এসে চলে' গেছে, হায়, মোরে করি' উদ্ভ্রান্ত,
এ বাদি কুহক নহে, তবে আর কুহক কি তাই জান ত ।
কাল নিশি হ'তে ঘুম আসি' চোখে কেবল পাগল করে ;
স্বপনে সে আসে, জাগিলে লুকাই, মর্ষ বিদরে ওরে !
সখী রে, সে শুধু চুম্বন দিতে চেয়েছিল এ অধরে,
তোদের দেখিয়া মদন-গোপাল চ'লে গেছে রোষভরে ;
খেলা-ছলে এসে ভালবাসা সে যে ঢেলে দিয়ে গেছে প্রাণে,
হায় সখি, মোর মদন-গোপাল না জানি কি গুণ জানে !

তামিল কবিতা ।

দেখে যাও ।

তুমি কি দেখিবে, বালা, কি মধুর আলো ।

আলিয়াহ হৃদয়ে আমার ?

কথায় ভাবায় শুধু তাই ফোটে ভাল

যে লালসা তুচ্ছ অতি ছার ।

নীরবে—দেখ গো চেয়ে—কত ভালবাসি,

প্রণয় নীরব চিরদিন,

এ নয়নে—দেখে যাও—শুধু ওই হাসি

জাগায়েছে শক্তি নবীন !

ভণ্টেয়ার ।

ভাৰ্থ-সলিল

মৃত-সঞ্জীবনী ।

বসন্তের দিবা কি গো তুলনা তোমার ?
তুমি যে সুন্দরী আরো, অয়ি লজ্জাশীলা !
বাস্ত করে দম্মা হাওয়া ফুলদলে, আর
মধু'র পত্নি থাকে অতি স্নেহ বেল।
কখনো প্রতপ্ত অতি স্বর্গের নগন,
বরণ তাহার প্রায় মনে হয় মান ;
হারায় সৌন্দর্য্য ক্রমে সৌন্দর্য্যের ধন,
পরিবর্তনের ফেরে হয় ত্রিয়মাণ ।
কিন্তু তব অনন্ত বসন্ত কোনো দিন
হ'বে না মলিন ; হারাবে না এই দান,
গর্বে তোমা' মৃত্যু নাহি বলিবে অধীন,
অমর সঙ্গীতে তুমি র'বে বর্তমান !
মানব রহে গো যদি এ মর পরায়,—
র'বে ইহা : সঞ্জীবিত করিতে তোমায় ।

শেখ পীয়ার ।

প্রিয়ার পরশ

সরস পরশে তব ইন্দ্রিয়ের উপজে বিকার,
 'ও পরশ চেতনারে ত্রাস্ত করি' চিয়ায় আবার !
 নিশ্চয় করিতে নানি,—হর্ষ ইহা কিম্বা হৃৎভার,
 মোহ—নিদ্রা,—মত্ততা কি সুখাসেক,—বিনের সঞ্চার !

ভবভূতি ।

রূপের মাধুরী ।

মিথ্যা কথা, পদ্য নহে তুলনা তাহার,
 লজ্জা মানে মুগনাভি কেশবাসে যার ;
 কৃষ্ণভূক ধনু তার পদ্মরাজী শর,
 প্রতি শর লাগে হায় প্রাণের ভিতর ।
 তীক্ষ্ণ যেন তরবারি ছুটি আঁপি তার,
 প্রেমিকের প্রাণ ল'য়ে যুদ্ধ অনিবার !
 অধরের কোণে কৃষ্ণ তিল শোভমান,
 গুলেছে হাবসী-শিশু চিনির দোকান !
 প্রদীপ্ত আলোক সম রূপশিখা তার,
 প্রেমিক পতঙ্গ ফিরে ঘিরি' অনিবার ।

ভীৰ্ধ-সলিল

কপোল পরশে শুধু কানৈৰ সে হুল,
অধৰ ছুঁইতে পায় লবঙ্গের ফুল !
অনিদ্য সে রূপ তার রূপের মাধুরী,
কেবল পাষণ প্রাণ, এই খেদে মরি ।
কে জানে কতই লোকে কত কি যে চায়,
গুণ্হাল মুগ্ধ শুধু রূপের প্রভায় ।

গুণ্হাল

ভালবাসার নামান্তর ।

পুলক-ভরা পাখীর গানে
আমরা কেন দিব গো কান ?
সবার চেয়ে স্নকণ্ঠ পিক
তোমার কণ্ঠে গাহিছে গান !
দেব্‌তারা আকাশের তারা
দেখান্ কিম্বা রাখ্‌ন্‌ ঢেকে,
সবার চেয়ে উজ্জল তারা
কুটেছে ওই তোমার চোখে !
বসন্ত 'আজ নূতন ক'রে
ফুটাক্ ফিরে ফুলের কলি,
ফুলের সেরা ফুল যে ওগো
তোমার হিয়া, আমরা নলি !

তীর্থ-সমিল

গগন-শোভা দিনের রাজা,—

আবেগ-মাথা পাখীর তাপা,—

বিকশিত হৃদয়-কুসুম,—

(তাদের) আরেকটি নাম ভালবাসা ।

ভিক্তর হুগো ।

জোবেদোর প্রতি হুমায়ুন ।

গোলাপে ফুটাও তুমি সৌন্দর্য তোমার,

জ্যোতি তব উষার কিরণে ;

পাপিয়ার কলসনে তোমারি মাধুরী,

মরালের শুভ্রতা বরণে !

জাগরণে স্বপ্ন সম সঙ্গে তুমি মোর,

চন্দ্র সম নিশীথে তন্দ্রায় ;

আদ্র কর, শ্লিষ্ট কর, মৃগনাভি সম,

মুগ্ধ কর রাগিনীর প্রায় ।

তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারীর মত

দেখা মোরে দিতে করুণায়,

বল তুমি—“রহি অবশুষ্ঠনের মাঝে,

এ রূপ দেখাতে নাশি হায় !”

তীর্থ-সলিল

তুমি আর তৃপ্তি মাঝে রয়ে ব্যবধান—

অর্থহীন এ অবগুন্তন ?

আমার আনন্দ হ'তে সৌন্দর্য্য তোমার

দূরে রাখে কোন্ আবেগ ?

একি গো সমর-লীলা তোমায় আমায় ?

কমা দাঁড়, মার্গি পরিহার ;

মরমের (ও) মর্ম্ম বাহা তাই তুমি খোর,

জীবনের জীবন আমার ।

সরোজিনী নাটক ।

নারী-বন্দনা ।

(মলয় উপদ্বীপ)

ললাট তোমার সিত পক্ষের তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ,

আধ-ফুটন্ত বৃষিকার কলি ক্ষুরিত নাসার ছাঁদ ;

রাঙা হুটি গাল,—পুষ্ট রসাল, ধরেছে মান রং ;

নেত্র-গন্ধের তৃণের মতন কচি আঙুলের চং !

কুন্তল ঘন গন্ধ-মগন শুবাক-ফুলের কাঁধি !

জোড়া-ভুরু যেন আকাশের পাখী চিত্রে রেখেছে বাঁধি' !

নয়নে তোমার শুক্র-তারার চির-উজ্জল বিভা,

পেকে-ফেটে-বাওয়া ডালিমের মত ওষ্ঠ অধর কিবা ;

তিনটি রেখায় নিবিড় লেগায় শোভিত কর্ত্ত তায়,

ক্ষীণ কটি যেন ফুলের বস্তু হিল্লোলে দোলে হার !

নারী-বন্দনা

(মিশর)

রমণীর মণি, মমতার থানি, রাজার হালানী ধনি,
 অমা দামিনীর তিমির জিনিয়া কালো তব কেশ গণি ;
 কালো সে নিবিড় ফল-মণ্ডিত জম্বুবনের চেয়ে,
 পৃষ্ঠ তোমার—স্কন্ধ তোমার—ললাট তোমার চেয়ে !
কুম্ব-স্তবক ত্বন ছুটি তব বিমুগ্ধ বিশাগ-ভরে,
 তীক্ষ্ণ উজ্জল দশন অমল হীরকে মলিন করে ;
 লঘু লীলায়িত সকল অঙ্গ হিল্লোলে যেন দোলো,
 তোমাতে বিরিয়া যেন বসন্ত নব পল্লব খোলো !

নারী-বন্দনা ।

(জাপান)

মূল-পাপ ড়ির জড়িমা-জড়িত আধ-বিকশিত আঁগি,
 উজ্জল যেন ছুরীর মতন, শাস্ত্র যেন গো পাখী !
 সুন্দর কিবা দীর্ঘ ও-গ্রীবা, বদন তিস্যাকার,
 বক্ষ ও উরু নহে নহে গুরু, ক্ষীণ পাণি পাদ তার ;
 পাণ্ডু বদন, পাণ্ডু বরণ, মাথায় কেশের রাশি,
 অতুল শিল্প গুণ-অংগে আধ-বিকশিত হাসি !

তীর্থ-সলিল

নারী-বন্দনা ।

(গ্রীস্)

কপোল তোমার গোলাপের মত, হৃদে-আল্‌তার রং,
নিশ্বাস মধু, সরল নাসিকা—নহে গরুড়ের ঢং ;
দীঘল আঙুল, ক্ষুদ্র চরণ, উজ্জল মাঝারি চোক,
জোড়া নহে ভুরু,—ঈষৎ বক্র, হাসিতে তুষ্ট লোক ;
নগ্ন মুরতি সুন্দর অতি, ভূষণে তেমনি শোভা,
তম্ব কমনীয়, সুখ-নমনীয়, নিখিল পরাগ-লোভা ।

নারী-বন্দনা ।

(ভারতবর্ষ)

পূর্ণিমা-চাঁদ বদনের ছাঁদ, লাবণ্যে তম্ব ছায়,
আধ-বিকশিত স্নোনার কমল উজ্জলিছে মহিমায় ;
পরশে তাহার শিরীষ-সুঘমা, বলি-চিহ্নিত মাঝ,
কোকিল-কণ্ঠী, হরিণ-নয়না, হাসে ভাবে সদা লাজ ।

নারী-বন্দনা ।

(যিহদী)

তোমার মুখের গন্ধ মধুর নাস্পাতি হ'তে মিঠে,
 কিবা সরবৎ—কিবা সে সরাব,—অধর অমৃত-ছিটে !
 তরুণ তরুর ছন্দ তমুর, নীল কুন্তলজাল,
 হৃদয়কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ঢাকা সে সুরসাল !
লুকায়ে ও-বুকে উৎসুক মুখে ও কি মুগশিঙ ছুটি ?
স্রাবরণখানি করিলে মোচন—ওরা কি পালাবে ছুটি' ?
 ক্ষটিকে গঠিত অঙ্গ তোমার, অমৃতপাত্র কায়,
 কোন্ রস তাহে আছে যে অভাব ভাবিয়া পাই না হায় !

নারী-বন্দনা ।

(যুরোপ—মধ্যযুগ)

অমলবরণী নবনীত জিনি',—জিনি' বরফের শুঁড়া,
 কোমল চিকণ চিকুর সোনালি জিনি' কাঞ্চন-চূড়া !
 অধর অরুণ, হাসিটি তরুণ. কক্লণ নয়ন ছুটি,
 ক্ষীণ তনু—তাজা, পরিক্ষীণ মাজা,—তবু সে পড়ে না টুটি' !
 বকের বৃন্দ তুলিয়া ধরিয়া আছে ছুটি আধরোট,—
 সোহাগ-ভিখারী আছে আঁশু বাড়ি'—সাথে আছে রাতা টোঁট

ভৌৰ্ধ-সলিল

নারী-বন্দনা ।

(কাফ্রি)

ওই কালো রূপ অমৃতের কূপ সুসমার খনি কালো,
শ্রাম পল্লব জ্বিনিয়া পেলব কালো আমি বাসি ভাল
নিবিড় রূপের স্নিগ্ধ গাঢ়তা স্বপনে ডুবায় আঁখি,
স্নিগ্ধ শ্রামল বদনে উজ্জল চঞ্চল আঁখি-পাখী !
লালট-ফলক বেড়িয়া অলক খেলা করে বায়ুভরে,
কোমলে কঠোর—সংহত তমু কাফ্রির মন হরে ।

নারী-বন্দনা ।

(পারস্ত)

ঘন কুন্তল শত তরঙ্গে সতত রঙ্গ করে,
ভুরু-ধনু কে গো করেছে যোজনা নয়ন-পদ্ম-শরে !
শুষ্ক-বিহীন ওষ্ঠে চিবুকে নাল সুসমার লেখা,
দীঘল সরল তমু নির্মল, চোখে কজ্জল-রেখা ;
কালো তিল—খুঁটে কুড়ায়ে তুলেছে—ফুটায় তুলেছে রূপ
অমল চরণে লুপ্তিত কত মুকুট-শীর্ষ ভূপ !

নারী-বন্দনা ।

(আরব)

বেতসী জিনিয়া নমনীয় তনু—‘কশলয় জিনি’ কচি ;
 বদন-ইন্দু ঘিরি’ কুস্ত-। রেখেছে যামিনী রচি’ ।
 ঞ্জলহীন কাজল নয়ন রেশমী পদ্মে ঘেরা,
 কাস্ত কোমল ক্লাস্ত সে দিঠি সকল দিঠিঃ সেরা ;
 ‘অপর অরুণ দশন তরুণ প্রবালে মুকুতা পাতি ;
 কাণ কটি, গুরু উরু নিতম্ব, জোড়া ভুরু প্রাণস্বামী !
 এক বৃন্তের দুটি দাড়িষ হৃদি পরে হৃদি-লোভা,
 লগ্ন, পাণি, লঘু চরণ, আঙুলে হেনার রঙীন শোভা ।

কবির প্রেম ।

গোলাপ যাহা প্রণয় যদি হ’ত তাই,
 আমি তারি হতাম পাতার মত ;—
 দৌহার তনু বাড়িত একই মাথে,
 গানের দিনে কিম্বা দুপের রাতে,
 কুলের বনে কিম্বা মাঠের মাঝে ভাই,
 হৃদে বিভোর কিম্বা শোকে হত ।
 গোলাপ যাহা প্রণয় যদি হ’ত তাই,
 আমি তারি হতাম পাতার মত ।

ভীৰ্খ-সলিল

‘কথা’ বাহা, আমি গো যদি হতাম তাই,
প্রণয় যদি হ’ত ‘সুরে’র মত ;—
মুচ্ছনা কি উচ্চগ্রামে, খাদে,
দৌহার সৰ্ব্ব মিশিত এক(ই) সাথে,
দুপুর বেলা মধুর বৃষ্টিপাতে ভাই,
হর্ষে বিস্তোর পাখী ছুটির মত ;
‘কথা’ বাহা আমিও যদি হতাম তাই,
প্রণয় যদি হ’ত সুরের মত !

জীবন বাহা— তুমি গো যদি হ’তে তাই,
আমি হতাম মরণেরি মত !
রোজ বৃষ্টি হ’ত একই সাথে,
চৈত্র-মাসের নূতন পাতে পাতে,
চৈত্র-মাসের সকল শাখে শাখে ভাই
ফুলে যখন ফলের গন্ধ যত ।
জীবন বাহা—তুমি গো যদি হ’তে তাই,
আমি হতাম মরণেরি মত ।

তুমি গো যদি দুখের হ’তে ক্রীতদাস,
আমি হতাম হরষেরি সাথী ;—
ভাগ্য ল’য়ে চলিত শুধু খেলা,
কখনো হাসি, কখনো হেলাফেলা:

তীর্থ-সলিল

বালক সম—বালিকা সম পরিহাস,
অরুণ সাথে অশ্রু-ময়ী রাস্তি !
তুমি গো যদি হুথের হ'তে ক্রীতদাস,
আমি হতাম হরষেরি সাথী !

তুমি যদি 'মধু'র প্রিয়া হ'তে রাণী,
আমি হতাম 'মাধবে'র রাজা ;—
মুকুল, ফুল, রাখিয়া বাজি মেলা,
পাতার পাশা হ'ত মোদের খেলা,
নিশার মত হ'ত উষার হাসিখানি,
নিশি হ'ত অরুণ-রাগে মালা !
চৈত্রনিশির তুমি যদি হ'তে রাণী,
আমি হতাম বসন্তেরি রাজা !

তুমি যদি স্নেহের প্রিয়া হও রাণী,
আর আমি হই বেদনারি রাজা ;—
মদনে মোরা করিব দৌহে শীকার,
ছিঁড়িয়া পাখা ষটাব তার বিকার,
স্নেহেতে তার লাগাম এক দিব টানি,—
শিখাব তারে নাচনেরি মজা !
তুমি যদি স্নেহের প্রিয়া হও রাণী,
আর আমি হই দুঃখব্যথার রাজা !

তীর্থ-সালিল

গোলাপ-গুচ্ছ ।

সারাদিন আমি বৈধেছি গোলাপ
 গুচ্ছ করি',
এবে একে একে দলঙলি তার
 নিতেছি হরি' ;
দিতেছি ছায়ে যে পথে আমার
 সে জন যায়,
একবার সে কি চাহিবে না ফিরি ?
 চাবে না ? হায় !
তবে পড়ে' থাক্,— তবে পড়ে' থাক্,—
 মরিয়া যাবে ?
আমি ভেবেছিহু নয়নে তাহার
 পড়িয়া যাবে ।
হায়, কতকাল করিয়াছি শ্রম
 সাবিত্রে হাত,
ফিরাতে কঠিন আঙুল বীণায়
 দিবস রাত ;
আজিকে আমার গাহিতে যতন
 জানি যে গান,
সে কি শুনিবে না ? হায় গো সেজন
 দিবে না কান ?

তীর্থ-সলিল ।

যাক ছিঁড়ে তার, গান থেমে যাক

হৃদয়-তলে ;

‘আহা যদি আজ সেজন আমার

গাহিতে বলে !

সারাটি জীবন শিখেছি শুধুই

বাসিতে ভাল,

এবার ভেবেছি সাধিয়া দেগিব

জলে কি আলো ;

মরম-কাহিনী শোনাব সে জনে,

শুনবে সে কি ?

‘দবে সে কি মোরে স্বরগের সুখ ?

ভালই, দেগি ।

যে খুসী হারাক আমি ত বলি গো

এমনি ধারা, —

স্বর্গ যাদের করতলে আসে

ধন্য তারা ।

তীর্থ-সলিল ।

মিলন-সঙ্কেত ।

তোমারি স্বপন-সুখে জাগিয়া উঠি,
কাঁচা-মিঠে ঘুমটুকু পড়ে গো টুটি' ;
মৃত নিশ্বাসে যবে সমীর চলে,
রশ্মি-উজ্জল তারা আঁধারে অলে,
তোমারি স্বপন-সুখে জাগিয়া উঠি,
'তোমারি জানালা-তলে এসেছি ছুটি' ;
চরণ কে যেন মোর আনে গো টানি',
কে জানে কেমনে ?—আমি জানিনে রাগি ।
নিথর নিবিড় কালো নদীর 'পরে
চলিতে চলিতে বায়ু মূরছি' পড়ে,—
মিলায় চাঁপার বাস—নিবিয়া আসে.
ভাবের দ্বন্দ্ব যেন স্বপন-দেশে ;
পাপিয়ার অমুযোগ ফুটিতে নারি'
মরমে মরিয়া হায় গেল গো তারি,
আমিও মরিয়া যাব অমনি ক'রে,
আদরিণি ! ও তোমার হৃদয় 'পরে !
এ তৃণ-শয়ন হ'তে তোলা আমারে,
মরি গো, মূরছি, ডুবে যাই আঁধারে ।

ভীৰ্খ-মলিল ।

পাণ্ডু অধরে আর নয়ন-পাতে
বৃষ্টি কর গো প্রেম চুম্বার সাথে !
কপোল হয়েছে হিম, হায় গো প্রিয়া,
দ্রুত তালে দ্রুত দ্রুত কাঁপিছে হিয়া ;
ধর গো চাপিয়া বৃকে, এস গো ছুটি',
তোমারি বৃকের 'পরে থাক সে টুটি' ।

শেলি ।

প্রেমের সুখদুঃখ ।

প্রেম রাখিল মাথাটি তার
কাঁটায় ভরা গোলাপ-শেষে ;—
ঠোট দুটি তার শুকিয়ে এল,
আঁখির পাতা উঠল ভিজে ।
সঙ্গীহার শিথানে তার
ভয় ভাবনা রইল ঘিবে :
তিলে তিলে পোহায় নিশি,
উষায় দরা হাসে ফিরে :
উষার সাথে হরষ এসে
চুমিল সেই মুখটি ধীরে,
ভয় ভাবনা গেলেন স'রে
ছিলেন যঁরা শিথান ঘিবে !

ভীৰ্ধ-সলিল ।

অঁখিতে তার ফুটল আলো,
ঠোটে উষার হাসি-রাশি ;
নিশায় বিষাদ রাজ্য করুক,
উষা ফিরে আনবে হাসি !

সুঠনুবাণ ।

সঙ্কল্প আনন্দ ।

কমল গোলাপ আন ভরিয়া অঞ্জলি,
আন বেলা ফুলযুথী ছড়াও পবনে ;
আমার ব্যথায় যার ব্যথা পেলেক মনে,—
এস আজ ! আনন্দের অংশী হতে বলি ।
আন গো অরুণ ফুল, আন শুভ্র কলি,
যে ফুল সাজিবে ভাল এ আনন্দ-দিনে ;
সুগন্ধ সলিল-ধারা ঢাল গো ভবনে,
আমার ভাবের সাথে মিলে এ সকলি ।
শাস্ত সে বিপক্ষ মোর, করেছে মার্জনা,
শাস্তি এবে, চাহে না সে মরণ আমার ;
দয়া মাত্র গর্ব তার,—নহে নহে ঘৃণা ;
আশ্চর্য্য হয়োনা তবে উৎসাহে আমার ;
এত সুখে —এ আনন্দে—ক্ষীণ মনোবীণা—
নহে ছিন্নতন্ত্রী !—এই বিশ্বয় অপার !

। বোঝাচ্ছে ।

মায়ারি গাথা ।

কানাই ! আবার কিনিলে মোরে, হে সুন্দরী !

গোপী । আমি ত আসিনি ; টেনে আনে বাশরী ;
লহরিয়া উঠে হিয়া বনষটাত্তে—

কানাই । বালিকা কেমনে এলে আঁধার রাতে ?
কেমনে চিনিলে পথ ? গতান নিশা !

গোপী । চমকে বিধ্বলি মুহু—পাইলু দিশা ।

কানাই । পিছল সে দাকা পথ কাঁটায় ভরা,
বেদনা পেয়েছ বড়, বিষাদরা !

গোপী । লব্ধ গতি, দৃঢ় মতি করে সে হেলা ।

কানাই । নিশি যে বিষম কালো, —তুমি একেলা !

গোপী । না, না বধু, একাকিনী আসেনি রাধা,
প্রেম যার সাথী তার কিসের বাধা !

প্রেমের নেশা ।

দগ্ধ সে,—প্রজাতে জাগি' সতৃষ্ণ নয়নে

প্রতিদিন যেইজন দেখে ও বয়ান ;—

'মাতাল চেতনা পায় নিশা অবসানে,

প্রেমের কাটে না নেশা না গেলে পরাণ !

সাদি ।

ভীৰ্ঘ-সলিল

চুষন ।

প্রথমেতে কীটের চুষন !
চুম' মোরে,—যেন তুমি পার না বৃষ্টিতে
কোনো মতে,—কোন্ ভাবে আজি রজনীতে,—
কুল বারে বল তুমি,—এ মোর আনন-
শতদল—গুটায়েছে পাপ্‌ড়িগুলি তার ;
চুষন-পরশ দাও সৰ্ব্বত্র তাহার !
কুটির পরশ চিনি' অমনি তখন !

ভ্রমরের চুষন এবার !
চুম' মোরে,—যেন তুমি পশেছ অন্তরে
হর্ষভরে, একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে ;
উড়াতে না পারে হায় সে দাবী ত. আর
সুকুল সাহস ক'রে ;—সব পর-হাত ;
তাই শেষে, প্লথ-দল পুষ্প সম, নাথ !
এ কুলে পাড়াই ঘুম বাহতে তোমার !

রবার্ট ব্রাউনিং ।

সাকীর প্রতি ।

এস সাকী ! দেহ-পাত্র ভরিয়া
রঙ্গিল মন্দিরায় ;
আর কাবো হাতে এমন করিয়া
পাত্র কি লওয়া যায় ?
সে রস দরে না আঙুরের ফল,—
নাহি সে মৃতা-লোকে,
সে যে রাঙিয়াছে তোমারি কপোল,
উজল করেছে চোখে ।

গাফিল সালম বিন্ রাগোয়ান্ ।

মেঘের প্রতি

আরো গম্ভীরে ডাক তুমি মেঘ, ডাক গম্ভীর স্বরে,
তোমার প্রসাদে পরণ আমার অমুরাগ-রসে ভরে,
নিবিড় পরশ-হরম-আবেশে ঘন রোমাঞ্চ হয়,
নব-বিকশিত নীপের প্লক জাগে সারা তনুময় ।

শ্রবক ।

ভীৰ্খ-সলিল ।

প্রিয়া যবে পাশে ।

প্রিয়া যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে ;—
কেবা স্মৃতান্ ? তখন আমার গোলাম সে পদতলে ।
ব'লে দাও বাতি না জ্বালায় আজি, আমোদের নাহি সীমা,
আজ প্রেমসীর মুখ-চন্দ্রের আনন্দ-পূর্ণিমা !
আমাদের দলে সরাব বা' চলে তাহে কারো নাহি রোষ,
তবে ফুলময়ী ! তুমি না থাকিলে পরশিতে পারে দোষ ।
আমাদের এই প্রেমিক-সমাচ্ছে আতর-বাতার নাহি.
প্রিয়ার কেশের সুরভিতে মোরা মগন সর্বদাই ।
স্বপ্নের মুরলী শুনি আমি 'ওগো সমস্ত কান ভরি',
'আঁখি ভরি' দেখি সুরার পেয়ালা—তব রূপ স্মরী ।
শরকরা মিঠা আমারে ব'ল' না, প্রিয়া ! আমি তাহা জানি.
তব সব চেয়ে ভালবাসি শুই মধুর অপরখানি ।
অখ্যাতি হবে ? অখ্যাতিতেই বেজে গেছে মোর নাম ।
নাম যাবে ? যাক, নামই আমার সব লজ্জার ধাম ।
মত্ত, মাতাল, বাসনী আমি গো, আমি কটাক্ষ-বীর,
একা আমি নই, আমারি মতন অনেকেই নগরীর ।
মোম্বার কাছে মোর বিরুদ্ধে করিও না অনুযোগ,
তঁার' আছে, হায়, আমারি মতন সুরা-মত্ততা রোগ !
প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেক না হাফেজ ! ছেড় না পেয়ালা লাল,
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসব-কাল !

সাকার প্রতি ।

তুগো সাকী মদিরা বিলাত,
 পেয়ালা ভরিয়া বাবে বার.
 মধুপান বিনা মধু যাবে ?
 বলিয়ে না—দোহাই তোমান ।
 আর কবে ফুলদলে পাব,
 কল্লনখী সুলন্দরী সঙ্গিনী ?
 কোন্‌ বাপা বাদে মোরে আজি ? --
 হেন দিনে,—বল ত সঙ্গিনী !
 দেখ, কি বলিছে ওরা—শোমনো,
 'ক বলিছে বাশীতে বোঝায়, --
 'গোলে দিন আসে না ফিরিয়া'
 কি দারুণ, কি বিষম হায় ।
 মিষ্টে বড় জীবনের সুখ,—
 হায় -- যদি থাকে চির দিন,
 চির কাল না থাকিল যদি—
 গণ' তারে তুচ্ছ অর্থহীন ।
 কত না নূতন প্রেম হায়,
 দলিত কালের পায় পায় !

স্বপ্ন-হাল ।

তীর্থ-সলিল ।

সাগরে প্রেম ।

আমরা এখন প্রেমের দেশে, তবে
বল এখন কোথায় যাব আর ?
থাকবে হেথা ?—যেতে কোথাও হ'বে ?
পাল তুলে দিই ?—ধরি তবে দাঁড় ?
নানান্ দিকে বহে নানান্ বায়,
ফাগুন চিরদিনই ফাগুন হায়,
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা তার,
এখন বল, কোথায় যাব আর ?
চুমার চাপে যে ছুখ গেছে মরি',—
অন্ত-স্বথের শেষ নিশাসে ভরি',—
প্রসাদ-পবন মোদের হবে সে ;
কূলে বোঝাই হ'বে নৌকাখান,
পদ্মা মোদের জানেন ভগবান্,
আর জানে সেই কুম্ভ-ধনু যে !
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হার,
এখন বল, যাব আর কোথায় ?
মাঝি মোদের প্রণয়-গাথা বত,
শব্দে ছুটি কপোত প্রণয়-ব্রত,

ভীৰ্খ-সমিৰণ

সোনার পাটা, সোনার হবে ছই,
রশ্মি-রশ্মি-রশ্মি-জনের হাসি,
নয়ন-কোণে হবে রসদ-রাশি,
রসদ হবে অধর-প্রান্তে সই !
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায় !
এখন বল, যাব আর কোথায় ?

কোথায় শেষে নাম্বাব, বল, তোরে,—
বিদেশী সব কোথায় নিতি ঘোরে ?
কিছা মাঠের শেষে গাঁয়ের ঘাটে ?—
যে দেশে কল ফোটে অনল-মাকো ?
কিছা যেথায় ভুঁয়ার-বুকে সাজে ?
কিছা জলের ফেনার সাথে ফাটে ?
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা হায় !
এখন বল,—যাব আর কোথায় ?

কয় সে ধীরে—“নাগিও মোরে সেথা,
প্রেমের পাখী একটি মাত্র যেথা,—
একটি শর, একটি মাত্র ছিয়া !”
তেমন পুরী যেথায় আছে, হায়,
নরের তরী যায় না গো সেথায় ;
নাগী সেথায় নামতে নারে, প্রিয়া !

তেরোফিল গভিরে ।

তীর্থ-সলিল ।

রাজা ও রাণী ।

“ওই শোনো গো কাক-কোকিলে ডাকে,

সভায় তব লোক দেখ না কত !”

“না, না, কোথায় কাক-কোকিলে ডাকে ?

শব্দ হ'ল ঝিঁঝির ডাকের মত ।”

“ওই দেখ গো ভোরের আলো পেয়ে

সভা তোমার উঠছে যেন হেসে !”

“না—না, ও নয় দিনের আলো, প্রিয়ে,

উদয়-চাঁদের রশ্মি ওঠে ভেসে ।”

“হায় প্রিয়তম, ঝিল্লি-তানের মাঝে,

সুখের বড় নিদ্রা তব মনে ;

ভাবনা শুধু—ফিরবে সভার লোক,

না জানি কি ভাববে তারা মনে !”

“সী-কিঃ” শব্দ ।

বিদায়-ক্ৰণে ।

ঝাঝিরা বলিল— “গেল বেলা গেল,

আর বিলম্ব নয় ।”

সেই ক্ৰণে প্রিয় শিখাল তিয়ায়

আঁখি কত কি যে কয় ।

ତୀର୍ଥ-ସନ୍ତାନ

উদ্বেল-হিয়া কাছে এল প্রিয়া
কহিতে বিদায়-বাণী ;
মনের যে কথা মুখে মিলাল তা’
‘আধেক চেতনা মানি’ ।
মুগ্ধ নয়ন জল-ভার-নত,
‘মেলি’ হইখানি কর,
গোলাপেয় বনে বলয়ার মত
পড়িল বুকুরি ‘পর’ ।
রাহ সব মোর উৎসুক বাহ
বেড়িয়া ধরিল তারে ;
‘সে কহিল কাঁদি’— “পরিচয় যদি
না ঘটত একেবারে ।”

ଆଦୁ ବହନନ ।

প্রবাসে ।

হলুদ-বরণ পাখী, ওরে হলুদ-বরণ পাখী মোর,
শত খুঁটে নিস্নে আমার শত লুটে নিস্নে চোর ।
বিদেশে বিদেশীর মাঝে পাইনে সাদর সম্ভাষণ,
তল রে উড়ে পালাই দেশে যেথায় আছে 'আপন জন' ।
হলুদ-বরণ পাখী, ওরে হলুদ-বরণ পাখী মোর,
ভুটা খুঁটে নিস্নে মোদের নিস্নে ওরে ভুটা-খোর !

ভীর্থ-সলিল

বিদেশে কেউ মন বোঝে না, মিথ্যা মুখের পানে চাই,
চল্ রে ভেসে আপন দেশে আপন জনের কাছে বাই।

সোনার বরণ পাখী, ওরে সোনার বরণ পাখী মোর,
মোদের রুটি নিম্নে লুটি' পাখী রে পায় ধরি তোর ;
বিদেশে বিদেশীর মাঝে থাকতে মোরা পারি না, ভাই,
চল্ রে মোরা সবাই মিলে দেশের কোলে ফিরে বাই।

চীন দেশের 'শী-কিং' গল্প।

হাব্‌সী নারীর গান।

বাতাস গরজায়, বৃষ্টি পড়ে ;
পথিক দরজায়, বিদেশী অসহায়,
কাতর সে যে হয় নিষম ঝড়ে।
কাছে মা নাই তার, জ্ব কে দেবে আর ?
গরম ক'রে আর আদর ক'রে ?
বদ্ সে কাছে নাই, গম কে ভাঙে ভাই,
রুটি কে গড়ে বল তাহার তরে ?
বিদেশী অসহায়, কোথা সে যাবে হায় ?
আমরা তারে আয় বাঁচাই ঝড়ে ;
নাই মা, বদ্ নাই, গেতে কে দেবে ভাই ?
কে তারে দেবে ঠাই ?—বৃষ্টি পড়ে।

স্মৃতি ।

অন্তরে কাঁদিয়া ফিরে মোহময় তান,
 থেমে গেলে গান !
 বকুল শুকায়ে গেলে তবু তার ঘ্রাণ
 মুগ্ধ করে প্রাণ !
 গোলাপ ঝরিলে তার পাপড়ি বিছায়
 প্রিয়ার শয্যায় ;
 তুমি গেলে ভালবাসা পড়িবে ঘুমায়ে
 স্মৃতিটু জড়ায়ে !

শেলি ।

দুখ-শৰ্করী মাঘে ।

দুখ-শৰ্করী মাঘে,
 বড় সুখী তরুলতা ;
 শাখে আর নাহি জাগে
 শ্যামল শোভার কথা !
 উত্তর-বায়ু পারে না পত্র ঝরাতে,
 বরষা' করকা তীর স্বননে ঝরাতে ;
 নাহি পারে আর পিণ্ড-হুমাব ঝরাতে,
 বিকাশের মুখে তা' সবায় ।

তীর্থ-সলিল

দুখ-শৰ্করী মাষে,
বড় সুখী নিব্বার ;
বদ্বদে নাহি জাগে
রঙান্ রবির কর ।

শুধুই মধুর বিস্মৃতি ল'য়ে সুখেতে,
লালসা-লহর শাস্ত করে সে বুকেতে ;
নিমেষের' তরে উচ্চারে না ত মুখেতে
কঠোর কালের বারতায় ।

আহা যদি সকলেরি
হ'ত গো এমনি হায় ;
অজীতের সুখ স্মরি'
কে না কান্দে যাতনায় ?

মরমে মরমে পরিবর্তন নানা,
প্রতিকার নাই,—চিকিৎসা নাই জানা,
অথচ নহেক অপটু, বধির, কাণা,
সে কথা লেখেনি কবিতায় ।

কাটন ।

ভাৰ্থ-সলিল ।

বধূ ।

ছেলেবেলার কথা ভাবি যখন জলে সাঁঝের দীপ ;
মনে পড়ে গাঙের ধারে তলতা-বাশের দীর্ঘ ছিপ ।
বাম দিকে সেই ঝর্ণা ঝরে, ডাহিন দিকে বইছে নদী,
দূরে হ'লেও তোমরা আমার কাছেই আছ নিরবধি !
আঁখি যে-ঠাই দেখে তে না পায়, মন ছোটে সেই বাপের ঘরে,
বাপের মায়ের ভায়ের আদর না পেয়ে প্রাণ কেমন করে ।
ঝর্ণা ঝরার বন্ধারে আর নদীর কুলুকুলুর সাথে,
তোমাদের আনন্দ-হাসি শুনি আমি আঁধার রাতে !
কেরল কাঠের নৌকা চ'ড়ে সরল কাঠের দাঁড়টি বেয়ে,
নাগো আমার ইচ্ছা করে তোমার কাছে জুড়াই গিয়ে ।

‘শী-কিং’ গ্রন্থ ।

উৎকণ্ঠিতা ।

ওই গো আবার আকাশ ডাকে,—
আকাশ ডাকে ওই !
এমন সময় বাইরে থাকে ?—
ছুটিই বা তার কই ?
ওগো, তুমি ফিরে এস, ফিরে এস গো !
তোমায় ঘরে দেখে আমি নির্ভাবনা হই ।

ভীষণ-সমিল ।

আবার আকাশ উঠছে ডেকে :
কখন গেছে সেই ;
বাড়ছে বাতাস থেকে থেকে,
ফিরতে কি তার নেই ?
ওগো, তুমি ফিরে এস, ফিরে এস গো !
তুমি কাছে থাকলে ত ভয় পাইনে কিছুতেই ।

ভেঙে বুঝি পড়ল আকাশ
পড়ল বুঝি ওই ;
এমন দিনেও নেই অবকাশ,—
একলা সারা হই !
ওগো, তুমি ফিরে এস, ফিরে এস গো,
তোমার কাছে ব'সে আমি নির্ভাবনা হই ।

চীন দেশের 'শী-কিং' গ্রন্থ।

প্রোষিতভর্তৃকা ।

প্রভু মম যোদ্ধা তেজীয়ান,
বীর্যগ্রণী বীর ;
রূপ-আগে রণে জিনি যান,
করে ধনু তীর ।

তীর্থ-সঙ্গিনী ।

বৃন্দে যবে গেল প্রিয়তম,

সে অবধি কি গ্রীষ্মে কি শীতে,—

রুদ্ধ কেশ ওড়ে শগ সম :

বাধিব সে ? কাহারে ভূষিতে ?

বৃষ্টি চাই, তবু সূর্য্য ওঠে

নিমেষ আকাশে :

তাঁরি কথা প্রাণে সদা ফোটে,

মনে শুধু আসে ।

কোথা মিলে বিশ্বয়ণী লতা ?—

আমি ঘারে করিব রোপণ ;

জাগে যে কেবলি তাঁরি কথা,

হার তাহে কেবলি রোদন !

“শী-কিং”গ্রন্থ ।

বাকুল ।

ঘন গরজে, বন গহন,

মেঘে ছাইল সারা গগন,

বাকুলা বালিকা

কেঁদে ফিরে এক।

সাগর-তীরে হুখে মগন ।

ঐশ্ব-সলিল

প্রচণ্ড ঢেউ পড়ে আছাড়ি',
ত্রাসে বালিকা উঠে কুকারি'
একাকী—একাকী,
কেঁদে রাঙা আঁখি,
শ্রান্ত ব্যথিত, আকুল মন ।
শূন্য অগৎ, চূর্ণ হৃদয়,
বাঁচিবার সাধ আর নাহি হয় ;
ডেকে নাও নাও,
কোলে ঠাই দাও,
অনেক দেখেছে হু'টি নয়ন ।

শিলায় ।

সত্য ।

প্রাণের আবেগে এসেছি ছুটিয়া
ছাড়িয়া ঘর ;
এসেছি খুঁজিতে অনল-সমাপি
চিতার 'পর ।
অসহ জীবন জীবন-যাতনা
সহে না আর ;
মুক্ত করিতে এসেছি, আমার
জীবন-ভার ।

ভাৰ্ঘ-সন্নিহিত ।

সেই ত মরণ

बधूर—बधूर—

बंधुर माने ;

પ્રશ્ન: કિ માધ ?

थाके यदि आह

বিধির মনে !

এই, এই শেষ ;—

সকলি দেখেছি,

ସାନ୍ତର ତାଳେ

এখনি মিশিবে

শরীরে শরীর,

হেম-অনলে ।

উচ্চ এ গিরি :—

এখনি পড়িব

চিতার মাঝে,

চল প্রিয়তম

যাই সুরপার

দেবতা-সাজে !

ଆମି ? ଆମି ବ୍ରବ

তোমারে ছাড়িয়া

ધરતી-માટી ?

গোছে উৎসব ;

উৎসব-দাঁপি

আর কি সাজে ?

ব্রাহ্মি ডিস্ ।

ভীৰ্ঘ-মলিন।

নব-সপত্নী-সন্তোষণ।

চকাচকীর ডাকাডাকি নদীর চরে শোনা যায়,
তুমি সতী ! যোগ্য পতির, ভাগ্যবতী তুমি হায়।
আন গো তুলে কুমুদমালা যেখানে পাস্ ডাহিন বায়,
এই কুমারীর অশ্বেষণে প্রভু মোদের ছিলেন, হায়।
অশ্বেষিয়া না পেয়ে তায় মোনে গেছে দীর্ঘদিন,
বিষাদ-ভরে কেটেছে রাত শয্যামাঝে নিদ্রাহীন !
আন গো তুলে কুমুদ-কুলে আঁচল ভ'রে নিয়ে আর,
আজ্জকে বালা মোদের হ'বে বাঁশী-বীণার ঘোষণায়।

ঈন দেশের 'শী-কিং' গ্রন্থ।

গান।

নূতন মধুর লালসা-ল্লোলোপ অলি হে !
আত্ম-মুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুমিয়ে ;
আজি কমলের ছয়াতে মাজ বুলিয়ে,
একেবারে তারে গেলে কি ভ্রমর ভুলিয়ে !

কালিদাস।

যুগ্মপত্নীৰ প্ৰেম ।

যুগ্ম পত্নী ছিল এক প্ৰাচীন জনেৰ,
 প্ৰৌঢ়া এক, বালা এক,—এই হ’জনেৰ ।
 যখন বসিত বৃদ্ধা বালা-জীৱ ঘৰে,
 পাকা চুল তুলিত সে আগ্ৰহেৰ ভৰে ;
 প্ৰৌঢ়া কিন্তু পাকা চুল তুলিবাৰ ছলে,
 কাচা উপাড়িত !—নিজ মিলাতে কুন্তলে !
 দিনে দিনে এইৰূপে বেড়ে উঠে প্ৰেমের বিপাক,—
 দেখা দিল বিপ্ৰ-শিৱে মাথা-স্ৰোড়া বিপদায় টাক !

লা কভেম্ ।

পদস্থলন ।

কোত্থকে পড়িতেছিল একদা হ’জনে
 সুন্দরের কথা,—তার প্ৰেমের কাহিনী,
 নিভৃত্তে হ’জনে ছিন্ অসংশয় মনে,
 চোপোচোৰি হতেছিল ; শোণিত-বাহিনী
 কপোল ৰঞ্জিয়াছিল ক্ৰত অধ্যয়নে,
 শেষে একঠায়ে মোৱা ডুবিন্ হ’জনে ।

তীর্থ-সলিল ।

যখন পড়িতু মোরা,—চুমিল কেমনে
সে প্রেমিক ঈপ্সিত সে প্রকল্প আননে,—
যে আমারে ভুলিবে না কখনো জীবনে
কস্তুরকে মুখে মোর চুমিল অমনি !
পোড়া বই,—লিখেছিল কোন্ নষ্টজনে,
সে দিন সে কাবা-পাঠ থামিল তখনি ।

দাস্তে '

সৌন্দর্য ও সাধুতা ।

ভাবিতাম, পদ্মপর্ণ ! এ বিশ্ব-সংসারে
নাহি কিছু তোমা সম পুণ্য-সুবিমল ;
তবে কেন কুক্ষিগত শিশির-কণারে
মুক্তা বলি' লোকমাঝে প্রচার' কেবল ?

হেঙকু !

বাতুলতা ।

শ্রোতের জলে লেখার চেয়ে বড়
একটা মাত্র আছে বাতুলতা ;—
সেটা কেবল তারি কথাই ভাবা,—
ভাবে না যে জানে তোমার কথা ।

“ব-ভো-ও” গ্রন্থ ।

অভাগীর চরম সাধ ।

আর কি আমার নাম করে কেউ
 আমাদের সেই গায় ?
 বাটের পথে,— মাঠের কোলে,—
 প্রাচীন বটের ছায় ?
 সেই যে, যেথা থেলেছিলাম
 কতই পেলা, হায় !

মাগো, তোমায় মুখ দেখাতে
 হয় না আমার ভয়,
 হতভাগীর এ অপরাধ
 ক্ষমার যোগ্য নয় ; —
 তবু তোমার আমার লাগি'
 অশ্রু আজো বয় ।

বাবা আমার পুরুষ মানুষ
 তাঁর ক্রকুটি সয়,
 তুমি নারী,— ওই ত বাধা
 ওইখানেই ত ভয় ;
 কেমন ক'রে ছোঁবে ?—যে জন
 ছোঁবার যোগ্য নয় ?

ঐক্য-সঙ্গীত ।

তবে আজি মরতে ব'সে
ডাকছি মা তোমায়,
ছেলেবেলার মতন আমায়
ঘুম পাড়াবি আয় ;
সামনে যে মা দারুণ আঁধার
দৃষ্টি ডুবে যায় !

টিকেন্ কলিগ-সু।

বিচারক ।

পরের পরাণ-মনের মাঝারে যত তোলাপাড়া হয়,
তার সনে যদি তোমার হিয়ার নাহি থাকে পরিচয়,—
আচরণ তার বিচার করিতে যেয়ো না যেয়ো না তবে,
তুমি যাহা ভাব কলক, তাহা অন্তের লেখা হবে ;
হয় ত সে রণে তুমি হেরে যেতে ; সে তবু হয়েছে জয়ী ;
ক্ষতের চিহ্ন বহিছে এখন ক্ষতের যাতনা সহি' ।
তার যতখানি তোমার নয়ন অপ্রিয় বলি' মানে,
হয় ত তাহার চরিত্র-বল বিকশিত সেইখানে ;
হয় ত সে কোনো রিপূর সঙ্গে জীবন-মরণ-রগ,
যার স্মৃতি আজো হৃদে আগল্লক রয়েছে অনুরাগ ;—
যে রিপূর সাথে যুদ্ধিতে হয় ত তুমি হ'তে অধোমুগ,
অধরে মিশাত আজিকার এই বিজ্ঞপ-হাসিটুকু ।

ভাৰ্গব-গানিকা

যে ক্রটির তরে তুমি কর ঘৃণা হয় ত সে কিছু নয়,
হয় ত দেবতা নিয়েছেন তার শক্তির পরিচয় ;—
কঠিন মাটিতে পড়িয়া, আবার যাহে সে ভবিষ্যতে
পারে উঠিবারে আপনার বলে,—চলিবারে দৃঢ়পদে ;
কি বা অন্তরে তুচ্ছ জানিয়া ধরণীর ধনমানে,
উড়ে যেতে যাহে মন চাহে তার আকাশের নীড় পানে ।
“একেবারে গেছে,—নষ্ট হয়েছে” এমন ভেব না মনে,
রাখো আশা, রাখো ভালবাসা, ঘৃণা কোরো না পতিত জনে ;
তার পতনের গভীরতা তার শোচনার পরিমাপ,
পতন যতই গভীর ততই উচ্চ সে পরিতাপ ;
নত নীচে প’ড়ে গিয়েছে অভাগা, হয়ত সে পুনরায়
হবে উন্নীত তেমনি উচ্চে বিধাতার মহিমায় ।

আড্ডেনেড্, অ্যান্ প্রোষ্টায় ।

নিষ্ঠুরা সুন্দরী ।

কি ব্যথা তোমার ওহে সৈনিক,
কেন ভ্রম একা প্রিয়মাণ ?
তুমি শেহালা হুদে হুদে, পাখী
গাহে না গান ।

ভীষণ-জলিল ।

সৈনিক কি বা ব্যথিছে তোমার ?

কেন বা শ্রীহীন ? কেন ম্লান ?

শাখা-মুষিকের পূর্ণ কোটর,

মরাইয়ে ধান ।

কমলের মত ধুবল ললাটে

কেন বা ছুটিছে কাল-স্বাম ?

কপোল-গোলাপ উঠিছে শুকায়ে,—

নাহি বিরাম ।

“মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট,—

সুন্দরী সে যে পরী-কুমারী,—

দাঁখল চিকুর, লঘুগতি, আঁখি

উদাস তারি !

“আঁখি মালা দিহু শিরে পরাইয়া,

কাঁকন, মেথলা কুসুমের গড়ি’ ;

চাহি মোর পানে আবেগে যেন সে

উঠে গুমরি’ ।

“চপল ঘোড়ায় লইহু তুলিয়া,

অনিমিত্ত সারা দিনমান ;

পাশে হেলি’ সে যে গাহিল কেবলি

পরীর গান !

“আনি’ দিল মোরে কত ফলমূল,

দিল বনমধু, সুধারাসি গো,

তীর্থ-সালিশ

কহিল কি এক অপক্লপ ভাবে,—

‘ভালবাসি গো !’

“অপ্সর-বনে লয়ে গেল মোরে,

নিখাসি’ কত কাদিল হায় ;

যুদিহু তাহার ত্রস্ত নয়ন

চারি চুমায় ।”

“সেইখানে মোরে দিল সে নিদানি,

স্বপন দেখিহু কত হায়,

চরম স্বপন—তাও দেখেছি এ

গিরির গায় ।

“মরণ-পাংশু কত রখী বীর,

কত রাজা মোরে ঘিরিয়া ঘোরে,

কহে তারা হায়, নিঠুরা রূপসী

মজাল তোরে !

“দেখিহু তাদের ক্ষুধিত অধর,

লেখা যেন তাহে ‘সাবধান’

জেগে দেখি আমি হেথায় পড়িয়া,

গিরি-শয়ান ।

সেই সে কারণে হেথা আমি আজ,

তাই আমি একা স্রিয়মাণ ;

যদিও শেহালা মরে হুদে, পাখী

না গাহে গান ।”

তীর্থ-সলিল ।

রাখাল ও রাজকন্যা ।

চলিতে চলিতে কিশোর রাখাল

প্রাসাদ-ছায়ায় দাঁড়াল আসি' ;

নৃপ-বালা, হায়, দেখিল তাহায়,—

প্রেমের লালসা হৃদয়ে বাসি' ।

ধীরে কহে বালা—হায় আমি যদি

নিকটে তোমার পেতাম যেতে,—

আহা কি ধবল বৎসের দল,

কিবা রাঙা ফুল ফুটেছে ক্ষেতে !

নৌচে হতে তবে কহিল রাখাল—

একবার যদি এস গো হেথা,—

আহা কি অরুণ কপোল তরুণ,

আহা কি ধবল ও বাহুলতা !

তার পর, নিতি নীরন বাথায়,

প্রাসাদ-ছায়ায় দাঁড়াইত একা ;

নয়ন তুলিয়া রহিত ভুলিয়া

যে অবধি বালা না দিত দেখা ।

এস, এস, এস রাজার দুলালী !

পুলকের ধ্বনি উঠিত বাজি' ;

মধুরে অমনি কহিত রমণী—

রাখাল রে ফিরে এসেছ আজি ।”

গেল শীত ; এল ফুলের সময় ;—
 মাঠে, ঘাটে, বাটে মুকুল-লেখা ;
 রাখাল ফিরিল, প্রিয়ারে তু ড়িল,
 বৃথা হায়,—সে ত দিল না দেখা !
 “দেখা দাও, ওগো, দেখা দাও ফিরে”
 কহিল ফুকারি’ করুণ সুরে ;
 পুনিল অমনি অশরীরী বাণী—
 “বিদায়—বিদায় রাখাল ওরে !”

আছাও

প্রেম ও মৃত্যু ।

ভালবাসা ! যদি তোর পূর্ণ ক্ষেত্র হ’তে,
 মরণ, সোনার শীষ তোলে ;—
 দিস্ রে গলায়ে দিস্ শোকে মৃঢ় প্রাণ,
 সোনার প্রদীপ দিস্ জ্বলে ।
 নিরাশার কুমন্ত্রণা করি’ পরাজয়
 শুনাম্ মধুর আলাপন ;
 মরণ, ফসল তোর বাটি’ যদি লয়
 ছাড়িস নে বপন রোপণ ।

বেরা জ্যার ।

প্রাচীন প্রেম ।

যখন তুমি প্রাচীন হবে, সন্ধ্যাকালে তবে,
 উন্-পাড়ে ব'সে ব'সে কাটবে সূতা হবে,
 আমার রচা গানগুলি হায় গুন্-গুনিয়ে গাবে,
 বলবে তুমি—‘অনিস্ কি লো,
 আহা যখন বয়েস্ ছিল

লিখ্ত গানে আমার কথা কবি সে তার ভাবে !’
 শোনে যদি দাসীরা সব আমার রচা গান,—
 কাজ সেয়ে শেষ ঘুমায় যখন,—গানে তোমার নাম
 শুনে যদি ওঠেই জেগে,
 বলবে তারা ক্ষণেক থেকে,

‘ধাতু তুমি উদ্দেশে যার কবি রচে গান !’
 মাটির তলে মাটি হয়ে ঘুমিয়ে আমি রব,
 গাছের ছায়ে নিশির কায়ে ছায়া যখন হব,
 তোমার গর্ভ, আমার প্রীতি,
 মনে তোমার পড়বে নিতি,

দিয়ে তখন—দিয়ে মোরে—দিয়ে প্রণয় তব ;—
 তুমি যখন প্রাচীন হবে, আমি—ধূলি হ'ব ।

রসদ্বন্দ্বী ।

জ্যোৎস্নার কুহক ।

ভঙ্গুর ভাবনা কতশত, কতশত অক্ষুট বেদনা,
মৰ্ম্মরিয়া প্রাণে উঠে জেগে, দাঁড়ায়ে যখন আনমনা
চেয়ে থাকি লাবণ্য-তরল শরতের চাঁদে ; আত্মহারা ;
তবু সে রূপালি কুহকেতে একা আমি পড়ি নাই ধরা !
বসিগাতু ।

স্বপ্ন ।

স্বপ্ন-শেষে গেল ল'য়ে মোরে তার পাশে ,
বিশ্বময় অব্যেধি' পাই নি যার দেখা !—
দেখিলাম চক্ৰলোকে সে স্মাজি নিবসে,
হয়েছে সুন্দরী আরো ; কোমলতা-মাথা
হাতখানি হাতে রেখে কহিল, “যত্নপি
মিথ্যা নাহি কহে আশা, তবে তুমি হেথা
রবে এসে চিরকাল মোর কাছে, কবি !
কত না বাতনা দি'ছি,—দি'ছি কত বাথা ;
কিন্তু দিবা মোর ফুরাল সন্ধ্যার আগে ।

ভীৰ্ঘ-গলিল।

সে আনন্দ কে বুঝিবে ? ভুঞ্জি যাহা এবে ;
তোমার অপেক্ষা শুধু, আছি শুধু জেগে
নিরখি' তোমার পথ ; কবি, এস তবে ।”
হায় রে ফুরাল কেন স্পর্শখানি তার ,
কেন বা থামিল বাণী স্বৰ্গ-সুখমার !

গেজার্ক ।

প্রেম ও গৌরব ।

‘মোরে শুনারো না খ্যাতির কাহিনী,—ইতিহাসে খ্যাত নাম,
ষোড়শ-দিন শুধু মানবের সব-গৌরব-ধাম !
বাইশ বছর বয়সের সেই প্রেম-কুসুমের হার,
জয়-মাল্যের চাইতে মূল্য শতগুণে বেশী তার ।
বলি-লাঞ্ছিত ললাটের ‘পরে পুষ্প-মুকুট কেন ?
মরণ-পাণ্ডু কুসুমের দলে স্নিগ্ধ শিশির হেন !
পাকা চুলে আর সাজায়ো না কুলে, যাও, নিয়ে যাও মালা ;
কে চাহে বিজয়-মালা ?—যদি সে শুধুই নামের জালা ।
কীৰ্ত্তি ! তোমার কুপায় কখনো হর্ষ যদি বা আসে,
সে নহে তোমার গুণিতে-মস্ত কেতা-দুরন্ত ভাবে ;
সে পুলক শুধু তখনি জাগে গো যবে গৌরব-গানে,
ভাল বাসিবার অযোগ্য নহি,—প্রিয়া মোর বুকে প্রাণে ।

তীর্থ-সঙ্গিনী ।

গোরব আমি খুঁজেছি পেয়েছি প্রিয়ার নরন-মাঝে,
কীৰ্ত্তি-ছটার প্রধান রশ্মি তারি চাহনিত্তে আছে ;
যগনি সে জীৰ্ণ উজ্জল হয় চাহিয়া আমার পানে,
আমি মনে জানি সেই ভালবাসা, কীৰ্ত্তি সে—জানি প্রাণে ।

বারম্বা ।

দিবা-স্বপ্ন ।

তীর হ'তে দূরে সাগরে যে শিলা আগে,
তারি 'পরে বসি' দিবসে স্বপ্ন দেখি ;
হ হ করে হাওয়া, সাগরের পাখী ডাকে,
ঘুরে ফিরে ঢেউ শিলায় শিলায় ঠেকি' ।
ভালবেসেছিহু কত এ জীবনে, আহা,
সুন্দর শিশু কত গো বন্ধু কত ;
কোথা তারা ? হায়, হাওয়া শুধু করে 'হা—হা',
কেনমুখী ঢেউ ধায় পাগলের মত ।

হারেন্দ্র ।

যৌবন ও বার্কিক্য ।

অগতঃ যে সুখ হরণ করে তা' ফিরে আর দিতে নারে,
কিশোর ভাবের অক্লগ্নিমা, হায়, ক্ষয় সে অন্ধকারে :
কপোল কেবলি হয় না পাণ্ডু যৌবন যবে যায়,
মনের পেলব কুসুম-সুধমা তারো আগে টুটে, হায় !

তীর্থ-গলিল ।

মগ্ন স্মৃতিতে ঘিরিয়া তখনো যাহারা ভাসিতে থাকে,
অত্যাচারের আবর্তে কিবা মজে কলঙ্ক-পাঁকে ;
দিক-নিরূপণ হয় না তখন ; দিশা যদি মিলে, তবু
সাগর অকূল ! ছেঁড়া পাল তুলে পৌছিতে নারে কভু ।
মরণের হিম পরাণে তখন নামিয়া ভরে গো বুক,
পরের বেদনা বুঝিতে না পারে, না ভাবে আপন দুঃখ !
অশ্রুজলের উৎস নিরোধ হয় সে হিমের ভারে,
আঁখি ছলছলে উজলে যদি বা — সে শুধু তুষার-ধারে ।
রসের ভাষণে রসনা যদিও মনেতে ভুলায়ে রাখে,
নিশীথ অবধি ; হেতু তার হয়, ঘুম চোখে নাহি লাগে
সে যেন জীর্ণ প্রাসাদ ঘিরিয়া শ্রামা লতিকার শোভা,
নিকটে ধূসর অর্জ্বর অতি দূর হ'তে মনোলোভা !
হায় গো হইতে পারিতাম যদি যেমন ছিলাম আগে-
আগের মতন অহুভূতি যদি আবার মরমে জাগে ;
অতীত স্মরিয়া তেমনি করিয়া আঁখিজল যদি ঝরে,
সে আবিলা ধারা মিঠা হ'বে মোর জীবন-মরুর 'পরে ।

বায়রণ ।

জীবন-স্বপ্ন ।

ললাটের 'পরে ধর চুসনখানি,
 শুনে যাও মম বিদায়-বেলার বাণী ;
 আজন্ম মোর স্বপনে হয়েছে ভোর,—
 বলেছে যাহারা বলেনি মিথ্যা ঘোর ।
 আশা-পাখীগুলি উড়ে যদি গিয়ে থাকে,—
 দিনে কি নিশির নির্জনতার ফাঁকে,—
 কি করিব ? হায়, পালানো তাদের দারা,
 জাগো কি ঘুমাও পালায়ে যাবেই তারা ;
 সজাগ কিবা সে খেয়ালে রয়েছি ব'লে,
 উড়িয়া পালাও কখনো কি তারা ভোলে ?
 না' করি, যা' ভাবি, না'ই দেখি মোরা চোখে,
 সবই নব নব স্বপন স্বপ্ন-লোকে !
 সিঁদুর কূলে গর্জন-গান শুনি,
 করতলে লয়ে সোনার বালুকা গপি,
 কত সে অল্প—তবু সব গেল ঝরি' ;
 নীল পারাবার নিল গো তাদের হরি' !
 এখন একেলা হৃদয়ে তাদের স্মরি'
 কেঁদে মরি আমি,—আমি শুধু কেঁদে মরি ।

তীর্থ-সঙ্গিন ।

হায়, বিধি, মোর কিছু কি শক্তি নাই ?—

দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতে যে ধন পাই ?

এ জীবনে কভু বাঁচাতে কি পারিব না ?—

সিঁছুর গ্রাস হইতে একটি কণা ?

যা' করি, যা' দেখি, সকলি কি তবে খেলা !

স্বপ্ন-সাগরে স্বপন-চেউয়ের মেলা !

এড়'গার আলোন্স পো ।

দুঃখের শিক্ষা ।

সজল চোখে জলগ্রহণ করেনি যে-জন,

কাটারনি যে দীর্ঘ নিশি উষার পথ চাহি',

ডাক্তে যারে হয়নি কভু 'ত্রাহি, ত্রাহি, ত্রাহি',

হা ভগবান ! মোটে তোমায় চেনে না সে-জন ।

দুঃখে ভরা ধরার মাঝে পাঠাও তুমি সবে,

দাওনা বাধা যখন মোরা পাপের পথে চলি ;

অহুতাপের অনল-মাঝে মরি শেষে জলি'

মুহূর্ত্তেকের স্থলনে, হায়, জনম-দুখী ভবে ।

মেটে ।

দ্বিধার জীবন ।

যে অবধি না হয় ছিন্ন,
জীবনের এই মধুর চিহ্ন,
যে অবধি ব্যক্ত না হয়,—

ব্যক্ত যাহা হবেই হবে ;—

সে পর্য্যন্ত মন রে আমার,
পূজার্কনায় কি ফল তোমার ?
মগ্নজপে—ছেলেখেলায়

মিথ্যা নিয়ে মত্ত র'বে ?

নূতন কিবা বলব কথা,
নব নিব্বার বয়না সেথা,
নূতন ক'রে পায় না বাথা

মানুষ কভু মরণ-শেষে ;

বরষ পরে বরষ নেমে,
দেয় গো ঢেকে কতই প্রেমে ;
হর্ষগীতি যায় গো থেমে,

অশ্রুজলের স্রোতে ভেসে ।

একটি দিনের কন্ম যদি
আবিল করে জীবন-নদী,

ভীৰ্শ-সঙ্গিন ।

মানুষ যদি হয় গো ঋণী

মৃত্যু-মহাজনের কাছে ;—

ধাক্কা স'য়ে যদি সে তার

শক্তি ফিরে হয় দাঁড়াবার,

জেগেই যদি উঠবে আবার

হ'দিন আগে হ'দিন পাছে ;—

তবে কেন কান্নাকাটি ?

কেন হৃদয় ফাটাফাটি ?

জীবন কেন হ'বে মাটি

উপাসনায়—উপবাসে ?

যতই ডাক করপুটে,—

যতই মর মাথা কুটে,—

জীবন তবু যাবে টুটে

মৃত্যু সাড়া দিলে এসে ।

কাল ! সে বটে সবার প্রভু ;—

এড়িয়ে কেহ যায় না কভু ;

একটু হাসিখুসি তবু

ওরি মধ্যে লুটতে হ'বে ;

নইলে শুধু জীবন মরণ,

হুঃখ ও সুখ, শান্তি ও রণ,

কেবল গণন এবং স্মরণ

করতে শুধু থাকবে তবে !

তীর্থ-সন্নিধি ।

হু'দিন পরে তাড়লে মেলা
সকল তাতেই সমান হেলা,—
ইষ্ট মন্ত্র অপের মালা,
কর্ম, খেলা, কারা, হাসি ;
যে কটা দিন আছি সুবেচে,
ফিঙের মত বেড়াসু নেচে,
বিশ্বব্যাপার এঁচে এঁচে
মরিসু নে আর শূণ্য ভাসি' । ১)

সুইন্বার্ণ .

শান্তিহার ।

আমার সুখের জন্য নিশীথে, বৃদ্ধি আঁধারে তার !
ক্লান্ত পরাণে তাই ঘুরি ফিরি যেথায় অন্ধকার ।
চিন্তা বাকুল অন্ধের মত কি যেন হাতাড়ি' মরে,
মনের কুয়াসা মন জুড়ে আছে, কিছুতেই নাহি সরে !
কাতরে কাটাই সারা দিনমান, কাঁদিয়া কাটাই নিশা,
সহি, দহি, ডাকি ভগবানে তবু শান্তির নাহি দিশা ।

আর নিকোলাস্ ।

ভীষ্ম-সঙ্গিন ।

বিচিত্রা ।

হেথায় উঠিছে বীণাধ্বনি,
হোথায় শোকের হাহাকার ;
হেথা তর্ক করে জ্ঞানী গুণী,
মাতালের হোথায় চীৎকার !
হেথায় স্নানরী মনোহরা,
হোথা বৃদ্ধা,—জীর্ণ দেহখান ;
না বুঝিহু কেমন এ ধরা,—
অমৃত কি গরলে নিশ্বাস !
ভর্জুহরি ।

বিড়ম্বনা ।

বৈচে থাকা বিড়ম্বনা, হায় !
একটুকু প্রেমের আরাম,
একটুকু জীবন সংগ্রাম,
তার পর ?—বিদায়, বিদায় !
লীলাখেলা ছদ্মিনে ফুরায় ;
এতটুকু আশার কিরণ,
এতটুকু মধুর স্বপন,
তার পর ?—নীরবে বিদায় !
বহু নাইকেন ।

নিয়তি ।

দিন দিন নিয়তির নূতন ব্যাভার,
 প্রশ্নে প্রশ্নে তার নাহিক প্রত্যয় ;
 একদণ্ডে শক্তিমানের করে ধূলিসার,
 ধূলার কাঁটেতে তুলি' তারি গাহে জয় ?
 নিশ্চিহ্ন নূতন তরী ডুবায় সলিলে,
 ভগ্নতরী কড় ঝড়-তুফানে বাঁচায় ;
 একা আমি কি করিতে পারি এ নিখিলে ?
 কে আছে সুহৃদ্ মম ? কারে ডাকি হায় !
 যাহা করি বাধা দেয় নিয়তি তাহায়,
 কেহ নাই শুনিবারে এ মম ক্রন্দন ;
 অদৃষ্ট অ-দৃষ্ট যদি না থাকিত হায়,
 কিহা মোরে দৃষ্টি হ'তে করিত বর্জন !
 মহতের দুঃখ হেথা, নীচের উন্নতি ;
 শিশু বালিকার সঙ্গে বন্ধ শত শত,
 ছিন্ন বাসে লজ্জা পায় বরাদ্দী যুবতী,
 জ্ঞানীর না মিলে রুটি, মূর্খে মেওয়া যত ।
 বিশ্বাসী ভক্তের গৃহে আসন দুর্গত,
 বঞ্চকের ঘরে দেখ রক্ত মথ মল ;

ভীষ-সলিল ।

সাজ-সওয়ারের ভায়ে ক্লিষ্ট ঘোড়া সব,
বাজারে অবোধে গাধা খায় নানা ফল !
আনন্দে সকল পাখী কেলি করে বনে,
বল্লী শুধু—সেই বার স্ককণ্ঠ স্ফুটাম ;
সত্য কি বল্লনা ইহা বুঝাব কেমনে ?
শাস্ত হও খুশ্‌হাল, ভাগ্য তোরে বাম ।

খুশ্‌হাল ।

নিয়তি ।

নিয়তির গতি অপক্লপ অতি,
নহে সে ধনের মানের বশ ;
খণ্ডিত-শির দিগ্বিজয়ীর
শকুনিতে খায় শোণিত-রস !
কেহ আজনম না রহে অধম
দীন বলহীন বলিয়া শুধু,
যেই মাছি মরে পরশের ভরে,
রাজায় পাতে পিয়ে সে মধু !

ইমাম সাকাই মহম্মদ বিন্‌ ইদ্রিস্

যুগ্মক ।

হেয় মানি পারশ্বের মহা আড়ম্বর,—
 পল্লবিত সোনার মুকুট ;
 খুঁজিও না,—পাওয়া যায় কোথায় সুন্দর
 বারমাস গোলাপ অকুট ।
 নবীন রসাল পাতে গাঁথ, সখী, মালা,
 আমাদের সেই সাজে বেশ,—
 বসি' যবে দ্রাক্ষা-অট্টা-ছায়ায় নিরালা
 দ্রব-চুনি স্মরণ করি শেষ !

হোরেস্ ।

রুবাইয়াৎ ।

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একথানি,
 পাই যদি এক পাত্র মদিরা, আর যদি তুমি রানী !
 সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাহ গো মধুর গান,
 বিজ্ঞন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লভিবে প্রাণ ।

* * *

সাকী ! তুমি আজ পাত্র ভরিয়া এনো তাই নিশ্চয়,
 ভুলায় যাহাতে অতীত শোচনা ভবিষ্যতের ভয় ;

ভীষ্ম-গানিন

আগামী কলা ! সে ভাবনা আমি উড়ায়ে দিয়েছি হেসে,
আগামী কলা চ'লে যেতে পারি গত-কল্যের দেশে ।

• • •

জীবন-থাতায় তোমার আমার হিসাব নিকাশ হ'লে,
ভেব না কখনো এমনটি আর হ'বে না ভূমণ্ডলে ;
চির দিবসের সাকী আমাদের পাত্রটি হ'তে তার
এমন ঢেলেছে কোটি বৃন্দ—ঢালিছে সে অনিবার !

• • •

পথের মধ্যে কণিক বিয়ান, কণেকের আশ্লাদ,
মধ্য-মরুর উৎসে কণিক জীবনের আশ্বাদ ;
আঁখি পালটিতে, আর কেহ নাই ! ছায়া-বাজীর দল
নশ্বরতায় লয় হ'য়ে গেছে ; গুরে তোরা ছুটে চল ।

• • •

নরক অথবা স্বর্গের আমি করি নে ভরসা ভয়,
এইটুকু জানি—মানব-জীবন প্রতি মুহূর্তে কয়,
এইটুকু খাঁটি, বাকী যাহা বল তাহা মিথ্যার জাল,
বারেক যে ফুল ফুটিল তাহারে চিরতরে নিল কাল ।

• • •

‘অদৃত’ !—নয় ? কত লোক গেছে মৃত্যু-ছয়ায় দিয়ে,
একটি প্রাণীও ফিরিয়া এল না পথের বার্তা নিয়ে ;

ভীষ-সলিল।

কোটি কোটি লোক আমাদের আগে গিয়াছে গো ওই পথে,
ওর সন্ধান নিতে হ'লে তবু নিজেকেই হবে যেতে !

• • •

পর জীবনের পুঁথি পড়িবারে যাত্রা করিল মন,
আঁখি বাহা কভু না পায় দেখিতে করিবারে দরশন ;
ফিরে এসে ধীরে চুপে চুপে মোরে কহিল সে—“ওরে ভাই,
আমিই স্বর্গ, আমিই নরক, সে আর কোথাও নাই।”

• • •

স্বর্গ—সে শুধু পূর্ণ-কামনা,—স্বপন পূর্ণতার,
নরক—সে অল্পতপ্ত মনের বিকট অঙ্গকার ;—
যেমন আঁধার হ'তে কিছু আগে বাহির হয়েছি সবে ।
যেমন আঁধারে এক দিন, হায়, ডুবিতে আবার হ'বে ।

• • •

প্রথম মাটিতে গড়া হ'য়ে গেছে শেষ মাহুষের কার,
শেষ নবার হ'বে যে ধাত্তে তারো বীজ আছে তার ;
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্তী প্রলয়রাত্রি পাঠ বা করিবে তাই ।

বটে গো এমন প্রতিজ্ঞা আমি করেছি বারম্বার,
অমৃতাপে মোর ক্ষীণ চিত্তের করিব সঙ্কর ;

ভীর্ণ-মলিন

বিচার-ক্ষমতা ছিল কি তখন ? ফুল হাতে ঋতুরাজ
ভীর্ণ আমার অমৃতাপটুকু ছিন্ন করেছে আজ !

* * *

তবু বসন্ত গোলাপের সাথে দু'দিনেই লয় পায়,
কুসুম-গন্ধি যৌবন-পুঁথি পলে উলটিয়া যায় ;
কাল যে পাপিয়া এই তরুশাখে গাহিতেছিল গো গান,
কোথা হ'তে এসে কোন্ পথে হায় করিল সে প্রস্থান !

* * *

ওই যে উদয়-শিখরে চন্দ্র খুঁজিছে মোদের সবে,
মোদের অন্তে এমনি কতই অন্ত উদয় হবে ;
উদয়-শিখরে উঁকি দিয়ে ধীরে তখনো সন্ধ্যা হ'লে,
আমাদের সবে এইখানটিতে খুঁজিবে সে,—নিষ্ফলে ।

ওমরু খৈয়াম ।

মাতাল ।

আমার ক্রটির মার্জনা নাই ?
রোষের শাস্তি নাই কি তব ?
আঙুর ফলের জ্বলটুকু থাই ;—
ভৎসনা তাই নিয়ত সব' ?
এমন করিলে সূরা দিব ছেড়ে ?—
তুমি মনে মনে ভেবেছ তাই ?

তীর্থ-সলিল ।

কারণ-সংখ্যা গেল শুধু বেড়ে,
এবার দেখিবে কামাই নাই ।
সুয়ার পেয়ালি বড় ভাল লাগে,
আরো ভাল লাগে উষ্মা তব ;
পরিতোষ হেতু পান করি' আগে,
তোমারে জ্বালাতে ভরিব নব !

কালিক এজিৎ ।

স্নাতালের যুক্তি ।

কালো মাটি কালো মেঘের তাঁটিতে
চৌয়ানো গাঁটিটি পায় !
গাছপালাগুলো তারি পাত্রেয়
একটু প্রসাদ পায় !
সাগর দিব্য প্রভাতে ঐদোষে
নদীঃ যদিরা বসে' বসে' শোমে !
আকাশে সূর্য্য সাতটা সাগর
একাই ভূষিতে চায় !
দিন দুন্নে বুন্নে ক্রমে ক্ষীণ চাঁদ
রবির ভাঙে দিয়ে বসে জাত !
বল দেখি তবে আমাদেরই সনে
কেন না দুষিছে হায় !

স্বানাক্ষেরনু ।

তীর্থ-সলিল

দিবা-স্বপ্ন ।

সকল গলির মোড়ে, যখন, দিনের আলোক ঝরে,
ময়না দাঁড়ে গাহে, এমন গাইছে বছর ধ'রে ;
সুসান্ যেতে পথে, হঠাৎ শুনতে পেল গান,
শব্দ সাড়া নাইকো ভোরে শুধুই পাখীর তান ।
মন ডুবিল গানে, একি, কি হ'ল ওর আজ,—
দেখছে যেন, জাগে পাহাড়, গাছের পরে গাছ :
উজল হিমের ঢেউ চলেছে গলিটির মাঝ দিয়ে,
যেসায়েঁসি বস্তি-মাঝে চল্লো নদী ধয়ে !
সবুজ গোষ্ঠের ছবি, তাহার পাহাড় দুটি ধ'রে,
সে পথ দিয়ে গেছে কত কলসী নিয়ে ভ'রে,
একটি ছোট ঘর সে যেন বাবুইপাখীর বোনা,
তার চোখে সে ঘরের সেরা, নাইকো তার তুলনা ;
স্বর্গের সুখ পরাণে তার ; মিলিয়ে আসে দীপে,—
ঘোর কুয়াসা, ছায়া, নদী, পাহাড় যত তীরে ;
বইবে না রে নদী, পাহাড় তুলবে না আর শির,
স্বপন টুটে, নয়ন ফুটে, মুছে নয়ন-নীর ।

ওয়ার্ড সোয়ার্থ ।

নারী ও কংফুশিয়ো ।

শিষ্য সহ কংফুশিয়ো লজ্জিছেন যবে
 ‘টই’ নামে পর্শ্বতের শ্রেণী,—
 শুনিলেন আচম্বিতে, হাহাকার রবে
 কাদে এক নারী অভাগিনী ।
 ‘আজ্ঞায় চলি’ শিষ্য নারীর উদ্দেশে,
 দেখা পেয়ে কহিল তাহারে,
 “হেন শোক হয় শুধু মহা-সর্বনাশে,—
 হাঁগো মাতা, হাঃয়েছ কারে ?”
 নারী কহে, “যা’ কহিলে সত্য সে-সকলি,
 বাবের কবলে গেছে স্বামী,
 পশুর গেছেন, গেছে নয়ন-পুতলি
 পুত্র-মোর ; ‘আছি শুধু আমি ।’”
 “তবু তুমি দেশ ছেড়ে যান নাই চলে’ ?”
 জিজ্ঞাসিল কংফুশিয়ো মুনি ;
 “সে কেবল স্ত্র-রাজার পাখো ‘আছি ব’লে।’”—
 উত্তরিল নারী । তাহা শুনি’
 শিষ্যদলে ‘ডাকি’ মুনি কহিলেন শেষ,—
 “বাস্তু হু’তে ভয়ঙ্কর কু-রাজার দেশ ।”

তীর্থ-সলিল ।

রাজার প্রতি ।

রাজন্ ! যদি হৃদিতে চাও মলীয়ে নিরবধি,
বৎস সম পালন কর সবে ;
প্রজায় যদি তুষ্ট কর,—পুষ্ট কর যদি,
রাজা তোমার কল্ল-ধেহু হবে ।

ভট্টহরি ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

(ইংলণ্ড)

রাজারে রক্ষা কর কর ভগবান্ !
রাজা আমাদের হউন আনুগ্ৰাহান্ !
জয়ী কর তাঁরে, দাও তাঁরে ষশ,
দাও দাও তাঁরে বিমল হরষ,
স্বপ্নে শান্তিতে রাজ্য করুন্ এই কব ভগবান্ !
জাগ, জাগ, প্রভু ! জাগ, জাগ, ভগবান্ !
শত্রু দলিতে হও হে অধিষ্ঠান ।
নষ্ট কর হে শত্রুর ছল,
নাশ হুস্তের বুদ্ধি ও বল,
হে চির-শরণ, বিপদে মোদের অভয় কর হে দান

তীর্থ-সলিল ।

ভাঙারে তব যা আছে শ্রেষ্ঠদান,
সদয় হৃদয়ে দেহ তাঁরে ভগবান্ ;
রাজ্য আমাদের বিধি ও বিধান
বজায় রাখুন ; হে কৃপা-নিধান !
মোরা যেন সদা মনে মুখে তাঁর গাহি মঙ্গল-গান ।
কেরি ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

(নরোয়ে)

নক্ষা-মথিত সাগরোপিত
ভালবাসি এই দেশ,
হোক বজুর,— আকর্ষণের
তব্ তার নাহি শেষ ।
ওগো ভালবেসো, তারে ভালবেসো,
না ভুলি' পূর্ব-কথা,
ভুলো না মোদের 'সাগা'-সঙ্গীত,—
স্বপ্নময়ী সে গাথা ।
বীর সৈন্তের সহায়ে হ্যারাল্ড্
এই দেশ বাঁচায়েছে,
হাকন্ রক্ষা করেছে, ইতিও
গান তার গেয়ে গেছে ;

ভীৰ্শ-সলিল

রক্তে এঁকেছে ক্রুশের চিহ্ন
নিশানে ওলাফ্‌ রাজা,
স্বপ্নার ভেঙেছে 'তণ্ডামী,—ভয়
করে নি পোপের সাজা ।

নস্‌মান ! তুমি যেখানেই থাক
গাহিয়ে তাঁহাব জয়,
জয়ো যিনি তোমা' করেছেন যবে
জয়ে ছিল সংশয় ।

পিতৃগণের বীর জল্পনা,—
মায়েদের ঔঁগিজল—
পত্তা মোদের কঁড়েছে বিশদ.
অধিকার অবিলম্বে !

বটে গো আমরা বাসি ভাল এঠ
ঝঙ্কা-মথিত দেশ !

হোক বজ্র,— মায়ামন্দের
তব্‌ তার নাহি শেষ !

পূর্বপুরুষ যুঝিল যেমন
দেশের মুক্তি-তরে,
দাক পড়িলেই মোরাও সকলে
যুঝিব তেমনি ক'রে ।

বিগবনস্‌টারনে বিগবনস্‌নু ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

(ফ্রান্স)

করাসী ভূমির সন্তান সবে আয় রে আয় রে আয় !

কীৰ্ত্তিলাভের শুভ অবসর যায় রে বহিয়া যায় ।

অত্যাচারের উত্তত ধ্বজা রক্তে করিয়া স্নান,

আমাদের 'পরে বৈর সাধিতে হয়েছে অধিষ্ঠান !

তিনিহি কি সবে কি ভাষণ রবে কাঁপায়ে জলস্থল

দম্ভের ভরে গর্জন করে শত্রু-সৈন্ত-দল ;

তারা যে আসিছে কেড়ে নিতে বলে তোমার সকল ধন,

গ্রাসিতে শত্রু-ক্ষেত্র, নাশিতে পুত্র ও পরিজন !

ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক, বাধ দল, বাধ দল !

চল রে, চল রে, চল !

স্বপ্না শোণিতে হ'বে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্র-তল !

বিশ্বাসঘাতী ক্রীতদাস-দলে জিহ্বাস' কিবা চায় ?

ওই অতগুলি রাজার জটলা কেন না আজি হেথায় ?

কিসের জন্ত স্বপ্না শিকল হইতেছে নিম্নায় ?—

যুগ যুগ ধ'রে কাহাদের তরে ?—আজি ল'ব সন্ধান ।

আরে অপমান ! করাসী ! করাসী ! সে নাকি মোদেরি তরে !

করাসী ! করাসী ! এ কি গো সহসা ! এ কি আজি অন্ধরে !

তীর্থ-সঙ্গিন ।

এ কি উল্লাস ! আমরা প্রথম সাহসে করিয়া ভর,
ধাৰ্য্য করেছি দাস্ত-নিগড় ছিঁড়িব অতঃপর !
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক, বাঁধ দল বাঁধ দল !

চল রে, চল রে চল !

স্বর্ণ্য শোণিতে হবে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল !
একি অভাগ্য ! একি অপমান ! বিদেশীর দল এসে
বিধি ও বিধান করে বাবস্থা ফরাসীর এই দেশে !
এ কি অপমান ! অর্থের লোভে বিদেশী সৈন্য যত
ফরাসীর বল ধূলিলুপ্তিত করিতেছে অবিরত ।
ওগো ভগবান্ ! এমনি করিয়া রহিব কি চিরকাল ?
নত মস্তকে বহিব লাঙ্গল, হাতে শৃঙ্খলজাল ?
খাহারা স্বর্ণ্য বাহারা অধম—তাদেরি বাড়িবে বণ ?
ভাগ্যবিধাতা হ'বে কি মোদের অত্যাচারীর দল ?
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক, বাঁধ দল, বাঁধ দল !

চল রে, চল রে, চল !

স্বর্ণ্য শোণিতে হবে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল !
ভয়ে কেঁপে মর ; বিশ্বাসঘাতী অত্যাচারীর দল !
সকল দলের তোরা কলঙ্ক, সবার স্বর্ণ্য স্থল :
ভয়ে কেঁপে মর ; সময় এসেছে, পাবি তোরা এইবার
পিতৃদ্রোহের ফন্দীর বাহা ধোঁগ্য পুরস্কার !
ভোদের সঙ্গে য়িবিতে দেশের সকলেই আজি সৈন্য,
যদি হত হয় !—কি ভয় ? মোদের লোকের নাহিক দৈন্য ;

তীর্থ-সলিলঃ

এ মাটি আবার দিবে উপহার প্রসবি' নৃতন বীর,
তারাত্ত তৈয়ার হইবে যুঝিতে, তারাত্ত তুলিবে শির ;
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক, বাঁধ দল, বাঁধ দল ।

চল্ রে, চল্ রে, চল্ !

দুগ্ধ শোণিতে হবে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল !
আমরা ফরাসী,—পালন করিব বীরের ধর্ম্ম মত,
বীরের মতন করিব আঘাত, সহিব বীরের মত !
যারা বিপক্ষে যুঝিছে মোদের লজ্জা-জড়িত মনে,
অভাগা তাহারা ; তাহাদের মোরা ক্ষমিব হে প্রাণপণে ।
কিন্তু এ দেশে রক্ত-পিপাসু দম্বা যে-সব আছে,—
যারা 'বুটের' পাতকের ভাগী—ফিরে তারি পাছে পাছে,
শাদ্দুল সম যারা নিশ্চম, নাহি প্রাণে মমতাই—
আপন মায়ের বুক চিরে বারা, তাহাদের কমা নাই ।
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক, বাঁধ দল, বাঁধ দল ।

চল্ রে, চল্ রে, চল্ !

দুগ্ধ শোণিতে হবে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল !
আমরা পশিব একে একে একে কন্মক্ষেত্র-মাঝে,
যখন মোদের জ্যেষ্ঠের দল দেখিব বিরত কাজে ;
পশিব ক্ষেত্রে, দেখিব তাঁদের দেহ-অবশেষ ধূলি,
গুণের চিহ্ন দেখিব চক্ষে দেখিব কীর্ত্তিগুলি ;
তাহাদের ধারা রাখিব আমরা—শুধু বেঁচে থাকা নয় ;
তাদের মতন সমাধি যেন গো আমা-সনাকার হয় ।

ভীৰ্খ-সলিল ।

আমাদের হ'বে সেই গৌরব তুলনা বাহার নাই,
অত্যাচারের রুধিবারে গতি, না হয় মরিব ভাই ;
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক, বাধ দল, বাধ দল ।

চল্ রে, চল্ রে, চল্ !

স্বপ্না শোণিতে হবে কি সিন্ধু মোদের ক্ষেত্রতল !

জন্মভূমির নিৰ্ম্মল প্রেম ! ওগো চির-সম্মল !

তোমার শত্রু নাশে উত্তত ; এ বাহুতে দেহ বল ।

ওগো স্বাধীনতা ! প্রিয় স্বাধীনতা ! হও ত্বরা পরকাশ :

আমাদের সাথে মিলিয়া আপন শত্রু করহ নাশ ;

দাঁড়াও আসিয়া আমাদের এই জয়-পতাকার ছায়,

ভৈরব রবে উচ্চার' শাক্তি তোমার সে ঘোষণায় !

হিংসায় জলে' মেন মরে' যায় তোমার শত্রুচয়,

আমা-সবাকার গৌরব দেখি'—তোমার দেখিয়া জয় ।

ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক ! বাধ দল ! বাধ দল !

চল্ রে, চল্ রে, চল্ !

স্বপ্না শোণিতে হবে কি সিন্ধু মোদের ক্ষেত্রতল !

রুজে দেলিল ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

(রুঘিয়া)

সকল ভয়ের ভয় ভূমি প্রভু ! তোমায়ে নমস্কার :

বজ্র তোমার রণ-দৃশুভি, বিদ্যাত্ত তরবার !

তীর্থ-সঙ্গীত।

তোমার রাজ্যে করুণা তোমার হউক সুধিমান,
শাস্তির ধারা বর্ষণ কর কালে কালে ভগবান্ !

হে কৃপানিধান ! তোমার বিধান জগৎ ভুলিছে হার,
তোমার নিদেশ ঠেলিছে মানুষ এতাহ পার পার ;
কুদ্র তোমার ক্রোধ জেগে উঠে না যেন দহে গো গ্রাণ,
শাস্তির ধারা শিরে আমাদের বরিষ হে ভগবান্ !

প্রতিশোধ তুমি শোধন করিছ, বল তব বৈভব,
অজ্ঞাতে কর বিচার সবার দেখ অলক্ষ্যে সব !
কৃপায় মোদের রক্ষা কর হে বিপদে পরিগ্রাণ,
শাস্তির ধারা বর্ষণ কর কালে কালে ভগবান্ !

জাতীয় সঙ্গীত ।

(হস্তেরি)

দেশের দেশের ডাক শোনো ওই,

ওঠ, ওঠ, ম্যাগিয়ার !

এই বেলা যদি পার ত পারিলে,

নহিলে হ'ল না আর ।

মুক্ত হ'বে ? না,—রহিবে অধীন ?

বুঝি চিনে লও পথ,

‘ম্যাগিয়ার আর র’বে না অধীন’

করিত্ত এই শপথ ।

তীর্থ-সলিল ।

আমরা সকলে করিহু শপথ
ল'য়ে দেবতার নাম,
আর রহিব না অধীন,—হে প্রভু !
পুরাও মনস্কাম ।

পেটোফি ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

(মিশর)

ওগো নীল-নদ-প্লাবিতা ধরণী ! আমি ভালবাসি তোরে,
ওই ভালবাসা ধর্ম আমার,—আমার পুণ্য ওরে !
হে মিশরভূমি ! গরীবসী তুগি, তুমি মহিমার ধাম,
অবৃত যুগের জননী, এ দেহ তোমাতেই সঁপিলাম ।
কত কৌর্তির শ্মশান তুমি গো, পুণ্য মিশরভূমি ;
তব সজ্ঞানে যে করে পীড়ন তারেও গ্রাসিবে তুমি ;
আকাশের তারা উপাড়িতে কভু সম্ভব যদি হয়,
আমাদের আশা নিষ্প্রল করা সম্ভব তব নয় ।
যুগের নিদ্রা করি' পরিহার জেগেছি চলিতে আগে,
বিধির দত্ত মোদের স্বত্ব পুরোভাগে ওই জাগে ;
অতীতে স্বরণ কর দেশবাসী ! হুলো না ভবিষ্যৎ,
মোদের সহায় ধর্ম আছে'ন উজ্জলি' মোদের পথ ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

(ঋগ্বেদ)

রথের আগে ইন্দ্ৰের তেজ, মোরা পূজা করি তার ,
আমরা অটল শত্রুর বাহে ইন্দ্ৰেরি মহিমায় ;
তিনি আহ্বান শুহুন্ মোদের পূর্ণ রাখুন তুণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অধম ধনুগুণ ।

নিঃশেষে হত শত্রু যাহার মোরা তাঁর গাহি জয়,
আদেশে সিদ্ধ দেশে দেশে পায়, মেঘে বর্ষণ হয় ;
বিশ্বের ধন কর হে পোষণ, পূর্ণ রাখ হে তুণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অপটু ধনুগুণ ।

অরাতির চোখে কভু আমা'সনে দেখ না দেখ না দেব !
হিংস্র জনের মাথায় বজ্র কর প্রভু নিক্ষেপ ;
বসুধার বসু দান কর আর পূর্ণ রাখ হে তুণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অধম ধনুগুণ ।

আমাদের আরু লক্ষ্য করিয়া যারা ব্যাঘ্রের প্রায়
ফিরিছে নিরত, আমাদেরি পারে নত কর তা-সবায় ;
তুমি যে বিবাহ, শক্তি অবাধ, মোদেরো পূর্ণ তুণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অপটু ধনুগুণ ।

শত্রু মোদের হউক সনাতি, দস্তু অথবা দাস,
আকাশের মত ছেয়ে ফেলে'সবে নিঃশেষে কর নাশ ;

স্বীকৃতি-সঙ্গীত ।

কর অভিভূত তাদের নিয়ত, মোদের ভর হে তুণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক্ অধম ধনুগুণ ।

হে দেব ! তোমার অনুগত মোরা, তোমার শরণ চাই,
হে সখা ! সকল পাপ ত্যজি' যেন পুণ্যের পথ পাই ,
বন্দনা করি' মোরা প্রাণ ভরি', তুমি দেহ ভরি' তুণ ;
হীন শত্রুর হউক ছিন্ন অপটু ধনুগুণ ।

সেই বিদ্যাটি শিখাও মোদের যার বলে অনিবার
হ্রাহিতে পারি হে ধরণী-ধেমুর অফুরান্ ক্ষীরধার :
যাহাতে বুদ্ধি যাহাতে সিদ্ধি যাহাতে ভরে হে তুণ,
যাতে অক্ষয় চিরদিন রয় মোদের ধনুগুণ ।

রাজর্ষি স্তবাস ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

(ভারতবর্ষ)

বন্দনা করি মায় !

সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্রামলা, চন্দন-শীতলায় !

যাহার জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রি,

যাহার ভূষণ বনকুলপাতি,

সুহাসিনী সেই মধুরভাষিনী—সুখদায়—বরদায় !

বন্দনা করি মায় ।

সপ্তকোটির কণ্ঠনিবাস বাহার গগন ছায়,
 চৌদ্দটা কোটি হস্তে বাহার
 চৌদ্দটা কোটি ধ্বত তরবার,
 এত বল তাঁর, তবু মা আমার অবলা কেন গো হার ?
 বন্দনা করি মায় ।

বক্ষিতব্য ।

চিঠি ।

হিন্দুর 'পরে নির্ভর করে হিন্দুর যত আশা,
 তবু মহারাণা ভুলিয়া আছেন তাহাদের ভালবাসা !
 রাজপুতনার যত সর্দার পৌরুষহীন আজ,
 রাজপুতনার কুল-ললনার গেছে সম্মম-লাজ ।
 আকবর শাহ সমভূমি সবে করিয়া ফেলিল প্রায়,
 সবার দৃষ্টি আজিকে কেবল প্রতাপের মুখ চায় ।
 আকবর শাহ দালাল হয়েছে রাজপুতনার হাতে,
 সগারে কিনেছে ; প্রতাপে কিনিতে ধন নাই তার মাটে ।
 রাজপুতকুলে অন্য লভিয়া মান কে হারাতে চায় ?
 তবুও সে ধন অনেকেরি গেছে বিকায়ে নৌরোজায় ।
 যবে একে একে হ'বে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠরঙ্গহীন,
 চিতোরের নারী আসিবে কি রাণা এই হাতে কোনোদিন ?
 অর্থ গিয়েছে, রাজ্য গিয়েছে, তবুও প্রতাপ রায়
 পরম যতনে আছেন নিরত সে নিধির রক্ষায় ।

নিরুপায় হ'বে অনেকে গিয়েছে, অপমানে অর্জ্বর,
 সে কালিমা মুখে মাখে নাই শুধু হামির-বংশধর ।
 প্রতাপ কোথায় এত বল পায় লোকে জিজ্ঞাসা করে,
 শক্তি তাঁহার তরবারে আর বীরোচিত অন্তরে ।
 মানুষ-হাটের এ দালাল কিছু রহিবে না চিরকাল,
 মরিতে হইবে ; তখন দেশের দূরে যাবে অঞ্জাল :
 সে দিন সবারে হ'বে বাহিরিতে প্রতাপের সন্ধান,
 বীর্যের বীজ হইবে রোপিতে বিজন রাজস্থানে :
 তুমি শুধু জানো মান বাঁচাইতে, তাই সবে মুখ চায়,
 দেশের গর্ব কর প্রতিষ্ঠা অভিনব মহিমায় ।

পৃথ্বীকবি (বিকানীর)

স্বদেশ-বন্দনা ।

(আমেরিকা)

স্বদেশ ! আমার মাতৃভূমি !
 স্বাধীনচেতার ধাত্রী তুমি ;
 সবে গাহি তোমার জয়-গান ।
 পিতৃগণের পুণ্য-ভবন,
 আর্যগণের গৌরবের ধন,
 সকল বনই জাগাক্ ধ্বনি
 স্বাধীনতার তান ।

তীর্থ-সঙ্গিনী ৩

স্বদেশ ! আমার জন্মভূমি !

স্বাধীনতার ধাজী তুমি,

ভালবাসি মধুর তব নাম ;

ভালবাসি গহন তোমার,—

তোমার নদী, চৈত্যা, বিহার,

প্রেমোন্মাদে হৃদয় আমার

আকুল অবিরাম ।

স্বরে বাতাস উঠুক ভ'রে

সকল বনে বাজুক ফিরে

সুধাময় স্বাধীনতার গান ;

সকল মুখে ফুটুক বাণী,

মিলুক এসে সকল প্রাণী,

মোনী গিরির প্রতিধ্বনি

দীর্ঘ করুক তান ।

পিতার পিতা ! বিশ্বপাতা !

স্বাধীনতার জন্মদাতা !

মোরা তন চরণে গাই গান,

স্বদেশ মোদের যুগে যুগে

গাকুক স্বাধীনতার স্মৃতি,

তোমার বলে রাজ্যধিরাজ !

হোক সে বলীমান্ ।

পদস্ব বন্ধুর প্রতি ।

না হে বন্ধু, কাজ নাই আর, অভাব আমার নাইক বড় ;
তোমার 'ভালাই' নিয়ে তুমি অন্ত কোথাও স'রে পড় ।
রাজবাড়ীর উচ্ছিষ্টগুলো তোমার হয় ত' লাগে ভাল ;
দোহাই তোমার,—আমীরী জাল আমার তরে কেন গড় ?
ভালবাসার বস্ত্র সোহাগ আমি কেবল চাই রে ভাই ;
'খুব আমুদে সঙ্গী হ'জন—মনের মতন যদি পাই ;
পরিশ্রমের অন্ন ছ'টি নিজের ঘরে খাব খুঁটি' ;
'মস্ত হ'বার বাস্তবতা নাই'—ভগবানের হুকুম তাই ।

(আমি) আপন মনে পথে পথেই গেয়ে বেড়াই প্রতিদিন,
তোমাদের জাঁকজমকগুলো করবে আমার ভরসাহীন ;
নিয়তির উচ্ছিষ্ট যদি ভাগো পড়ে নিরবধি,
বলব "আমি যোগ্য নহি—আমি যে ভাই অতি দীন ।"
আপনি খেটে আপন হাতে আনুবো খুঁটে যা' কিছু পাই,
সবার চেয়ে বেশী রকম এইটে আমার সাজে রে ভাই ;
যা' হোক আমার ভিক্ষা-ঝুলি কথ'খনো হ'বে না খালি ;
'মস্ত হবার বাস্তবতা নাই'—ঈশ্বরেরও হুকুম তাই ।

সেদিন আমি স্বপ্নে দেখি,—উড়েছি ওই নীল আকাশে,
সেখান হ'তে জগৎ পানে দেখ'ছি চেয়ে বিষম ত্রাসে,—

বিশাল এক জীৱন্তের নদে যায় রে ভেসে পদে পদে
কত রাজা, সৈন্ত কত,—কতই জাতি ঘোর হতাশে !
শুক হলাম শব্দ শুনে,—অরধনি সেইটে ভাই !
দেশ-বিদেশে একজনের নাম চল ধরে শুন্তে পাই ;
ওগো মন্ত লোকেরা সব ! তোমাদেরও হয় পরাভব !
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন'—ভগবানের হুকুম তাই !

যা' হোক তা' হোক সবার আগে তোমাদেরি ধন্ত বলি,
ওগো মোদের কন্মপটু রাজা-তরীর নাবিকগণি !
পরস্পরের শান্তি-সুখে পরস্পরে দিচ্ছ ফুঁকে,
ভগ্নতরীর একটা দিকে পড়ছ ফুঁকে সবাই মিলি' !
কূলে থেকে বলছি আমি—'ভালা রে মোর ভাই রে,
যা' করেছ খুব করেছ,—এমনি ধারাই চাই যে !'
তার পরে ফের রোদ্দ্রে ব'মে বোদ পোহাতে থাকব ক'সে,
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন'—ঈশ্বরেরও হুকুম তাই !

স্বপ্নে আর চন্দনের কাঠে পুড়বে তুমি বুকেছি বেশ,
সু'দ্রী-কাঠের চিতায় শুয়ে আমি হ'ব ভ্রমশেষ ;
তোমার শেষ-পালক ধ'রে আমার উজীর চলবে গিরে,
আমি যাব বাঁশের দোলায় নিয়ে আমার কাঙাল-বেশ ।
মরণ কিন্তু মরণই—ঐ তোমারও যা' আমারও তাই ;
তোমার মশাল জল্লো না, আর আমার এদীপ নিব্লো, রে ভাই ।

ভীষ্ম-সংলাপ ।

তফাৎটা যা' দেখ'চি খাটে, চক্ষনে আর হুঁদরী-কাঠে ;
'উচ্চ আশায় নাই প্রয়োজন'—ভগবানের হুকুম তাই ।
তাই বলি ভাই আবার আমি মনের মতন হ'ব, ওরে,
চ'লে যাব জন্মের মত সেলাম ক'রে আড়ম্বরে ;
তোমার এ-সব রঙীন দেখে বাইরে ভাই এসেছি রেখে'—
ছেঁড়া আমার চটিটা আর ভাঙা আমার বাঁশীটিরে ।
আমি আমার বাঁশীর মত সমান স্বাধীনতাই চাই,
তাতে তোমার রঙীন-কাচের ঘরের কোনো ক্ষতিই নাই :
স্বাধীনতার বিজয়গীতি গাইব মোরা পথে পথে,
'মস্ত হবার ব্যস্ততা নাই' জীষ্মেরও হুকুম তাই ।

অবিচার ।

তথ্যুগে হাওয়া গুমরি' কাঁদে রে,
কথার অতীত বাণী তার :
হুজুয় হাওয়া,—যখন বাজে রে
মেঘ-মৃদঙ্গ অনিবার ;
স্কন্ধ পবন অশ্রু-বিকল,
নগ্ন কানন মসী-শাখাদল,
গিরি-গহ্বর বিহ্বল জল
স্রব' জগতের অবিচার !

পুণ্যের ক্ষয় ।

দেবতার মধ্যে এবে এ অধম দেশে

আশাদেবী আছেন কেবল,

অন্ত সবে সুরেকুর স্বর্ণচূড়া বাহি’

গেছেন তাজিয়া ভূমণ্ডল !

অস্তহিত ধর্মদেব সত্যদেব সহ,

শ্রী গিয়েছে, ধী গিয়েছে চ’লে,

এ ভীকুর দেশে শুধু ধর্মভীকু নাহি,

প্রতিজ্ঞা পালিতে এরা ভোলে ।

দৃশ্যচারিত্র হুজুনেরে করিতে বরণ

নারীদের দ্বিধা নাহি আর ।

পাত্র ধনী ?—ধন করে কলঙ্কমোচন,

সুৎসিতে স্তম্ভরে একাকার !

কুবেরের যুগে বলি পড়ে জোড়া জোড়া

লুক, নীচ, কুকুরী কুকুর,

পুণ্যের প্রাচীন যুগ অতীতে বিলীন,

জ্ঞান ধর্ম হ’য়ে গেছে দূর ।

বিয়োগিন্দু ।

ভীৰ্ঘ-মলিল ।

বন্দীর প্রার্থনা ।

বন্দী মোরা,—মোরা ভাগ্যহীন ;
ভগবান্ ! দাও হে সুদিন ।
কর প্রভু শৃঙ্খল মোচন,—
দূর কর অধর্ম্মাচরণ ;
ল'য়ে চল উষার মন্দিরে,
স্নিগ্ধ শাস্ত স্বর্গনিদী-তীরে ;
ল'য়ে চল আনন্দের চিরনিকেতনে,
ল'য়ে চল শান্তিধামে,—সাম্বনা-ভুবনে ;
শোনো প্রভু মোদের প্রার্থনা,
প্রভু মোরা হয়েছি ব্যাকুল ;
হুর্ভাগার—বন্দীর প্রার্থনা,
দয়াময় হও অমুকুল !

সিদ্ধিভিত্ত !

উদ্দোপনা ।

ওহো ! দেখ দাবানল জলিল অন্তরে !
লক্ষ লক্ষ অট্টহাসে ছাইল কানন ;
অশ্রু মোর তীরবেগে ছোটে বায়ু-তরে ।
এ বাহু কিনেছে নাম যুদ্ধে অগণন ।

ভীষ-সঙ্গিনী

ওহে ভাই, দূর কর নিজা, তব্রা সব,
উদয়গিরির দিকে চল মোর সাথে,
আঁধারে মগন দেশ, নিম্পন্দ নীরব,
অরুণ-কিরণ মোরা পাৰ পথে যেতে !
তপ্তলোহ বন্ধে মোর আবেগের ভরে
উঠিছে হুলিয়া,—তুমি এখনো ঘুমাও ?
অপূৰ্ব পুলকে মোর আঁধি আসে ভ'রে,
ছুটেছি জ্যোতির দিকে উধাও, উধাও !
উঠ ভাই ! জাগ ভাই ! নহিলে এখনি
জাগাবে বিঘার্চি বায়ু-দংশিয়া সম্মনে ;—
পুড়িবে কপাল, শিরে পড়িবে অশনি,
বরণ করিতে হ'বে বিফল মরণে ।

ব্যান্ধিগ গোৰ্গি ।

মানুষ ।

পথ দেখিয়ে যায় গো নিরে
এমন মানুষ কই ?
বাক-চাতুরী করবে না যে
ব্যাকুল হবে হই ;
কোথায় আজি কাজের কাজী
তেমন মাঝি কই ?

ভীর্ণ-সজিলা।

তুই আছে যেজন মনে
 সত্য-মহিমায়,
দীর্ঘ নিশি দেশে যখন
 ডুবায় কালিমায়,
তখনো যেই জান্ছে মনে
 তপন সে কোথায়।

হঠাৎ লড়াই বাধিয়েছ, তাই
 দিব না হায় দোষ ;
হুণি জয়ী তাতেও তেমন
 হইনি অসন্তোষ ;
সৈন্য এত নষ্ট হ'ল
 করিনি তায় রোষ ;

তবে যে ওই চিত্ত লঘু
 গুরেই করি ভয়,
নেতা যেজন বাঙ্গ করা
 তার কি উচিত হয় ?
নটের মত ভঙ্গী—ও ত
 রণভূমির নয়।

পরাজয়ের জগৎ কায়েত
 দিই নে অপরাধ,

তীর্থলিপির

মৃত্যুর সংখ্যা দেখিয়ে দিচ্ছে
নাহি মোঘের সাধ ;
শুধু অধীর করে হে বীর !
লঘু বিসম্বাদ ।

দেশের লোকে তেজের বাণী
শুনতে হবে চায়,—
অপমানে চক্ষে মুখে
আপ্তন বাহিরায়,—
তখন দলাদলির গোলে
বাস্ত হ'লে ৮- ভায় ।

উদ্ধত যার হয়নি বাহ
নাইক এমন লোক,
সাহার দিকে তাকিয়েছি হায়
ঝলসে গেছে চোখ ;
তোমরা শুধু বুঝলে না ক'
দেশের হুঃখ শোক !

যায় গো নিয়ে পথ দেখিয়ে
এমনি মানুষ চাই,
কাঁদলে ব্যথায় বাক্‌চাতুরী
করবে না যে ভাই,

ভীষ্ম-লিলা ।

নিগুণ মাঝি চাই গো আজি

কাজের কাজী চাই !

ষ্টিকেন্ কিলিপ.স্।

ইতালির প্রতি ।

ইতালি ! ইতালি ! এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়,
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে নিরাশার কালিমায় ;
এমন ভাঙ্গা কেন করেছিলে ? করেছিলে কোন্ পাপ ?
অপরের বর অদৃষ্টে তব কেন হ'ল অভিষাপ ?
হ'ত ভাল যদি হ'তে কুৎসিত, অথবা সে হ'তে বলী—
ভয়ে আসিত না, ভালবাসিত না, চরণে যেত না দলি' ।
রূপের গরিমা, বহিমা তোমার পলে পলে তবু, হায়,
আত্ম-কলহে প্রত্যহ আজি তিলে তিলে ক্ষয় পায় ।
হ'লে রূপহীনা সহিতে হ'ত না বর্কর অভিযান,
গিরি লজ্জিয়া আসিত না 'গল্' রক্ত করিতে পান ,
তা' হ'লে এ ছবি দেখিতে হ'ত না, মরিতে হ'ত না লাজে,
শরের অস্ত্র হস্তে ধরিয়া তুমি ভ্রম' রণ-মাঝে !
কেন যে এ রণ জান না কারণ,—তবুও যুঝিছ, হায়,
অর পরাজয় সমান তোমার চির-শৃঙ্খল পায় !

ফিলিস্তিন।

মৃত্যুঞ্জয় ।

প্রতি জনে যোগ্য কন্দ, প্রতি জনে যোগ্য পুরস্কার,—
ভাগ্য রহে দিতে ;
যে গোষে বিখের প্রাণ, বিসর্জন কর' আপনার,—
মরে সে বাঁচিতে ।

সুইন্‌বার্‌ন ।

যথালভ ।

হৃদয় চাহিয়াছিল নিধি ;
নিরখি' সে আনন্দ অপার !
পূর্ণ ধন নাহি পাই যদি
বা' পেয়েছি,—প্রচুর আশার ।

টল্টল ।

তীর্থ-সলিল ।

কাসী উদ্ভট ।

জিজ্ঞাসি' বৃষ্টিকে ধীরে ধীরে,—
গীতে কেন এস না বাহিরে ?
বিছা বলে—‘গ্রীষ্মে বড় কয়েছি সুকাজ,—
তা' বাহির হ'ব আজ !’

জিজ্ঞাসিহু বুড়া-বিপত্রীকে,—
কেন তুমি কর না ক' নিকে ?
“বৃদ্ধার রূপ বড়ই ঠেকে ফিঁকে ।”
“অর্থ আছে বালা-নারী লহ ।”
“বৃদ্ধা যদি আমারি অসহ,
বালা কেন চাইবে বুড়ায় ? কহ ।”

সাদি

নিশীথে

কতদিন নীরব নিশীথে,
নিদ্রা যবে নাগপাশে বাধিবারে চায়,
স্মৃতি এসে জাগায় চকিতে
দু দিন গিয়েছে তাঃ নবীন আলস্য :

তীর্থ-সঙ্গিনী

সেই হাসি, অশ্রু, গীতি,
 সেই কৈশোরের স্মৃতি,
 প্রণয় নিয়ত কত নাচাত হিয়ায় ;
 যে চোখে জলিত জ্যোতি
 আজি সে মলিন অতি,
 ভেঙে গেছে ফুল প্রাণ এবে নিরাশায় !
 এমনি রে নীরব নিশীথে,
 ঘুমের বাধনে যবে বাধিবারে চায়,
 তৃপ্ত-স্মৃতি জাগায় চকিতে
 অতীত দিনের ছবি নবীন আভায় !
 মনে পড়ে যখন আবার,—
 অটুট বাধনে বাধা বন্ধ-সমুদয়
 একে একে সম্মুখে আমার
 শিশিরে পল্লব সম স্বারে গেছে হায়,—
 মনে হয় যেন আমি
 একাকী মন্দিরে ভ্রমি'
 উৎসবান্তে যবে সবে লয়েছে বিদায়,—
 শুকায়েছে ফুলহার,
 প্রদীপ জলে না আর,
 একা আমি,—আর কেহ নাটক দেখায় ।
 এমনি গো নীরব নিশীথে,
 নিদ্রা যবে নাগপাশে বাধিবারে চায়,

তীর্থ-ললিত

স্বতি এসে জাগায় চকিতে
অতীত দিনের ছবি নবীন আভায় ।

হুঃ ।

বুকের স্বপ্ন ।

আশা নিমেষের ঘোবন-সুপ
ফিরে কর মোরে দান,
বালকের মত হাসি আরবার,
চাহি না বুড়ার মান ।
দূর হ' কালের লুপ্তিত ধন,
যশের মুকুট নাও,
যায় ছিড়ে থাক জ্ঞানের লিখন,
অরক্ষজা ভেঙে দাও ।
শিরায় শিরায় অনল-উৎস
কৈশোর এসে ফিরে,
দিক ভালবাসা, কীর্তির আশা
মদির স্বপনে ঘিরে ।
শুনিল দেবতা প্রার্থনা মম,
হাসিয়া কহিল ধীরে,
“এখনি তোমার কামনা পূরিবে,—
যদি হাত রাখি শিরে ।

তীর্থ-সলিল ।

“কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, এর

রাগিতে চাহ কি কিছু ?

কামনা তোমার পূরাতে সময়

এখনি হটিবে পিছু !”

আহা প্রাণাধিকা পল্লীরে ছেড়ে

কে বল বাচিতে পারে ?—

পারি না ছাড়িতে প্রিয়ারে আমার,

রাগিতে দিবে কি তারে ?

লইল দেবতা স্বর্ণ-লেখনী,—

ডুবাইয়া জোছনাতে,—

লিপিল—“বালক হইবে আবার

পতি হ’বে তারি সাথে !”

“নাহি তবে আর প্রার্থিত কিছু ?—

এখনি বালক হ’বে,

বয়সের সাথে না কিছু পেয়েছ,—

মনে রেখ সব যাবে ।”

এহ দেখি,—আহা ! কত আনন্দ

জনক-জীবনো মরি,

পুত্র হুহিতা, —তাহাদের হায়,

তেয়াগ কেমনে করি ?

ফেলিয়া লেখনী মধুর হাসিয়া

দেবতা কহিল—“হায়,

ভীষ-সলিল ।

বালক হইয়া পিতা হ'তে চাও !

বলিহারি কামনার !”

আমি হাসিলাম, —ভাঙিল স্বপ্ন

হাসির আবেগ-ভরে,

লিখিমু কাহিনী তরুণ-পর্যায়

প্রবীণ জনের তরে ।

অলিভার ওয়েডেল হোমস্,

বুদ্ধের যৌবন-স্বপ্ন ।

বুড়া হ'য়ে যৌবন যে চায়,

বল তারে 'ওগো মহাশয়,

বে কন্ঠ্য করেছ তার এই যোগ্য বেশ, পরিচয় !

তবে: কেন মিছামিছি আর

আপন লজ্জার কথা তোলা বারম্বার ?

মরণেরে কেন ভয় করা ?

এখন ত দেহে মোর জরা ;

প্রিয়জন কত গেছে: আগে, কাঁচা চুলে চলে' গেছে তারা ।

‘আর আমি ভেবে হ'ব সারা ?

পাগল না হ'য়ে তবু পাগলের পারা !

তীর্থ-সঙ্গিনী ।

মাহুয ত বালুকার ধর,
ভাঙিছে গড়িছে নিরন্তর ;
ভাল ক'রে আঁখি মেলে দেখ, —সন্দেহ হবে না অতঃপর ।
নিয়তির চুল্লী কে এড়ায় ?
খুশ্‌হাল, স্বচক্ষে দেখেছে,—
শুক গ্রাম সব সে পোড়ায় !

খুশ্‌হাল ।

দশা-চক্র ।

প্রথমে কাঁদনে ছেলে মায়ের কোলে
যত দুধ খায় তার আধেক তোলে ।
ক্রমে খুসি পুঁথি লয়ে পাঠশালে যায়,
চক্‌চক্ করে মুখ প্রভাতী প্রভায় !
ক্রমশঃ হৃদয়তলে জাগে পীরিতি,
রচিছে হঠাৎ-কবি প্রণয়-গীতি !
মুখ ভরি' নৌক দাড়ি বাড়িয়া ওঠে,
ঘন লাগি' মাথা নিতে সমরে ছোটে !
তার পর বিজয়র,—বেজায় হুড়ি,
পঞ্চায়তে পায় মান,—জ্ঞানের বুড়ি ।

ତୀର୍ଥ-ମାନିମ ।

তাহার পর নড়বড়ে ঠিক যেন সং,
দিনে দিনে ফিরে পায় শৈশবের ঢং !
তার পর ক্ষীণ তনু শয্যাতে লীন,
দৃষ্টিহীন, সংজ্ঞাহীন,—সন্নিহিত দিন ।

শেখ সীতার

চরম-শান্তি ।

প্রথর সূর্য্যের তাপে কি ভয় এখন ?
 ছরস্তু শীতেরে কেবা ভরে ?
 সমাপ্ত হয়েছে কর্ম, পেয়েছ বেতন,
 গেছ চলি' আপনার ঘরে ।
 স্বর্ণ জিনি' বর্ণ যার সে জনও নিশ্চয়,
 ধাক্কাড়ের সঙ্গে হবে ধূলি-মাঝে লয় ।
 অত্যাচার নারে আর স্পর্শিতে তোমার,
 আকুটির ভয় নাহি আর,
 এড়ায়েছ অশনের বসনের দায়,
 তুণ তরু সমান তোমার ।
 পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য,—তাও স্তূনিশ্চয়
 এমনি করিয়া হবে ধূলি-মাঝে লয় ।

তীর্থ-সন্নিধি ।

বজ্র-বিদ্যাতের ভয় নাহি, নাহি আর,—

যারে ভয় করে সর্ব জন ;

নিন্দা নারে পরশিতে কিম্বা তিরস্কার,

দুঃখ সুখ সব সমাপন ।

প্রেমিক, প্রেমিকা, হায়, তারাও নিশ্চয়,

এমনি করিয়া হ'বে ধূলি-মাঝে লয় ।

শেক্স-পীয়ার ।

পূর্ণ বিকাশ ।

নারীর গর্ভে জন্ম লভিয়া

কে আছে এমন ভুবনে ?—

ব্যাপ্ত অথবা বানরের ভাব

জাগেনি ক যার জীবনে ?

মাগুম এখানে। অপূৰ্ণ ক্রণ,—

আজ্ঞো বাকী তার অনেকই ;

হ'বে না তাহার নব উন্মেষ

নব নব যুগ সনে কি ?

এখনো যে তার আবছায়া সব,

কত জাতি জীয়ে মরে গো ;—

ত্রিকালদর্শী হেরে,—চিরের

রশ্মিতে ছায়া হরে গো !

তীর্থ-সলিল ।

এইরূপে যবে সবি এক হ'বে,
নির্মল হ'বে দৃষ্টি,
গাহিবে তখন, 'জয় ভগবান্,
মানুষ হয়েছে সৃষ্টি !'

টেনিসম্ ।

নদী-সংবাদ ।

বিশ্বামিত্র ।

তাজি' গিরি-জজ্যায়,
ভাঙিয়া মন্দুরায়,
সাগর-সঙ্গে মিলিতে রঙ্গে চলেছে তটিনী সঘনে
এলায়ে সলিল-পাশ,
শতদ্রু সনে বিপাশ,—
সুন্দরতরু দেখু-যুগ্মক ছুটেছে বৎস-লেহনে !
ইন্দ্র-প্রেরিত রথী,
সিন্ধুর পথে গতি,
ইন্দ্রাভিলাষ-পূর্ণকারিণী বাহিত্ত ধন কর দান ;
একই প্রবাহে হলি'
তরঙ্গে রঙ্গে কলি'

তীর্থ-সঙ্গ

সমান গমনে উন্নি মিলিয়ে সাগরে কর গো অভিযান ;
 বৎস-লেহন কামী
 ধেনু সম দ্রুতগামী
 যেন মিলি দৌহে সন্তান— মোহে চলেছ অধীর গমনে ;
 শতদ্রু মাতার পাশে
 বিপাশা-নদী-সকাশে
 আসিয়া হয়েছি উপনীত আজি—ক্লান্ত হইয়া ভ্রমণে ।
 নদীতীর ।

আমরা রঙ্গে চলেছি,
 সিংহুর দিকে চলেছি,
 ফিরিবার নহে আমাদের গতি ফিরিবার নহে কভু সে :
 কেন বারবার তবে
 ডাকে ঋষি আমা-সবে,
 সব জেনে শুনে কেন অকারণে ডাকে আমা-সবে তবু সে ?
 বিশ্বামিত্র ।

ওগো জলময়ী নদী,
 ক্ষণতরে দৌহে যদি
 পাড়াও,—শুনাই নূতন স্তোত্র প্রাসাদের অভিলষী গো,
 আমি কুশিকের পুত্র,
 রচিব নূতন স্তোত্র,
 বাহে শতধারে ঈপ্সিত সোম ফরি' পড়ে রাশি রাশি গো ?

ভীৰ্ঘ-সলিল ।

নদীদ্বয় ।

নাশিয়া বিরোধী বৃত্তে

নদী ও নদ খনিজে

খনিলা ইন্দ্র বজ্র-আয়ুধ,— চলেছি তাঁহারি নিদেশে,

হ্রাতিমান্ পটুহস্ত

যে কাজে করিলা স্তম্ভ,

তাই সাধিবারে ছুটিয়াছি মোরা,— ছুটিয়াছি দেশে বিদেশে ।

বিশ্বামিত্র ।

বাসবের বীরকর্ম

কীর্তন করা ধর্ম,—

কেমনে ইন্দ্র বজ্রে বিদীনা জলের অরাতি অহিরে ;

বাসবের গাহি জয়,

কেমনে সলিলচয়

আসিয়া মিলিল,—মিলিয়া ধাইল উর্বরা করি' মহীয়ে ।

নদীদ্বয় ।

ওগো ঋষি, ওগো হোতা,

বলিলে আজি যে কথা

ভুলিয়ে না তাহা, উকথ রচিয়া আমাদের ক'রো তুষ্ট,

করি গো নমস্কার,

আমাদের তুমি আর

পুরুষের মত ক'রো না ক'রো না বাচালতা-দোষ-দুষ্ট ।

তীর্থ-সঙ্গিনী ।

বিশ্বামিত্র ।

শোনো গো আমার স্তুতি,

দাও দৌহে অমৃত—

বহুদূর হ'তে এসেছে এজন লয়ে ধন নানা মত ।

তোমাদের যত জল

যাক সে রথের তল,

স্থখে পরপারে যেতে দাও মোরে হও ওগো অবনত ।

নদীধর ।

ওগো ঋষি, ওগো হোতা,

তুনিহু সকল কণা ;

স্থখে হও পার ল'য়ে সে তোমার রথ ও তুরগ মত ;

সন্তানে দিতে স্তন,

পতিরে আলিঙ্গন,

নারী সে যেমন হয় অবনত, রহিলাম তারি মত ।

বিশ্বামিত্র ।

পার-হয় যত নর

ভরত-বংশধর,

ইন্দ্রপ্রেরিত তাহারা তোমার নিদেশে নেমেছে নীরে ;

পেয়েছি গো অমৃত,

রচি' তোমাদের স্তুতি

গাব সব ঠাই থাকি সে যেখাই,—যজ্ঞে যজ্ঞে ফিরে ।

তীর্থ-মঙ্গল

ভরত-বংশধর
পার হ'ল যত নর,
রচি' মনোজ্ঞ উক্খ নবীন করিছেন স্তুতি বিপ্র ;
অন্নদে ! দনপ্রদে !
ক্ষুদ্র নদী ও নদে
পবিত্র জলে ভরিতে ভরিতে চল দেশে দেশে কিপ্র ।
কথ্যেদ, তৃতীয় মণ্ডল, ৩৩ সূক্ত ।

অগ্নি ।

(সামবেদ)

হে চির নবীন ! স্তুতির নিধান ! বিচিত্র তব কাজ !
স্বস্ত তেয়াগি' আহতির লাগি' যজ্ঞে আসিলে আজ !
সুমনসীনা তব জননী অরগি, তাই কি হে অকৃত !
অন্ন মাত্র যৌবন লভি' হ'লে দেবতার দূত !
উপস্থিত ।

নীলনদের বন্দনা ।

জয় নীলনদ ! জয়তু গোপনচারী !
স্বরূপ তোমার প্রকাশ মিশর দেশে ;
আমা-সবাকার তুমিই পালনকারী,
জীবন বাঁচাও কখন নিভুতে এসে ;

নিশিরে তুমিই দিবসে মিশাও আনি',
 তুমি আনন্দে পূর্ণ কর হে প্রাণ ;
 বরষে বরষে জীব জীব প্রাণ দানি'
 নগ্নার জলে ভিজাও সকল স্থান ।
 বরষে বরষে কর রসার্জি দেশ,
 নামিয়া গোপনে স্বর্গ-সোপান হ'তে ;
 ওগো বলি-প্রিয় ! ওগো বিমুক্ত-কেশ !
 শতের ভার নিয়ে এস নীল স্রোতে !
 দেবতা-মাহুষে গাহিছে তোমার জয়,
 সনাই তোমারে ভালবাসে, করে ভয় ।

মিশরের চিত্রলিপি ।

‘মিত্র’-বন্দনা ।

নিজাবিহীন, চির-জাগ্রত, সারা ভূভাগের পতি,
 অদ্বৈত-নেত্র, অদ্বৈত-কর্ণ, মিত্রের করি স্তুতি ।
 সভার মুখা, সত্যের মূল, সুন্দর-কলেশ্বর,
 জ্ঞানের আকর, বলের নিধান, সবার পূজ্যবর !
 যুদ্ধের আগে যোদ্ধারা ধারে বলি ধের উপহার,
 ঘোড়ার পৃষ্ঠে বসিয়া সওয়ার অর্চনা করে ধার,—

ভীৰ্শ-মলিন ।

নিজের জন্ত স্বাস্থ্য মাগে সে, অশ্বের দ্রুত গতি,
প্রার্থনা করে ভীকৃ দৃষ্টি রাখিতে শত্রু-প্রতি ;
মিত্রের বয়ে প্রার্থনা পূরে, শত্রুর হয় ক্ষয় ;
দিবার মতন বলি দিব আজি, গাব মিত্রের জয় !

‘আবেস্তা’ ৬৬।

মৃত্যুরূপা মাতা ।

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আঁবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণা-বায়ু-বেগ !
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দী-শালা হ’তে,
মহারক্ষ সমূলে উপাড়ি’ ফুৎকারে উড়িয়ে চলে পথে !
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি-চূড়া জিনি’—
নভস্তল পরশিতে চায় ! ষোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার,—মৃত্যুর কালিমা মাথা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর ! —হুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আর !
করালী ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিখাসে প্রস্থাসে ;
তোর ভীম চরণ-নিষ্ক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে ;
কালী তুই প্রলয়রূপিনী, ‘আয় মা গো, আয় মোর পাশে !
সাহসে যে হুঃখ দৈন্ত চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,—
কাল-মৃত্যু করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তারি কাছে আসে ।

বিবেকানন্দ ।

মায়ী ।

শূন্য ঘোম মনে হয় বিরাট খিলান,
 জোনাকী—জোছনা-কণা,—হয় অসুখমান !
 অবাধ, অগাধ ঘোম জানি তবু হার,
 জানি গো জোনাকী চুরি করে না জ্যোৎস্নার ।

বেদব্যাস ।

বৈরাগ্যোদয় ।

বনের মধ্যে আমার বৃক্ষ দেখিলাম সুবিশাল,
 শ্যামল তাহার পল্লব-ছায়া, ফল তার সুসসাল ;
 পথিকেরা এসে ফলের লালসে ভাঙিয়া ফেলিল শাখা !
 হৃদয় কহিল—“সংসার-মাঝে আর শ্রেষ্ট নয় থাকা ।”
 চিকণ ছ’খানি সোনার কঁকণ পরিল যখন নারী,
 শব্দ হ’ল না বিন্দু মাত্র ; হার, কিছু পরে তারি
 কঁকণে কঁকণ ঠেকিল যেমন বন্দ উঠিল বাজি’ !
 হৃদয় কহিল—“আর কেন ? চল, সংসার-সুখ তাজি !”
 পক্ষীর দলে এসে পড়েছিল ভিন্ন দলের পাখী,
 মুখে ছিল তার খাত্তের ভার, তার ছিল সে একাকী ;

ভীৰ্ঘ-মলিন ।

চক্ষু-আঘাতে সকলে মিলিয়া ব্যস্ত করিল তারে ।
হৃদয় কহিল—“পালাও, পালাও, কাজ নাই সংসারে ।
মরণ-দেহ, উচ্চ-ককুদ, উদ্ধত বলবান্
বৃষ চলিয়াছে ; ভয়ে তার কাছে কেহ নহে আশ্রয়ান
সে করিল এক ধেমুর কামনা,—অমনি শৃঙ্গাঘাত !
আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র ; সংসারে প্রাণিপাত ।
বৌদ্ধভাস্কর গ্রন্থ ।

লামার গান ।

আকাশের পথে রবি শশী ধায়,
সোহাগে ধরায় বেড়িয়া ধরে,
বিধাতার দ্বীপ আলো করে দিক্
কিবা দক্ষিণে কি উত্তরে ;
সে আলোকে সুখে ভাসে নরলোক, —
তারে কি কুকাঞ্জে মলিন করে ?

সুদূর পূরবে 'আবরি' আকাশ
ভূষারশীর্ষ আগে শিখরী,
গগন-শয়ান তারি গহ্বরে
হিংসা-বিরত ফিরে কেশরী ;
সে ত নহে ক্রুর, হে শীত নাভাস,
তবে কেন হও তাহার অরি ?

ভাৰ্গব-সংলিলা

দখিন বনের রাণী সে বাঘিনী,
সকল স্থাপদ অধীন তার,
বখন সাহসে জনপদে পশে
শোভা গৌরব ধরে না আর ;
হে বসুন্ধরা ! মঙ্গল-করা !
অপকার যেন না হয় তার ।

পশ্চিমে হ্রদে অগাধ সলিলে
নানা জীব স্নেহে নৃত্য করে,
সোনালী ছ' চোখ তুলে ভেসে চলে
দেখিবারে দূর রত্নাকরে ;
বাকা বঁড়ালী কি ছলভরা জালে
তারা যেন কভু দরা না পড়ে ।

উদীচী-শিখরে পাহাড়ের নীড়ে
গৃধ বিহরে পাখীর চূড়া,
সে নহে দম্ভা—নহে নরঘাতী,
তুষ্ট সে পেলে ক্ষুদ্র কি কুঁড়া ;
বিল-মাথা বাণ পেয়ে সন্ধান
গরিমা যেন গো না করে শুঁড়া ।

লাম্বা মিলমাপা ইহাদের মাঝে
এই গহবরে বসতি করে,

স্বীর্ণ-সলিল

রচে গান, জপ-চক্র ঘুরায়
নিখিল জীবের হিতের তরে ;
নিশাচরী কোনো যাহুকরী যেন
ভ্রষ্ট না করে ভিক্ষুবরে ।

লায়া মিললাপা ।

বৌদ্ধের তপস্যা ।

শশক-বর্ষ আসেনি তখনো ব্যাঘ্র-বর্ষ যায়,
ধর্ম-চক্র ধরিতে হৃদয় ব্যাকুল হইল হায় ।
তাই সে একদা তুষার-সৌম্য হইল উপস্থিত,
সঙ্গীবিহীন নির্জন গিরি, শঙ্কাবিহীন চিত ।
পবনে গগনে যুক্তি করিয়া বৃষ্টি করিল শিলা,
চন্দ্র তপন হইল বাদী, কেবলি মেঘের লীলা ;
লোহার নিগড়ে নয় গ্রহ বাঁধা পড়িলেন একে একে,
হ্রদে উজ্জল 'তৃষ্ণা' তারা শুধু দেখা যায় থেকে থেকে
নয় রাত্রি নয় দিনমান ধরি' বরফ-ফুলকি করে,
সরিষার মত কোনোটি পদ্মপালের আকার ধরে !
বরফের গুঁড়া জমাট বাঁধিল বড় বড় চুড়া বোপে,
নীচে বনভূমি মূরছিয়া পড়ে গুরুভার বৃকে চেপে ;
শিলা কঙ্কাল পুরিল তুষারে, ছুটিল কালিমা-রেণা ;
ললাটের বলিচিহ্ন মুছিল, ফুটিল জ্যোতির্লেখ ।

ভীৰ্হ-সলিল ।

উন্মিল জল হির হ'ল নদী ধামিল মধ্য পথে,
 স্থল কিবা জল হ'ল সমতল, চিনিব সে কোন্ মতে ?
 কিবা পশু পাখী কিবা সে মানব খাও না পায় কেহ,
 বিফলে চকোর বরফ খুঁটিল মুষিক খুঁড়ল গেহ,
 গবয়, চমরী, ছাগ, কস্তুরী খুলিতে না পারে মুখ,
 হেন দুৰ্যোগে মিললাপা ! - তুমি কতই পেয়েছ হুথ !
 একা গুহাতলে বন্দী ছিলাম বরকের কারাগারে,
 ভিক্ষুজনের জীর্ণ বসন হঠায়েছে বাত্মারে ;
 ঞ্জলিত-দন্ত শীত-শার্দূল পলায়ে গিয়েছে দূরে,
 তাপের তাপেতে গলেছে তুষার অবুত ধারায় বুয়ে !
 হ্রস্ব বড় হয়েছে শাস্ত ঘন ধারা বন্নিষণে,
 প্রণত পঞ্চভূতের শীৰ্ষ বুদ্ধের ত্রীচরণে ।

বহির কূলে জন্ম আমার, ব্যাঘ্র সে জ্ঞাতি মম,
 বসতি আমার তুবারাস্থিত গিরি-চূড়া হর্গম,
 সিংহের কূলে জনমি' শুনেছি সজ্জের মহাবানী,
 যে পথে গেছেন অর্হৎ-সবে আমিও সে পথ জানি ;
 মহাযান-পথে যাত্রী আমরা মরণেও মোরা ধন্ত,
 'ওগো উপাসক ! তথাগতে জান, চিন্ত কর' না অন্ত ;
 হুথ মাঝে স্নুখে ছিল মিললাপা না ছিল হৃদয়ে শোক,
 ওগো উপাসক ! তোমা সবাকার চির-কল্যাণ হোক ।

লামা মিললাপা ।

ভীৰ্ঘ-সলিল ।

চির-শরণ ।

আমার রাখাল আপনি দয়াল, আমার ভাবনা কি রে ?
তিনি রেখেছেন গ্রামল ক্ষেত্রে শান্ত হৃদেৰ তীৰে ;
তিনিই আমার দুৰ্বল চিত্তে শক্তি করেন দান,
স্বপথে চালান আমার দয়াল নামের রাখিতে মান ;
মরণের ছায়া ঘিরে যদি তবু করিব না কিছু ভয়,
তুমি আছ সাথে সহায় ! শরণ ! জানি আমি নিশ্চয় ।
শত্রু-পুৰীতে রক্ষা করেছ আমারে দণ্ডধর !
অভিষেক মোরে করি' আনন্দে ভরেছ এ অন্তর ;
এমনি করুণা রয়ে যেন প্রভু ! মোর 'পরে চিরদিন,
চিরদিন যেন তোমারি ছায়ায় রহি গো ভাবনাহীন ।

রাজা দ'বুৰ ।

নাম কীৰ্ত্তন ।

আমার প্রভুর নাম কীৰ্ত্তন কর মন্দিরে তাঁর,
তাঁহারি প্রকাশ আকাশের তলে গাও হে বারম্বার ।
তাঁর সে বিশাল কীৰ্ত্তি-কাহিনী কর সবে কীৰ্ত্তন,
তাঁহার অপার মহিমার কথা গাও হে অনুরাগ ;

তীর্থ-সঙ্গিনী ।

ভূরীতে ভেরীতে নীণা-বাঁশরীতে গাও সবে তাঁরি নাম,
কীর্তন-সুখে নৃত্য করিয়া কির হে অবিশ্রাম !
বাক্সারে মুখর করতাল সবে গাও হে ভরিয়া প্রাণ,
নিশ্বাস নিতে শিখেছ যে জন সেই কর নাম গান ।

রাজা দায়ুদ ।

ব্যাকুল ।

কতদিন তুমি এমন করিয়া ভুলিয়া রহিবে ? প্রভু !
কতদিন হেন রহিবে গোপনে ? দেখা কি পাব না কভু ?
কতদিন হেন যুক্তি করিব আপন মনের সনে ?
শত্রুকুলের হর্ষ কতই দেখিব দুঃখ-মনে ?
প্রভু ! ভগবান্ ! বিচার করিয়া রাখ এ মিনতি মোর,
নয়নে কিরণ বিথারিয়া নাশ কাল-নিজার ঘোর ।
‘আমার প্রাণের ব্যাকুলতা হেরি’ শত্রু যেন না হাসে,
আমারে বেদনা দিতে যেন কেহ না পারে নিন্দা-ভাবে ।
আমি বিশ্বাস রেখেছি তোমার অনন্ত করুণায়,
ওই হাতে আমি মুক্তি লভিব আছি সেই তরসায় ;
চিরদিন আমি তোমারি চরণে গাহিব হে ভগবান্,
আমারে ঘিরিয়া রয়েছে তোমার রাজ-হস্তের দান !

রাজা দায়ুদ ।

ভীৰ্শ্ব-বিল।

অনুতপ্ত ।

প্রভু ! কেবা আমি ?—আমার ভাবনা তুমি ভাব অবিরত ?
দুয়ারে এসেছ খুঁজিতে আমায়, কষ্ট হয়েছে কত ;
শীতের বিষম রাত্রি কাটালে আমারি প্রতীক্ষায়,
দ্রবন্ত হিমে দুয়ার-বাহিরে দাঁড়ায়ে একাকী, হায় !
প্রভুরে চিনিতে ভ্রম হ'ল মোর, ঘরে না লইছ বরি',
ইহ-পরকালে কি হ'বে আমার তাই সে ভাবিয়া মরি ।
কণ্টক-ক্ষত চরণে তোমার শুকায় শোণিত-ধারা,
কিছুই হ'ল না এ অকৃতজ্ঞ অধম জনের দ্বারা ।
দৈব বাণীতে ক'য়ে গেছে মোরে—“ওরে কান পেতে শোন্ ,
হৃদয়-দুয়ারে নিয়ত আঘাত করেন নিরঞ্জন ।”
কত বার আমি শুনেছি সে বাণী,—শুনেছি আপন কানে,
বৃদ্ধল মধুর বিষম সুর আসিয়া লেগেছে প্রাণে ;—
তবু উঠি নাই ;—বলেছি—‘দুয়ার সকালে খুলিব কাল,’
হয়েছে সকাল, তবু বলি “কাল”—একি হ'ল জঞ্জাল !

লোপ্ ডি ভেগা ।

করুণার বার্তা ।

মধ্য-দিনের আলোর দোহাই, নিশির দোহাই,—ওরে !
 প্রভু তোরে ছেড়ে যান্‌নি কখনো, স্বপ্ন না করেন তোরে ।
 অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভাল হবে রে ভবিষ্যৎ,
 একদিন খুসী হ'বি তুই লভি' তাঁর রূপা স্মরণে ।
 অসহায় যবে আসিলি জগতে তিনি দিয়েছেন ঠাই,
 হৃদয় 'ও ক্ষুধা—হঃপ য়া' ছিল যুচায়ে দেছেন তাই ;
 পথ ভুলেছিলি,—তিনিই স্পথ দেখায়ে দেছেন তোরে,
 সে রূপার কথা স্মরণে রাখিস্ ;—অসহায় জনে, ওরে !
 বলিস্ নে কভু ; ভিতরী আতুর বিষণ্ণ মেন না হয়,
 তাঁর করুণার বার্তা ঘোষণা কর রে জগতময় ।

কোরান ।

সাকার প্রতি ।

সাকী ! যদি জানো আশ্বাদ মদিরার,
 সুরা বিনা তবে আনিয়ো না কিছু আর ;
 ভজনা-গৃহের বেচিয়া মাছুর, দরী,
 প্রেম-সুরা কিনে আনো তুমি সুলভী !

তীর্থ-সলিল ।

যাতাল ! এখনো সংজ্ঞা যদি হে থাকে,
ওই শোনো, তোমা' গোলাপের বনে ডাকে ;
বিষম চিতে সাস্থনা কর দান,
অধ্যাত্তি হোক তাহাতে দিয়ো না কান ।
প্রেমের অগতে মনের গোপন-ধারা,
বেণুর কঁাদনি বীণার তানের পারা ।
আচারনিষ্ঠ দানশীল ধনী হ'তে,
প্রেমিক ফকির শ্রেষ্ঠ সে বহুমতে ।
স্বল্তান হেন পরী হের কে আসিছে,
সারা সহরের লোক তার পিছে পিছে ।
মাত্র বারেক দেখেছে যে জন মুখ,
সেই পথ চেয়ে রয়েছে গো উৎসুক ।
আর কত দিন বিরহ-বেদনা হাফেজ সহিবে, হায়,
বুক-ফাটা দুগ্ধ কবে হ'বে শেষ ? সে কথা সুধান কা'য় ?
হাফেজ ।

হাফেজের রুবাইয়াৎ ।

তুমি বলেছিলে—“ভাবনা কি ? আমি তোমারেই ভালবাসি,
আনন্দে থাক, ধৈর্য্য-সলিলে ভাবনা সে যাক্ ভাসি ।”
ধৈর্য্য কোথায় ? কিবা সে হৃদয় ? হৃদয় যাহারে কর,
সে ত শুধু এক বিন্দু শোণিত আর ভাবনার রাশি ।

তীর্থ-সঙ্গিনী ।

সমীর ! গোপনে আমার কথাটি বলিয়া এস হে তার,
জানাও আমার মরমের জ্বালা তারে শত জিহ্বার ;
তেমন করিয়া বলো না যাহাতে বেদনা সে মনে পায়,
নানা বারতার মধ্যে আমার কথাটি জানায়ো, হায় ।

*

*

মরণের বাণ জীবন-দেউল যখন করিবে চূর্ণ,
সেই মুহূর্ত্তে জীবন-পাত্র ভরিয়া হইবে পূর্ণ !
তখন হাফেজ ! সতর্ক থেকো : যবে ল'য়ে যাবে তুলি'
জীবন-গৃহের সব তৈজস ক্রমশঃ কালের কুলি ।

*

*

নদীতীরে যেয়ো মদিরা-পানে সাথে লয়ে,—যদি পার,
প্যান্থেনে বসত কুণোদের ছেড়ে দূরে থেকো, ভাগ আরো ;
এমন সাধের জীবন মোদের দিন দশ বই নয়,
তাজা বৃকে হাসি-মুখে থাকা ওগো তাই ত উচিত হয় ।

*

*

গোপনে গোলাপ-মুকুল রয়েছে তোমার দেগে,
সরমে চামেলি রয়েছে হোথায় মুগানি ঢেকে ;
গোলাপের কলি কোথা পাবে তার অমন কায়া ?
যে রবির রূপে রূপসী সে,—তাহা তোমারি ছায়া !

*

*

তোমার বিরহে তপ্ত অশ্রু গলিছে বাতির মত,
পেরালায় মত গোলাপী আগির জ্বল করে অবিরত ;

ভীর্ণ-সলিল ।

হৃদয়ের এই সঙ্কট-দিনে শুনি যদি বীণা-তান,
আঁখি-বারি রূপে হৃদয়-রক্ত ঝরে বাঁকুলিয়া প্রাণ ।

হৃদয়ে করেছি কাঁদিবার ঠাই তোমার বিরহে স্বামী !
সাস্থনা—তাও রেখেছি হৃদয়ে যতনে লুকায়ে আমি,
শত ঝঞ্ঝার আঘাতে পরাণ যতই পীড়িছে প্রভু !
অটল হৃদয়,—প্রত্যয় তার ভাঙিয়া পড়ে না তবু ।

সকল কামনা সফল করিতে তুমি আছ কৃপাময় !
তুমি কাজী, তুমি কোরান আমার, তুমি মোর সমুদয় ;
আমার মনের কথাটি তোমায় কি আর জানাব আমি !
তোমার অজানা কিছু কি জগতে আছে অন্তর্যামী !

প্রেম-বিমুখ ।

ওরে মন ! তুই ছেড়ে চলে আর প্রেম-বিমুখের সঙ্গ ;—
কুমতি উদয় যার সাথে হয়,—হয় রে ভঞ্জন ভঙ্গ ।
কাকে কি করিবে কর্পূর খেয়ে ? কুকুর গঙ্গা নেয়ে ?
গাধা কি করিবে অগুরু-গন্ধে ? মর্কট মালা ল'য়ে ?
নাহিক স্মৃতি, সাধু-সঙ্গতি, বিষয়ে ডুবিয়া মরে ;
কহে সুরদাস কালো কখনে অন্ত রং কি ধরে ?

সুরদাস ।

প্রিয়-বিরহে ।

ওগো প্রিয়তম ! তোমার কথাই ভাল লাগে মোর মনে,
লক্ষ যতনে যা' বোঝায় লোকে লাগে না মনের কোণে ;
ক্ষীর দিয়া মুখে যদি পালকে রাখ গো জলের মীম,
তব্ ধড়ফড়ি' মরিবে সে, হায়, হইবে সংজাহীন ।
জ্বর চিনেছে হীরায়,—তাই সে হাতুড়ি মাঝে না আয়,
স্বাতীর সোয়াদ পাতিয়াই জানে বিরহের বাথা যা'র ;
কবীর কহিছে ভাবের ভুবনে গোপন নাহিক আর ।

কবীর ।

জপের গুটি ।

জীবৈ প্রেম যার চরম শিক্ষা আমি সে গুরুর শিষ্য,
মন্ত্রতলোরে মন্ত্রে যেজন জাগ্রত অনিমিত্ত ;
অমুসন্ধান যে করেছে তাঁর সেই ত পেয়েছে ঠিক !

নিশ্বাসগুলি যে মালার গুটি সে কেমন জপমালা !
নিভুতে আসিয়া করেছে আপনি অনাগত কাল আলা !
নিশ্বাস-মণি-মালা কে দেখেছে !—মালার উজ্জল আলা !

১০ নং ।

তীর্থ-সঙ্গিন ।

তখন ছিলনা 'অস্তি' 'নাস্তি,' না ছিল আকাশ
ভূমণ্ডল,
কে ছিল শরণ ? কিবা আবরণ ? সে কি গো গহন
গভীর জল ?
মৃত্যু ছিল না, না ছিল অমৃত, না ছিল রাত্রি
না ছিল দিন,
বায়ুহীন দেশে নিখাস ল'য়ে ছিল সেই 'এক'
ক্রিয়া-বিহীন ।
আঁধারের বুকে ঘনাকাকার, ঠাছর না হয়
আকার কোনো,
সে মহার্গবে আপনার তপে বাড়িতে লাগিল
মহিমা ঘন !
সেই আদিমের মনো-বিস্মৃতে ধীরে ধীরে ধীরে
উপজে কাম,
কবির জ্ঞানেন 'নাস্তি'র সাথে সেই 'অস্তি'র
মিলন-ধাম ।
বিশ্বের বীজ 'অঙ্কুরি' উঠে,—মহা-মহিমায়
অখিল ভরে ;
প্রযত্নবান্ পুরুষ উর্ধ্বে, নিম্নে প্রকৃতি
নিষ্কণ্টকে পরে ।

তীর্থ-সন্নিধ্য।

বগ্নুল সৃষ্টি !—কোথা হ'তে এল ? কে জানে ইহার

জন্ম-দিন ?

সৃষ্টি-কাহিনী কেমনে জানিবে ? সৃষ্ট দেবতা

অর্বাচীন ?

পরম ব্যোমের পরম পুরুষ,—বিশ্ব-লোকের

যেজন ধাতা,—

সে কথা হয় ত তিনিই জানেন, অথবা তিনিও

জানেন না তা' !

প্রজাপতি ঋষি ।

কে ?

কে ছিল আদিতে ? কে রাখিল ধরি'

হ্যালোকে ভুলোকে আগন স্থানে ?

কে অধিতীয় পতি সকলের ?

কোন্ দেবে পূজি হব্য-দানে ?

শক্তি ও প্রাণ যে করিল দান ?

দেবতার যার শাসন মানে ?

মৃত্যু অমৃত জুতা যাহার ?

কারে পূজি মোরা হব্য-দানে ?

ভীষ্ম-সলিল

যিনি মহিমায় করেন বিরাজ
নিখিল জীবের নয়নে প্রাণে ?
পশু পাখী নর বাহার অধীন ?
কার পূজা করি হব্য-দানে ?

রসের আধার সমুদ্র আর ?
হিমাচল যার কীৰ্ত্তি জানে ?
দিকে দিকে যার অভয় হস্ত ?
কোন্ দেবে পূজি হব্য-দানে ?

অসীম ব্যোমের পরিমাণ করি, ---
বাতাস উজ্জলি' কিরণ-স্নানে, ---
পৃথিবীয়ে দৃঢ় করেছেন যিনি ?
কারে পূজি মোরা হব্য-দানে ?

লভি' প্রতিষ্ঠা ক্রন্দসী যার
নিরন্ত নিরন্ত মহিমা গানে ?
বাহার বিভায় দীপ্ত তপন ?
কার পূজা করি হব্য-দানে ?

ত্রিভুবন-ব্যাপী সলিল-গর্ভে
জাত জাতবেদা বাহারে আনে ?
নিখিল দেবের জীবন-বস্তু ?
কোন্ দেবে পূজি হব্য-দানে ?

তীর্থ-সলিল :

নিপুণ চক্রে বিপুল বিশ্ব
যিনি হেরিলেন সলিলাধানে,
সকল দেবের অধিদেব যিনি ?
কারে পূজি মোরা হব্য-দানে ?

পৃথিবীর পিতা, স্বর্গ-জনিতা,
তিন লোক বাধা যার বিধানে,
তিনি যেন কভু না হ'ন বিমুখ,
যারে পূজি মোরা হব্য-দানে ।

সকল প্রজার প্রজাপতি ! দেব !
বিশ্ব শাসিতে কে আর জানে ?
মোদের আত্মা কর হে গ্রহণ,
• কামনা পূরাও কাম্য-দানে ।

হরিশ-পদ কবি ।

সংস্করূপ ।

বাক্য বাহ্যারে বর্ণিতে নারে, বচন সৃষ্টি যার,
তিনিই ব্রহ্ম ; লোকে বাহ্য পূজে তাহা কতটুকু তার !

ভীৰ্শ-কলিতা ।

মন বাঁধে মনে করিতে না পারে, মন কল্পনা বাঁধ,
তিনিই ব্রহ্ম ; লোকে বাহা পূজ্যে তাহাই করে। না সার ।

নয়ন বাঁধারে পায় না দেখিতে, নয়ন রচনা বাঁধ,
তিনিই ব্রহ্ম ; লোকে নাহি জানে পূর্ণ-প্রকাশ তাঁর ।

কান বাঁধ কথ্য শুনিতে না পায়, কানেই শোনান্ যিনি,
তিনিই ব্রহ্ম ; লোকে বাহা পূজ্যে শুধু তাই নন্ তিনি ।

প্রাণ অপারক বাঁধ প্রণিধান, প্রাণের প্রণেতা যিনি,
তিনিই ব্রহ্ম ; লোকে বাহা বলে শুধু তাই নন্ তিনি ।

ভাল-মতে তাঁরে আমিও জানি নে, জানি নে যে তাহা নয়,
এটুকু যেজন জানে অহুভাবে,—জেনেছে তারি হৃদয় ।

যে ভাবে জানি নে সে কিছু জেনেছে ; জানেনা—যে ভাবে জানি ;
ধারণা ধরিতে পারে না তাঁহারে,—যে কহে তাহারে মানি ।

অন্তরবাসী বলি' যে তাহারে জেনেছে—অমৃত তারি,
আত্মার বলে বিদ্যায় লভি' অমৃতের অধিকারী ।

তলবকারোপনিষৎ ।

সমাপ্তে

আমারে মার্জনা কর, হে কবি-সমাজ !
—এতক্ষণ গাহিলাম বাহাদের গান,—
ভুল যদি ঘটে' থাকে ক্ষমা কর, আজ,
বিদায়ের অশ্রুজলে হোক অবসান

আমার সকল ক্রটি । ভালবাসি ব'লে,—
চেয়েছিহু বাড়াইতে তোমাদের বশ,—
গিয়েছিহু ছড়াইতে নব নব দলে
তোমাদের অন্তরের চির-নব রস ;—

আনন্দের আত্মীয়তা করিতে স্থাপন,—
লজিয়া সকল বাধা,—ভাষা, কাল, দেশ,
বর্ণ, জাতি, পীতি, কুল ;—ছিল এ মনন ;
নাহি জানি কি করিতে করিহু কি শেষ ।

সুদূর অতীত হ'তে পা'ব কি ইঙ্গিত ?—
বার্থ কি মার্থক, হায়, আজিকার গীত !

‘রহস্যের চাবি’

অধর্ষ বেদ—যজ্ঞের সময় যিনি অস্ত্রাশ্রয় ঋষিকের কার্য পরিদর্শন করিতেন তাঁহাকে ব্রহ্মা বলিত। এই ব্রহ্মাদিগের রচিত বেদই অধর্ষবেদ নামে পরিচিত।

অবন্তা—ইহাকে সাধারণতঃ জেলাবন্তা বলে। প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্মশাস্ত্র। ইহা প্রায় বেদ-সংহিতার সমকালবর্তী।

অবৈয়ার—ইনি দক্ষিণাত্যের একজন স্ত্রী-কবি। বিয়াবতী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে।

আনাফ্রেন—বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। ইনি আজীবন সুরা ও নারীর বন্দনা গাহিয়াছেন। জগদ্বৃষি গ্রীসু।

আবু মহম্মদ—হাকিম-অল-রসীদের পৌত্র কালিফ্ বাৎহক্ ইহাঁর কবিতায় মুগ্ধ হইয়া ইহাঁকে রাজ-পরিচ্ছদে ভূষিত করেন। ইনি সুগারকণ্ঠ ছিলেন।

আবল্ সালম্ বিন্ রাগোয়ান—ইনি হিজিরার দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর চরিত্র কতকটা বায়রনের মত।

আলতাক্ ছসেন আনুসারি—ইনি ‘হালি’ অর্থাৎ নব্য-কবি নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। আলিগড়ের সার সৈয়দ আহম্মদ ইহাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইনি জীবিত।

আছাউ—(খৃঃ ১৭৮৭-১৮৬২) বাছলাবর্জিত মনোজ্ঞ ভাষায় করুণ রসের কবিতা ও পাখা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জগদ্বৃষি জগদ্বিনী।

ইব্-সেন্—(খৃঃ ১৮৩০-১৯০৬) বর্তমান যুরোপীয় সভ্যতার নানা জটিল সমস্যা ইনি নাট্য-বস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। জগদ্বৃষি নরোয়ে।

ইমাম সাফাই মহম্মদ বিন্ ইদস্—ইনি মহম্মদপ্রবর্তিত ধর্মমতের একটি নূতন-শাখা সৃষ্টি করেন। ভয়ানক তাত্ত্বিক ও ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলেন।

ইশী—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা-রচনায় ইহাঁর নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে। জগদ্বৃষি আপান। এজিদ্—মহম্মদের মদিনা প্রবেশের সত্তর বৎসর পরে ইনি কালিফ্ হন। কবিও ভিন্ন ইহাঁর অগ্ন্য কোনও সদৃশ্য ছিল না। ইহাঁর মাতা মৈসুন বোগমন্ড কবি ছিলেন।

এরিটোফেনিস্—(খৃঃ পূঃ ৪৪৪-৩৮৮) ইহাঁর বুদ্ধিবৃত্তি, ভাব-প্রবাহ এবং কল্পনাসক্তি সমান প্রবল। ইনি বাঙ্গলাট্য রচনায় অদ্বিতীয়। জগদ্বৃষি গ্রীসু।

ওমর খৈয়াম্—(খৃঃ ১০৫০-১১২৩) জগ্ম খোরাসানের অজ্ঞর্গত নিশাপুরে। ইনি গণিত-শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ওয়াড্ সোয়ার্থ্—(খৃঃ ১৭৭০-১৮৫০) ইনি ঋষি কবি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জগদ্বৃষি ইংলণ্ড।

কবীর—ইনি সুপ্তাত্ন মেসেন্সর লোদির সমকালবর্তী ছিলেন। জগ্ম বারাণসীর নিকটে। ইনি রামানন্দের শিষ্য, জাতিতে জোলা।

লিঙ্গ—নবরত্নের শ্রেষ্ঠতম রত্ন । ইহার দেশ ও কাল সম্বন্ধে যত্নের ভয়ানক পার্থক্য আছে । ইহার অধিকাংশ কাব্য উজ্জয়িনীতে রচিত বলিয়া বোধ হয় ।

টিটস্—(খৃঃ ১৭২৫-১৮২১) 'সুন্দরই সত্য এবং সত্যই সুন্দর'—ইহাই তাঁহার কাব্যের প্রধান কথা ।

করি—(খৃঃ ১৬৭০-১৭৪০) ইনি মার্কুইস্ এক স্থালিকাক্সের ঔরঙ্গ-পুত্র । ইনি কবি ও সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন ।

কারাগ—কাহারও মতে ইহা মহম্মদ-শ্রুত স্মৃতির বচন, কাহারও মতে ইহা মহম্মদের নিজের রচনা । শেষ মতটিই সমীচীন ।

সুহাল শাঁ খতক—ইনি একজন আফগান সর্দার, কবি, এবং ভারত-সম্রাট শাহজাহানের বন্ধু ছিলেন । পিতৃজোহী আরঙ্গজেব ইহাকেও নানা-মতে ক্রোধ দিয়াছিল । সে কাহিনী ইহার লেখাতেই পাওয়া যায় ।

গতিয়ে—(খৃঃ ১৮১১-১৮৭২) ফরাসী সমালোচকেরা বলেন, তিনি চিত্র লিখতেন ; শব্দশিল্পে তাঁহার ক্ষমতা অসামান্য ।

গেটে—(খৃঃ ১৭৪৯-১৮৩২) ইহার প্রতিভা সর্বতোমুখী ; ইনি জার্মানির শ্রেষ্ঠ কবি, আবার বিজ্ঞানেরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ।

গোঁকি—জন্মভূমি ক্রাঘিয়া । সামান্য বাড়ুদার হইতে ইনি একজন প্রাতিষ্ঠানিক ওপচাশিক হইয়াছেন । ইনি এখনও জীবিত আছেন ।

গাণকা—এলগুস্তের মন্ত্রী । কুটুবুদ্দিন জগত বিখ্যাত ।

চিত্রালপি—অক্ষর-সৃষ্টির পুণ্যে বিশ্ব দেশে চিত্রের সাহায্যে মনোভাব জ্ঞাপন করিবার প্রথা ছিল ।

জাতক গ্রন্থ—প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ইহা একত্র অখিত হয় । জগদ্বাস্তুরবাদ ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য । সম্ভবতঃ বুদ্ধকথিত কাহিনীনিচয়ই ইহার ভিত্তি ।

জুব্বিন্সা—সম্রাট আরঙ্গজেবের বিদ্রোহ ও রূপণী কন্যা । ইনি কবি ছিলেন ।

টলষ্টয় (কাউন্ট)—ইনি লোক-হিতের জন্য সর্বস্ব এমন কি স্বরচিত গ্রন্থসমূহের স্বধর্ম পর্যাঙ্ক দান করিয়া কৃষ্ণীরগণী হইয়াছিলেন । পূর্বে ইনি ক্রাঘিয়ার একজন প্রধান ভূস্বামী ছিলেন । এখন সভ্য জগতের মনের উপর রাজ্য করিতেছেন ।

টেনিসন্—(খৃঃ ১৮০৯-১৮৯২) ইনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সভ্যকবি ছিলেন ।

সিনাতু—ইনি উস্তট শ্লোকের মত অনেক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন ।

লবকারোপনিষৎ—একশত পঞ্চাশখানি উপনিষদের অন্ততম । উপনিষদের অনেকাংশ ক্ষত্রিয়দিগের রচিত । সূত্রগ্রন্থ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানকে ক্ষত্রিয় বলিলেও ভুল হয় না ।

বিয়গ্নিসু—ইনি আমাদের বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ; জন্ম গ্রীসদেশে । ইনি একজন অভিজাত এবং তত্ত্বজ্ঞ গর্বিত ।

দাস্তে—(খৃঃ ১২৬৫-১৩২১) খৃষ্টানু ইতালির প্রধান কবি, ইনি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারেও বিশিষ্ট ।

দায়ুদ (রাজা)—ইনি খৃষ্টের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথম বয়সে নিজ পিতার মেঘসমূহের পরিচর্যা করিতেন। ক্রমশঃ নিজ চরিত্রের বলে ইহুদীদেরকে স্বাধীন করেন। ইহার রচিত গানগুলি ইহার ঈশ্বর নির্ভরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নাইডু (সরেজিনো)—ইনি ইংরেজীতে চমৎকার কবিতা লিখিয়া থাকেন। নাইডু ইহার স্বামীর উপাধি। ইনি হায়জাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার অথোরনাক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা।

নানক—শিখ-ধর্মের প্রবর্তক ও প্রথম গুরু। ইহার রচিত গানগুলি অতীব মধুর।

নিকোলাস্ (দ্বিতীয়)—শেষ রুব-সম্রাট্। ইনি কবিতাও লিখিতেন।

পৃথ্বীকবি—ইনি রাণা প্রতাপসিংহের সমসাময়িক। জন্ম বিকানীর রাজবংশে।

পেটোফি—হাঙ্গেরির জাতীয় কবি। ইহার "Talpra Magyar" শীর্ষক সম্ভাষণ বিনা রক্তপাতে হাঙ্গেরির ভাগ্য পরিবর্তন করিয়াছিল।

পেরার্ক—ইনি 'সনেট' নামক ছন্দোবদ্ধের আবিষ্কর্তা। জন্মস্থান ইতালি।

পো (এডুয়ার আলেন্)—(খৃঃ ১৮০২-১৮৪২) জন্ম আমেরিকার বোস্টন নগরে। ইহার রচনা ইঙ্গজালের মত মোহকর।

প্রজাপতি—ইনি ঋগ্বেদীয় কয়েকটি সূত্রের রচয়িতা; ইহার রচনা নভাবালোকে সমুজ্জ্বল।

প্রোভের্ (আডলেড্ অ্যান্)—ইনি একজন স্ত্রীকবি। উপদেশমূলক কবিতাকে সরস করিতে ইনি বিশেষ পটু ছিলেন।

রবিন্সন্ (লা)—(১৬২১-১৬৯৫) ইহাকে করাচীদেশের বিজয়শ্রী বলা বাইতে পারে।

কিলিকাজা—(১৬৪২-১৭০৭) ইহার অনেক কবিতা পেত্রার্কের কবিতার সহিত তুলনীয়। জন্মভূমি ইতালি।

কিলিপ্সু (টিফেন্)—ইংলণ্ডের আধুনিক যুগের একজন গ্রেঠ কবি ও নাট্যকার। (১৮৪২-১৯১৫) 'মানুষ' শীর্ষক কবিতাটি বুগার যুদ্ধের সময়ে রচিত।

বক্তিমচন্দ্র—(১২৪৩-১৩০০ সাল) নব্য বঙ্গের গুরুস্থানীয়। বঙ্গদান যুগে তিনিই প্রথম বাংলাদেশে গীতি সাহিত্য-রসের মর্যাদা বুঝাইয়া দেন।

বায়রণ্—(খৃঃ ১৭৮৮-১৮২৪) ইংলণ্ডের প্রতিভা-প্রতিমা। অগ্নিবিধাত কবি।

বার্ণস্ (রবার্ট্)—(১৭৫৯-১৭৯৬) জন্ম স্কটলণ্ডে। ইনি কৃষক হইলেও প্রথম জ্ঞেয় কবি। ইহার আবেগময়ী ভাষা অতুলনীয়।

বান্দ্রীকি—ভারতবর্ষের কবিগুরু। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের রচয়িতা। প্রথম জীবনে নাকি দম্ভা ছিলেন।

বিবেকানন্দ—(১৮৬৩-১৯৩২) ইনি যুরোপ ও আমেরিকায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক প্রেরণ প্রতিপন্ন করেন। ইনি পদ্য পদ্য অনেক লিখিয়াছেন। সম্বন্ধাচারী, জীবৎ ব্রাহ্মণ্য পরমহংস ইহার গুরু ছিলেন।

বর্ষষ্টার্ণব—(১৮৩২-১৯১০)। নারোয়ের জাতীয় কবি।

বিশ্বানন্দ—(খৃঃ পূঃ ১১০০-১৬০০) ইনি অনেকগুলি ঋগ্বেদীয় স্মৃতির রচয়িতা। তিনি অধ্যবসায়-বলে ঋষিহীন লাভ করেন।

বেদবাস—(খৃঃ পূঃ ১৬০০-১৫০০) ইনি দামরাজকন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সত্ত্বেও বেদ পড়িতে পাইয়াছিলেন, এমন কি অনেকটা ভাষারি কৃপায় বেদ বর্তমান কালের প্রাপ্ত হইয়া সুবিশুদ্ধ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এই ধার-নোহিত পৃথিবীর প্রেষ্ঠ কনিদিগের মধ্যে আসন পাইয়াছেন।

বেরজার—(খৃঃ ১৭৮০-১৮৫৭) ইহার বিজ্ঞপাত্তক সঙ্গীতসমূহ বিখ্যাত। জন্মভূমি ফ্রান্স।

বোয়ার্দো—ইনি ইতালির কবি।

ব্রাউনিং (রবার্ট)—(১৮১২-১৮৮৯) ইনি মানব-জীবনের সমস্ত রস মানের মধ্যে অনুভব করিয়া স্বায় কাণে তাহা নানা আকারে বিবৃত করিয়াছেন।

ব্রেক—(১৭৫৭-১৮২৭) ইনি কাঠ ও ইম্পাতের উপর ছবি খোদাই করতেন। কবি হিসাবেও মন্দ ছিলেন না।

ভবভূতি—প্রায় দার শত বৎসর পূর্বে ইনি দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। নবের অতি প্রবল ভাবাবেগ নিব্বার-ঝঙ্কত-তুল্য ভাষায় প্রকাশ করিতে ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ভট্টহরি—ইনি বিক্রমাদিত্যের সহোদর বলিয়া প্রবাদ আছে। ক্রী-চরিত্রে অশ্রদ্ধা বশতঃ বৈরাগ্য অবলম্বন করেন।

ভাঙ্জল—(খৃঃ পূঃ ৭০-১২) প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের মহাকবি।

ভণ্টেয়ার্—(১৬৯৪-১৭৭৮) ইনি স্বীয় গ্রন্থে কাহাকেও বিজ্ঞপ করিতে ছাড়েন না। এজন্য অনেকবার ইহাকে নির্দোষিত হইতে হইয়াছিল। কন্নাসী বিপ্লবের দীক্ষাভূত।

মন্ত্‌নাইকেন্—বেলজিয়ামের কবি।

‘মন্তোশ’—প্রাচীন জাপানী কবিতার সংগ্রহ। ‘মন্তোশ’ অর্থাৎ সহস্রদল।

মাস্কিন্ অল দরামি—হিজিরার দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন আরব কবিতার একটি সংগ্রহ-পুস্তক প্রচলিত হয়। ঐ পুস্তকের নাম ‘হামাস’। উহাতে এই কবির অনেক-গুলি কবিতা আছে।

মাইকেল মধুসূদন—(১৮২৪-১৮৭৩) বঙ্গভাষার প্রথম মহাকবি। ইনি অমিত্রাকর ছন্দের প্রবর্তক।

মিললাপা (লানা)—পিতৃব্য কর্তৃক পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়া ইনি মজ্জতন্ত্রের সাহায্যে তাহার উদ্ধার করিতে কৃতসম্মত হন; পরে দার-উটাতনামির অভ্যাঙ্গে মানসিক অবনতি হইতেছে বুঝিয়া বুদ্ধপথে চিত্ত সমাহিত করেন। ইনি ভিক্ষতবাণীর প্রিয় কবি।

মুর—(১৭৮০-১৮৫২) জন্ম আয়লওয়ে। ইনি লগু চট্টল কবিতা লিখিতে দক্ষ হস্ত।
 ব্রিটিশ—ইনি সক্রিয়তার বন্ধু ছিলেন। প্রায় সমস্তরূপে নাটক রচনা করেন।

জন্মভূমি গ্রীস।

র'মার্জি—(১৫২৪-১৫৮৫) ইনি এবং ইহার কয়েকটি কবিতা 'সাতভাইচন্দ্র' নামে
 কৃত্তিকা-মণ্ডলী নামে অভিহিত হইতেন। জন্মভূমি ফ্রান্স।

রাজ দে লিল—ইনি মেম্বর ড্রায়েরের অনুরোধে ফরাসীদের জাতীয় সঙ্গীত
 'লামার্শিয়ের' রচনা করেন। এই সঙ্গীতের প্রথম বঙ্গানুবাদ ১৯০০ সালে জৈষ্ঠ-
 সংখ্যায় নবাবভারতে প্রকাশিত হয়। (বুইয়ে—তৎকালীন ফরাসীরাজের
 সেনাপতি।)

গোপ ডি ভেগা—(১৫৬২-১৬৩৫) জন্মভূমি স্পেন। অসংখ্য নাটক ও কবিতা রচনা
 করিয়াছিলেন।

গোলাব—(১৭৫৯-১৮০০) ইটালিতে জার্মানি'সীরা জার্মানির সেজ'পীয়ার্ বনে। প্রথম
 জীবনে চিকিৎসক ছিলেন।

গীকিং—ইহার অর্থ কবিতাপুস্তক। চীনদেশের প্রাচীন কবিতাসমূহ প্রায় তিন-
 হাজার বৎসর পূর্বে একবার একত্র সংগৃহীত হয়; ঐ সংগ্রহগ্রন্থের নাম
 'গীকিং'।

গুহক—রাজা ও কবি। কেহ কেহ বলেন ইনি নিজে কবি ছিলেন না। পাবক নামে
 কোনও কবির রচনা ক্রয় করিয়া নিজের নাম দিয়া চালাইতেন।

গোপ পীয়ার্—(১৫৬৪-১৬১৬) অগ্নিতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। মানচিত্রের ঘণ।

গেলি—(১৭৯২-১৮২২) ইহার রচনা বিদ্যুতের মত তীব্র ও উজ্জ্বল। ইনি কবি-
 সমাজের কবি নামে খ্যাত।

গীর্জ—রাজা ও কবি। পদলালিত্যের জন্য বিখ্যাত। কেহ কেহ বলেন বাণভট্টের
 রচনা ইহার নামে প্রচারিত হইয়াছে।

গাদি—হিজিরায় মধ্য শতাব্দীতে পারস্যের সিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার
 প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'গুলিস্তান'।

গিল্ডিচ—ইনি পোল্যান্ডের একজন বিখ্যাত লেখক। জীবিত।

গিবার—(১৬৭১-১৭৫৬) জন্মভূমি ইংলণ্ড।

গিবার অল ওয়ারক—ইনি আরব দেশের কবি।

গুটমবার্গ—ইটালিতে বায়রনের মানসপুত্র বলা যাউতে পারে। ভাষা ও ছন্দের উপ
 ইহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

গুদন (১৮৩৭-১৯০৯) (রাজর্ষি)—ইনি বর্ষিষ্ঠ ও বিখ্যাতদের সমসাময়িক দ্বিগিজ্ঞা-
 রাজা ও ঋষদীয় হস্তের রচয়িতা।

স্বদেশ—ইহার রচিত ভজনগুলি প্রত্যেক হিন্দুস্থানীর আদরের বস্তু। ইনি ধর্ম ছিলেন।

সাকো—(খৃঃ পূঃ ৬৩০-৫৭০) “কৃষ্ণ চণ্ডী, মধুরহাসিনী, নিকলক সাকো”। জন্মভূমি গ্রীস।

হাকিজ—হিজরীর অষ্টম শতাব্দীতে পারস্যের সিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচনার সহিত আমাদের বৈষ্ণব কবিদের রচনার ভাবগত সাদৃশ্য আছে।

হাথেন্—(১৭৯৯-১৮৫৬) ইহার রচনার সহজ সৌন্দর্য্য অননুকারণীয়। জন্মভূমি জার্মানি। জাতিতে ইহুদি।

হরনাথ—ইনি ক্ষেত্রদায় শৃঙ্গের রচয়িতা। ইনি কবি এবং দার্শনিক।

হট্টনান্—আমেরিকার কবি; বিশ্বপ্রেম ইহার কাব্যে ওতপ্রোত।

হপো’ ভিক্টর—(১৮১২-১৮৮৫) কবি, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, স্বদেশ-প্রেমিক, অধ্যাপক-বিদ্যায় পরম পণ্ডিত। ‘হাসি ও অশ্রুর সম্রাট’। জন্মভূমি ফ্রান্স।

হেডজ—ইনি জাপান দেশের একজন প্রাচীন কবি।

হোমর—ইনি আমাদের বেদব্যাস অপেক্ষা প্রায় ছয় শত বৎসরের ছোট। যুরোপ-পণ্ডের প্রথম ও প্রধান মহাকাব্য-রচয়িতা। জন্মভূমি গ্রীস অথবা এশিয়া-মাইনর।

হোমন্ (অলিভার ওয়েণ্ডেল)—ইহার পদ্য ও গদ্য হাস্য-স্নেহ সরস বাগ্‌র্থের জন্য প্রসিদ্ধ। জন্মস্থান আমেরিকার বোস্টন নগরী।

হোরেস্—(খৃঃ পূঃ ৬৫-’’) জন্মভূমি ইতালি। ইহার ভাব ও ছন্দের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইনি ১১ ছন্দের নানা বিষয়ের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

(আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে আর্মি লাল মাতন নামে অভিহিত করিয়াছি।)

